মন্ত্র ও পূজা-রহস্য

মন্ত্র ও পূজা-রহস্য

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবাহ

শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত
ও
শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুদিত।

প্রকাশক—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন।
"দেবসঙ্ঘ মঠ"
পোঃ—দেবসঙ্ঘ, বোম্‌পাশ টাউন, (দেওঘর, এস, পি,)

তৃতীয় সংস্করণ।
(পরিবর্দ্ধিত)
দুর্গাপূজা ১৩৬৭ সাল।

মূল্য—২'৫০ নঃপঃ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
"দেবসঙ্ঘ মঠ"
পোঃ—দেবসঙ্ঘ, বোমপাশ টাউন,
ভায়া—বৈদ্যনাথ-দেওঘর, এস, পি, (বিহার)

'দেবসঙ্ঘ মঠ'
পোঃ—বড়বহেরা, কোন্নগর (হুগলী)

মহেশ লাইব্রেরী,
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন দাস, এটর্ণি
২০, চিৎপুর ব্রীজ এপ্রোচ, কলিকাতা।

ও

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জ্জী কর্ত্তৃক, তারকনাথ প্রেস,
২ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বৈদিক পূজার পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি প্রচলিত আছে। একটা মিথ্যা ব্যবস্থা বা অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন কোন সভ্যসমাজে চলিতে পারে না। ভারতের মন্দিরে মন্দিরে—গৃহে গৃহে এই যে পূজাপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার নিশ্চয়ই একটা নিগূঢ় রহস্য আছে। ইহা যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মত না হইলে এবং ইহা আচরণ করিয়া মানুষ উপকৃত না হইলে এই মত ও ব্যবস্থা এত বড় একটা জাতির উপর দৃঢ়ভাবে আসন-প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিতে পারিত না। রাজনীতি ক্ষেত্রে কত পরিবর্ত্তন ঘটিল, কত বিধর্ম্মী আসিয়া এই বৈদিক আর্য্য চিন্তাধারাকে আঘাত করিল, কত নূতন মত ও ও পথ আবিষ্কৃত হইল, জড়বিজ্ঞানের অনুচিন্তনে মানুষ কত কিছু আবিষ্কার করিল, কিন্তু বৈদিক পথ ও তত্ত্বকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যথার্থ শান্তির পথ কেহই দেখাইতে পারিল না। কালের প্রবাহে কতিপয় তরলমস্তিষ্ক লোক ও বহির্মুখীন তথাকথিত রাষ্ট্রনেতাগণ এ রহস্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া ইহাকে উপেক্ষা করিলেও শান্তিকামী কোটি কোটি লোক অদ্যাপি এই চিন্তাধারার অনুবর্ত্তন করিতেছে। আমার ন্যায় জ্ঞানবুদ্ধিহীন লোক না হয় গতানুগতিক স্রোতে ভাসিয়া চলিতে পারে, কিন্তু এই দীর্ঘ সহস্র সহস্র শতাব্দী যাবৎ সকল মানুষই ভারতে জ্ঞানহীন ও বুদ্ধিহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই।

জীবনের অপরাহ্ন কাল পর্য্যন্ত ভোগময় সংসারক্ষেত্রে ডুবিয়া থাকিয়া বুঝিয়াছি শান্তি এখানে নাই, অথচ এই জগতকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার শক্তিও পাইতেছি না। সংসারভোগে ক্ষত বিক্ষত হইয়া মন

যখনই সেই অচিন্ত্যপুরুষের—আত্মার অনুচিন্তনে ক্ষণকালের জন্যও প্রবৃত্ত হইয়াছে তখন কি নির্ম্মল শান্তিই না প্রাণে উপভোগ করিয়াছি। দুর্ব্বল শিশুমন সে সুখময় রাজ্যে থাকিতে অক্ষম। পথও ভাল জানা নাই। ঋষিদর্শিত পথে চলিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তি কোনটাই আমার নাই। বৈদিক মন্ত্রাদি অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সেই ভাষায়ও আমার বিশেষ অধিকার নাই। মর্ম্মে মর্ম্মে আমার ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকের অসুবিধার কথা অনুভব করিয়া পরম শ্রদ্ধেয় মদীয় গুরুদেবের সকাশে ইহার প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য একদিন প্রস্তাব করি। তিনিও আমাদের অসুবিধার কথা সমধিক পরিজ্ঞাত ছিলেন। মন্ত্রের অর্থ ও ভাব বুঝিতে অক্ষম বলিয়া আমাদের সাধনা মন্থর গতিতে চলিতেছে ইহা তিনি লক্ষ্য করিয়া বহুবার বলিয়াছিলেন—গৃহপালিত পাখীর হরিনাম বলার ন্যায় ভাব ও রহস্য না বুঝিয়া কতগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহা নিষ্ফল হয়।

তাই গুরুদেব আমার ন্যায় অজ্ঞান সন্তানগণের মনোভাব ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়া আমাদের অনুরোধে 'মন্ত্র ও পূজা রহস্য' নামক এই গ্রন্থ প্রণয়ণে ব্রতী হন। শুধু সংস্কৃত কথার ব্যাখ্যা করিতে পারেন এমন পণ্ডিত এখনও এদেশে অনেক আছেন, কিন্তু তাহার ভাব ও রহস্য কয়জন বুঝিতে পারেন? এই গ্রন্থে আমাদের অনেক অভাবই দূর হইবে। গ্রন্থের প্রথম প্রবাহে পূজার আরম্ভ আসনশুদ্ধি হইতে শেষ—নিরঞ্জন অর্থাৎ বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত পূজার যাবতীয় জ্ঞাতব্য তত্ত্বসমূহ বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অপূর্ব্ব বিজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। উচ্চ জ্ঞান—বিজ্ঞানের উপর হিন্দুর এই দেবার্চ্চনা ও সাধনপদ্ধতি যে প্রতিষ্ঠিত তাহা অনেকেই জানিতে পারিবেন। দ্বিতীয় প্রবাহে পূজায় ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত মন্ত্র—যথা আচমন, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অভিষেক,

উপচার-অর্পণ, ভোগ-নিবেদন এবং প্রচলিত বহু দেবদেবীর ধ্যানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মন্ত্রগুলির অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও পরে তত্ত্ব সহ অনুবাদ এ পথের পথিকদিগকে সাহায্য করিবে বলিয়া ভরসা করি।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে এই গ্রন্থ প্রণয়ণে গুরুদেবের অন্তরঙ্গ বান্ধব শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক সাহায্য করিয়া এবং আশ্রমস্থ অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ মুদ্রণকার্য্যে ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি। ইতি—

দুর্গাপূজা।
১৩৪৬ সাল।

মাতৃচরণাশ্রিত—
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

এই সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইল। দ্বিতীয় প্রবাহে কয়েকটী নূতন স্তোত্র, মন্ত্র ও ধ্যান সন্নিবেশিত হইল। প্রথম সংস্করণের ভুল ভ্রান্তি যথাসাধ্য সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তৎসত্ত্বেও যে সমস্ত ত্রুটি রহিয়া গেল আশাকরি পাঠকবৃন্দ তাহা স্নেহের দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিবেন। ইতি—

দুর্গাপূজা।
১৩৫৬ সাল।

মাতৃচরণাশ্রিত—
প্রকাশক।

তৃতীয় সংস্করণ।

বড়ই হৃষ্টচিত্তে জানাইতেছি যে আমার জীবিতাবস্থাতেই এই গ্রন্থের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ধর্ম্মগ্রন্থ সাধারণতঃ অনাদৃতই হয়। কিন্তু

এই গ্রন্থটী আদৃত হইয়াছে দেখিয়া এখনও ধর্ম্ম-পিপাসু বহু ব্যক্তি দেশে আছেন ইহাই মনে হইল। ৩য় সংস্করণে আরও কয়েকটী মন্ত্র; ধ্যান ও স্তোত্র সন্নিবেশিত হইল। বিশেষভাবে মা হৈমবতীর ধ্যান ও শ্রীশ্রীব্রহ্মর্ষি-দেবের প্রার্থনা মন্ত্র প্রভৃতি সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইল। ভুলপ্রমাদ যথাসাধ্য সংশোধন করিতে যোগ্যভ্রাতাগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আমার দৃষ্টিশক্তি এখন ক্ষীণ। আশা করি পাঠকবৃন্দ এই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া অধিকতর তৃপ্তি পাইবেন। জীবনের পাথেয় ইহাতে পাইবেন। ইতি—

দুর্গাপূজা
১৩৬৭ সাল।

মাতৃচরণাশ্রিত—
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেন।

সূচীপত্র।

প্রথম প্রবাহ

(পূজার আদ্যন্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ)

দ্বিতীয় প্রবাহ

(মন্ত্র—অনুবাদ—ব্যাখ্যা)

বিষয় পৃষ্ঠা

মন্ত্র ও পূজা-রহস্য ॥

(প্রথম প্রবাহ)

পূজার অধিকার—

প্রথম পূজার আসনে বসিয়া পূজক তুমি ভূমি জল অগ্নি বাতাস আকাশ এক কথায় এই পঞ্চভূত ও পাঞ্চভৌতিক জগত এবং নিজের পাঞ্চভৌতিক দেহ ও মন প্রাণ প্রভৃতিকেই দেখিতে পাও। তোমার দৃষ্টি ও চিত্ত যদি এই ভূতে ও ভৌতিক জগতেই নিবদ্ধ থাকে তাহা হইলে ঐ জড় শূদ্রোচিত মন নিয়া পূজার অধিকারী হইতে পারিবে না। তাই যেখানে তুমি অবস্থান করিতেছ সেই ভূতে ও ভৌতিক জগতে প্রথম তোমাকে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে মানে—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতিরূপে যে এক সত্যই—শক্তিই রহিয়াছেন ইহা অনুভব করিতে হইবে। ভূমি, জল, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপ দেখিলেও, ইহারা যে সচ্চিদানন্দময় আত্মারই—ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বা স্ফুরণ মাত্র এই সত্য অনুভব করিতে হইবে। (পরমাণু বা শক্তিদ্বারা গঠিত এই বিশ্বচরাচর ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে।) তাই পূজা করিতে বসিয়া প্রথমেই তুমি পাঠ করিবে—

ওঁ ভূমি সত্য। ওঁ জল সত্য। ওঁ অগ্নি সত্য।
ওঁ বায়ু সত্য। ওঁ আকাশ সত্য। ওঁ মন সত্য।
ওঁ প্রাণ সত্য। ওঁ পূজক সত্য। ওঁ পূজা সত্য।
ওঁ পূজ্য সত্য॥

জড় বলিয়া, ভূমি, জল, অগ্নি বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইতেছিল তাহা একই সত্যের—সত্তার বা শক্তির নামান্তর মাত্র ইহা দেখ, অনুভব কর। এই অনুভূতি না জাগিলে পূজার অধিকার হইবে না। বৈদিক পূজা অর্চ্চনাদির মধ্য দিয়া ঈশ্বরত্ব লাভের ইহাই প্রবেশদ্বার। নাম রূপের বৈচিত্র্য থাকিলেও উপাদানক্ষেত্রে এক চিন্ময় শক্তিই রহিয়াছেন, এই অনুভূতি লাভ হইলে পূজার অধিকার জন্মিবে।

পঞ্চভূতে ও ভৌতিক জগতে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া তুমি স্বীয় মনে ও প্রাণে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে। অথবা এ কথাও বলা যায় পঞ্চভূতে ও ভৌতিক জগতে ঠিক ঠিক সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইলে তুমি স্বীয় মন ও প্রাণকে পরিদৃশ্যমান সকল বস্তুর উপাদানরূপে দেখিতে পাইবে। তখন এই মন ও প্রাণে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হইবে। এই মন ও প্রাণের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তুমি অনুভব করিবে তোমার মন ও প্রাণই পূজক, পূজা ও পূজ্যরূপে বিদ্যমান। তাই তুমি বলিবে—পূজক সত্য, পূজা সত্য, পূজ্য সত্য। যে শক্তিকে—সত্তাকে ভূমি, জল ও অগ্নি প্রভৃতিতে আরোপ করিতেছিলে সেই সত্তাই যে মন, প্রাণ, পূজক, পূজ্য, পূজা এই সমস্ত রূপ ধরিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন ইহা অনুভব করিবে। ইহাকে পক্ষান্তরে ভূতশুদ্ধি ও অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি বলা যায়। পঞ্চভূত আর জড় নহে, তাহা শুদ্ধ হইয়া সত্তার সঙ্গে শক্তির সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে—ইহারই নাম ভূতশুদ্ধি। পূজকের শরীর আর জড়

শরীর নহে, শরীরের ন্যাস হইয়া—ত্যাগ হইয়া প্রথম মন ও প্রাণ এবং শেষে একমাত্র সত্তাই—শক্তিই যে শরীর আকারে আকারিত ইহা অনুভব করার নামই অঙ্গন্যাস, করন্যাস। যে মহত্তী শক্তি আকাশ বাতাস মন প্রাণ রূপে রূপবতী হইয়াছেন তিনিই দেহরূপ (অঙ্গ ও কর) পরিগ্রহ করিয়াছেন—ইহা অনুভব করার নামই অঙ্গন্যাস। (ইহা ভিন্ন বৈদিক মন্ত্র ও তান্ত্রিক বীজাদির দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাসের বিধানও আছে। তাহার মর্ম্মার্থ এই প্রকারই বুঝিবে।) সাধক! জীবত্বকে না ভুলিলে, শরীরকে না ভুলিলে, জগতকে ও শরীরকে শক্তিরই জমাট বিগ্রহরূপে অনুভব করিতে না পারিলে পূজার অধিকার হয় না। এইবার তুমি ভাবিয়া দেখ বৈদিক ঋষিদের পূজার আদর্শ কত উচ্চস্তরে। কতকগুলি ফুল বেলপাতা ছড়ান বা য, র, ল, ব, হ, মন্ত্র বলার নামই পূজা নহে। তাহা হইলে এই পূজার অধিকার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যেরও থাকিত। শক্তিকে বুঝিবার, শক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিবার অধিকার যাঁহার হইয়াছে তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই পূজার যথার্থ অধিকারী।

এই শক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের শক্তিরূপে অভিব্যক্তি অনুভব করিয়া পূজায় ব্রতী হইলে পূজা সার্থক হয়। এই ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তুমি আসনশুদ্ধি ও আচমন করিবে। কেহ বলেন—আচমন করিয়া আসনশুদ্ধি করিতে হইবে, আবার কেহ বলেন আসনশুদ্ধি করিয়া তবে আচমন করিবে। ইহা লইয়া বিরোধ করিবার কোন হেতু

নাই। মন্ত্রের ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধক যাহা করিবে তাহাই ঠিক হইবে। আমরা প্রথম আসনশুদ্ধির কথাই বলিব। আসনশুদ্ধির মন্ত্রটী এইরূপ ঃ—

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

হে পৃথিবী! তোমাদ্বারা লোকসকল ধৃত রহিয়াছে। হে দেবি! তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক ধৃত; তুমি সর্ব্বদা আমাকে ধারণ করিয়া রাখ, এবং আমার আসন পবিত্র কর।

ভাবার্থ—সাধক! তুমি পূজা করিতে বসিয়া লক্ষ্য করিবে কাহার বুকে বসিয়া তুমি পূজায় ব্রতী হইতেছ। তুমি দেখিবে এক বিশাল পৃথিবীর বুকে তুমি অবস্থিত। শুধু তুমি নহ অসংখ্য জীব ও মানব তাহার বুকে অবস্থান করিতেছে। এই বিশাল পৃথিবীকে ও তাহার বক্ষস্থিত নর সমুদ্রকে দেখিতে যাইয়া তোমার মনে পড়িল—এই যে পৃথিবী, যাহার বুকে এত শস্য ফল ফুল নদ নদী মুক্তা হীরা গিরি গহ্বর রহিয়াছে তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল। কাহার বুকে দাঁড়াইয়া কাহার রসে সঞ্জীবিত হইয়া এত রসে এত জীবের প্রাণের পুষ্টিদানে সমর্থ এই পৃথিবী। অমনি ঋষিবাক্য শুনিলে—"দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা"—দেবি! তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া রহিয়াছ। বিষ্ণু—মহাপ্রাণশক্তি। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, জগতে মূল তিনটী শক্তি আছে; সৃষ্টিশক্তি, স্থিতি শক্তি ও লয়শক্তি। ব্রহ্মা বলিতে আমরা সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণু

বলিতে স্থিতিশক্তি ও শিব বলিতে লয় শক্তিকেই বুঝিব। যেখানে নূতনের আবির্ভাব সেখানেই ব্রহ্মা বা সৃষ্টিশক্তি; যেখানে স্থিতি—বিদ্যমানতা সেখানেই বিষ্ণুশক্তি, আর যেখানে অন্তর্ধান সেখানেই শিবশক্তি। এইবার আমরা আমাদের প্রস্তাবিত কথায় প্রবেশ করিতেছি। এই স্থিতিশীল পৃথিবীকে দেখিয়াই, তুমি অনুভব করিলে ইহা বিষ্ণুশক্তি—প্রাণশক্তি। পৃথিবীরূপে যাহা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহা একটা শক্তিপিণ্ড, সেই শক্তির নাম বিষ্ণু—প্রাণ। তাই এই পৃথিবী এত রসে এত প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। সাধক এইবার তুমিও বলিলে—হে পৃথিবী! তুমি বিষ্ণু কর্তৃক ধৃত। অর্থাৎ বিষ্ণুই পৃথিবীর আকার নিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা অনুভব করিলে। তুমি আরও বলিলে, হে পৃথিবি! তুমি যখন প্রাণশক্তি—বিষ্ণু, তখন তোমার শক্তিও অসীম অনন্ত; তোমার এই প্রাণশক্তিতে আমাকে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখ, আমার আসন পবিত্র কর। আমিও যে তোমার বক্ষস্থিত সেই মহাবিষ্ণুরই একটী স্ফুরণ মাত্র, আমার সমস্ত অবয়ব যে তাঁহার দ্বারাই গঠিত ইহা আমাকে অনুভব করিতে দাও। তাহা হইলেই আমার আসন, আমার দেহ—হৃদয় শুদ্ধ হইবে আমি পূজার অধিকারী হইব।

এইবার আমরা আচমনের কথা বলিব।—

(আচমন)—"তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥"

আকাশে বিস্তৃত দৃক্‌শক্তির ন্যায় বিষ্ণুর পরমপদ মনীষিগণ সর্ব্বদা দর্শন করেন।

ভাবার্থঃ—মানুষ চাহিতে গেলে তাহার দৃক্‌শক্তি যেমন আকাশময় ছড়াইয়া যায়, কোন নির্দ্দিষ্ট সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া যেমন সে চলে না, ঠিক তেমনি বিষ্ণুর পরমপদ জগৎময়ই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। শুধু কোন স্থানে বা বস্তুতেই তাহা সীমাবদ্ধ নহে। বিষ্ণু শব্দের মানে—"বিষ্ণাতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ" যিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই বিষ্ণু। অথবা পূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছি যাহা কিছু স্থিতিশীল তাহাই বিষ্ণু। জগৎ আকারে, জীব আকারে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণু। এই বিষ্ণুকে এই প্রাণশক্তিকে এক কথায় এই চৈতন্যময় জগৎকে মনীষিগণ দর্শন করেন। মনীষিগণের চক্ষুতে জগৎ জড় বলিয়া প্রতিভাত হয় না। সাধারণ মানুষে ও মনীষিগণের মধ্যে এই পার্থক্য। মনীষিগণ দৃষ্টিসম্পাত মাত্রই জগৎরূপে প্রাণময় শক্তি বিষ্ণুকে দেখিতে পান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"
যিনি আমাকে সর্ব্বত্র এবং আমাতে সব দেখিতে পান, তাঁহার নিকটে আমি অদৃষ্ট থাকি না তিনিও আমার অদৃষ্ট হন না।

আমরা দেখিতে পাই পূজায় উপচার অর্পণাদিকালেও প্রতি বস্তুকে সম্মুখে ধরিয়া "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। বিষ্ণুই সমস্ত বস্তুর অধীশ্বর।

অধীশ্বর মানে সমস্ত বস্তু আকারে তিনি নিজেই আকারিত হইয়াছেন। এই বিষ্ণুকে জগৎময় পরিব্যাপ্ত দেখিলেই সাধকের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়; তিনি মনীষি হন।

সাধক, তুমি প্রথম ভূমি জল অগ্নি প্রভৃতি ভূত ও বস্তুকে পৃথক পৃথক ভাবে অবলম্বন করিয়া সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে যে শক্তিকে প্রতি রূপে রূপে দর্শন ও অনুভব করিতেছিলে, এইবার আচমন করিতে বসিয়া সেই শক্তিকেই জগৎময় পরিব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। বিশিষ্ট কোন বস্তু—নির্দ্দিষ্ট কোন পথ ধরিয়া আর তোমাকে সেই শক্তিকে দর্শন করিতে হয় না। ইচ্ছামাত্রই তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে পরিব্যাপ্ত বিষ্ণুশক্তিকে—সত্তাকে দেখিতে পাও। এইরূপ অনুভবে অভ্যস্ত হইলেই তোমার আচমন সিদ্ধ হইল। তুমি পূজার অধিকারী হইলে।

এই আসনশুদ্ধি ও আচমনের পর পূজক তাহার গুরু-শক্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। ওঁ বামে নমো গুরবে নমঃ, ওঁ দক্ষিণে নমো গুরবে নমঃ, ওঁ ঊর্দ্ধং নমো ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অধো নমো অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃষ্ঠে নমো গুরবে নমঃ ওঁ বক্ষে নমো গুরবে নমঃ, ওঁ সম্মুখে হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

সাধক! যিনি তোমার গুরু তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাই তুমি "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ" এই কথা বলিয়া থাক। তোমার গুরুই—তোমার আরাধ্য সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে লীলা

করিতেছেন। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতেই বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বব্যাপার পরিচালিত হইতেছে। সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই ত্রিভঙ্গিমা লইয়া যে একটি শক্তিপ্রবাহ চলিতেছে তাহারই নাম জগৎ। আসে, থাকে, যায়; তোমার পুত্র আসিল, পুত্র রহিল, পুত্র গেল; গাছ জন্মাইল, গাছ বাঁচিল, আবার মরিয়া গেল, ইহারই নাম জগৎ। অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটু চক্ষু খুলিয়া চাহিলেই এই তিনটি ধারাই দেখিতে পাইবে। এই ত্রিধারারূপে--ত্রিশক্তিরূপে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরই লীলা করিতেছেন। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর, অজ নিত্য ও এক সেই পরমব্রহ্মের লীলাবিলাস মাত্র। তাই তুমি আবার বলিয়া থাক "গুরুরেব পরং ব্রহ্ম" গুরুই পরম ব্রহ্ম। যিনি পরম ব্রহ্ম তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইলেন। সাধক! তাই তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও গুরু বলিয়া সম্বোধন করিতেছ।

এইবার আমরা আমাদের প্রস্তাবিত আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। পূর্ব্বে যে বিষ্ণুকে প্রতি ভূতে এবং আচমনকালে জগৎময় পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছ সেই বিষ্ণু অন্য আর কেহ নহেন, তোমার আরাধ্য ইষ্টদেব সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই বিষ্ণুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অন্তরে যিনি প্রাণ—বাহিরে যিনি বিশ্বরূপে বিদ্যমান—তিনিই দেহধারী রূপে আসিয়া গুরু হন। সেই বিষ্ণু যে তোমারই গুরু ইহা অনুভব করিয়া তুমি 'বামে নমো গুরবে নমঃ' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে; গুরুকে—

বিষ্ণুকে অভিন্নরূপে দর্শন করিলে। ঊর্দ্ধে তাঁহার নাম দিলে ব্রহ্মা, অধে নাম দিলে তাঁহার অনন্ত, আবার সেই গুরুকেই তোমার আরাধ্য বিগ্রহরূপে সম্মুখে দেখিয়া "হ্রীং দুর্গায়ৈ" বা "ক্লীং কৃষ্ণায়" বলিয়া প্রণত হইলে। এইরূপে তোমার পূজার বিগ্রহটীকেও বিষ্ণুরূপে গুরুরূপে দর্শন করিবার অধিকার পাইলে। তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ ইহা না বুঝিলেও তিনি যে প্রাণবন্ত—বিষ্ণু—গুরু ইহা বুঝিলে।

এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তোমার অন্তরে কৃতজ্ঞতা জাগিল—যে ঋষিগণ এমন করিয়া এক সহজ সুগম পথে তোমাকে এই দিব্যধামে পৌঁছাইয়া দিলেন, তাঁহাদের পায়ে একটী পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য। তুমি প্রণত হইয়া সেই ঋষিগণের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া বলিলে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহম্ ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীদুর্গা-মহাপূজাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তিঃ ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীদুর্গা-মহাপূজাকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্।

ভাবার্থ—সাধক! তুমি পূর্ব্বাচার্য্য ও ব্যাস, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে স্মরণ করিয়া, শুধু স্মরণ নহে

তাঁহাদের জ্ঞানের ও শক্তির স্পর্শ অনুভব করিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট নিবেদন করিতেছ—তোমার পুণ্যদিন হউক, তোমার মঙ্গল হউক ও তোমার সমৃদ্ধি হউক।

আচমন করিতে করিতে তুমি এমন এক পুণ্যময় অলৌকিক ভূমিতে প্রবেশ করিলে যেখানে মনীষিগণ অবস্থান করেন। সেই পুণ্যময় ক্ষেত্রে তুমি ব্যাস, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মনীষিগণের স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলে। তাঁহারা যেন তোমার অতি নিকটে রহিয়াছেন, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন। তাই তুমিও পুনঃপুনঃ তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া বলিতে লাগিলে—হে ব্রাহ্মণগণ! আমি তোমাদিগকে অর্চ্চনা করিতেছি। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর—শক্তি দাও। যে পূজার আয়োজন করিয়া আমি এই পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছি—সেই পূজার পবিত্র সময়টুকু যেন ব্যর্থ না হয়। আমার চঞ্চল মন—পূজার মণ্ডপে বসিয়াও তাহার অভ্যস্ত বিষয় লালসায় মুহুর্মুহু প্রধাবিত হয়। অলক্ষ্যে থাকিয়া থাকিয়া মণ্ডপ হইতে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার শরীর পূজাক্ষেত্রে থাকিলেও মন যে শাসন মানে না। বিষ্ণুসত্তা, প্রাণসত্তাকে মন দেখিলেও সেই প্রাণময় ভূমিতে অবস্থান করিতে পারে না। তোমরা মনীষি—ব্রাহ্মণ—জগৎ হিতৈষণার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ—তোমরা বল আমার এইক্ষণ—যতক্ষণ আমি পূজায় নিরত থাকিব অন্ততঃ ততক্ষণ পুণ্যদিন হউক। এই পূজায় আমার মঙ্গল হউক। এই

পূজায় আমার জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি লাভ করুক—এই কথা তোমরা বল।

সাধক! এমনি করিয়া প্রণত হইয়া পূর্ব্বাচার্য্য ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ অবনত শিরে গ্রহণ করিয়া পূজায় ব্রতী হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ শিরে বর্ষিত হইলেই তুমি দেবলোকের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিবে। তখন আরও ঊর্দ্ধে আরও গভীরে প্রবেশ করিয়া তুমি উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিবে—

(স্বস্তিবাচন)—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।

আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনোদিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥

চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অদিতিতনয়গণ, বিষ্ণু, সূর্য্য, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতিকে অগ্রভাগে রাখিয়া (পশ্চাতে) আমি পূজা আরম্ভ করিতেছি।

সূর্য্য, চন্দ্র, যম, অখণ্ডকাল, প্রভাত ও সন্ধ্যা, পঞ্চভূত, দিবা ও রাত্রি, পবন, দিক্‌পাল, ভূমি, আকাশ, অন্তরীক্ষচারিগণ ও দেবতাগণ ব্রহ্মের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই পূজাক্ষেত্রে অবস্থান করুন।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধক! এইবার তুমি এমন উন্নত স্তরে আসিলে যেখানে দিকে দিকে শুধু তুমি দেবতাগণকেই দর্শন করিতেছ। আর জড় জগৎ—মৃত জগৎ তোমার সম্মুখে নাই। তুমি অনন্ত

দেবশক্তির এক অখণ্ড রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ। ঋষিগণের আশীর্ব্বাদে—ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে তুমি এই দৈবজগতে প্রবেশ করিবার শক্তিলাভ করিলে। এইবার তোমার চতুর্দ্দিকে কি পবিত্র কি সুন্দর দৃশ্য! বড়ই মধুময় এ স্থান। নরলোকের মত এত হিংসাদ্বেষ, রোগশোক এখানে নাই। ব্রাহ্মণগণ এমনই করিয়া মানুষকে সাধককে দেবলোকে এবং ঋষিগণ—দেবলোক হইতে তাহারও ঊর্দ্ধে ব্রহ্মস্বরূপে পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। দেবতাগণ মানুষকে তাঁহাদের অধীন রাখিয়া পূজা ও অর্চ্চনা কামনা করেন এবং পূজার্চ্চনায় তুষ্ট হইয়া পার্থিব ভোগ্যসম্ভার প্রদান করেন। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥"

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর এবং পরিতৃপ্ত হইয়া দেবতাগণও তোমাদের অভ্যুদয় সাধন করুন, এইরূপে পরস্পরের বৃদ্ধি করিয়া তোমরা সকলে পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। আরও বলিলেন—

"ইষ্টান ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ"।

দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা পরিতোষিত হইয়া, তোমাদের অভিলষিত ভোগ-সমূহ প্রদান করিবেন।

ঋষিগণ কোন কিছুরই প্রত্যাশী নহেন। তাঁহারা নরলোক (ভূলোক) হইতে পিতৃলোক (ভুবলোক), পিতৃলোক হইতে দেবলোক (স্বলোক), দেবলোক হইতে মহ, জন, তপ প্রভৃতি

লোক অতিক্রম করাইয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখাইয়া দেন। যাহারা ঋষিকৃপায় এই দেবলোকে আসিয়া দেবতাদের প্রসাদে ভোগ্য পার্থিব অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া প্রীত হয় তাহারা আত্মরাজ্যে প্রবেশের কথা বিস্মৃত হইয়া যায়। নরলোকে মানুষের শক্তি খুব সীমাবদ্ধ, কিন্তু দেবলোকে মানুষ দেবতাদের প্রসাদে অধিকতর শক্তির সন্ধান পায়। তাহাতেই তাহার ভোগ্য বস্তু লাভের সমধিক সুযোগ ঘটে; ভোগলোলুপ জীব অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ গতিতে যখন ভোগ চরিতার্থ করিবার সামর্থ্য পায় তখন আত্মরাজ্যে প্রবেশের কথা ভুলিয়া যায়। ইহাই সাধারণ জীব জগতের পরিণতি। তাই আমরা দেখিতে পাই মানুষ দেবার্চ্চনা করিতে যাইয়া 'পুত্রং দেহি' 'ধনং দেহি' প্রভৃতি বলিয়া থাকে। কিন্তু সাধক! তুমি যে দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রদ্ধা নিয়া পূজায় অগ্রসর হইতেছ তাহা শুধু দেবার্চ্চনা করিয়া পার্থিব ভোগ্য বস্তু লাভের প্রত্যাশায় নহে। তুমি দেবলোককেও অতিক্রম করিয়া দেবতার যিনি পরম দেবতা সেই অদ্বয়ব্রহ্মসত্তায় প্রবেশ করিতে ব্রতী হইয়াছ। ব্রহ্মেরই ত্রিশক্তি হইতে এই দেবতাগণের ও সমস্ত যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, নর, ভূত ও ভৌতিক জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই তত্ত্ব গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া তুমি উৎসের দিকেই ধাবিত হইয়াছ।

নরলোক হইতে আত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে দেবলোকের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। তত্ত্বের দিক হইতে অস্মিতা বা বুদ্ধিময় ক্ষেত্রকে দেবলোক বলা যায়। ভূত হইতে

ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অব্যক্তের পরপারে সেই পরম প্রেমাস্পদ সচ্চিদানন্দের প্রাপ্তি ঘটে। তাই ঋষিগণ এই দেবলোক ভিন্ন ব্রহ্মলোকে পৌঁছিবার অন্য পথ নাই বলিয়া দেবার্চ্চনার বিধান প্রদান করিলেন। খৃষ্টান ও মুসলমানগণও দেবতাদের কথা অর্থাৎ স্বর্গীয় দূতের কথা স্বীকার করিয়াছেন। সাধক, তুমি স্বস্তি লাভের জন্য, নির্ব্বিঘ্নে তোমার পূজা সম্পন্ন হওয়ার জন্য এই স্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া বলিলে—হে চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, তোমাদিগকে আমার ব্রহ্ম সাধনার—আত্মজ্ঞান লাভের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য অগ্রে রাখিয়া আমি পূজায় ব্রতী হইতেছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আত্মজ্ঞান লাভ না হয় অথবা এই দেবলোকের ঊর্দ্ধে প্রবেশের অধিকার লাভ না করি, ততক্ষণ তোমরা আমার অগ্রভাগে থাকিও। তোমাদের অমিত শক্তিদানে যে ভূত ও ভৌতিক-জগৎ হইতে আমি ঋষিদের আশীর্ব্বাদে এই দেবলোকে আসিয়াছি অন্ততঃ সে স্থান হইতে যেন আবার পার্থিব ভোগের লালসায় আকৃষ্ট হইয়া ঐ দুঃখ সঙ্কুল জগতে নিপতিত না হই। তুমি এই বলিয়া দেবতাগণকে আহ্বান করিলে; আরও বলিলে—সূর্য্য চন্দ্র সন্ধ্যা প্রভাত দিবা রাত্রি অমর ও অন্তরীক্ষচারিগণ আমার ব্রহ্মের আদেশে—আমার আত্মার আদেশে এই পূজাক্ষেত্রে তোমরা সকলে অবস্থান কর।

সূর্য্য উঠে, সূর্য্য ডুবিয়া যায়, প্রভাত সন্ধ্যা আসে যায়;

সাধক! তুমি তাহারই স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া অনন্তকাল জন্মমৃত্যুর প্রবাহে হাবুডুবু খাইয়া চলিয়াছ। জাননা কোথায় পরিণতি, কোথায় তোমার স্থিতি। আজ গুরু কৃপায়—ঋষি কৃপায় এই দৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া তুমি বলিলে—"ব্রহ্মের আদেশ—তোমরা দাঁড়াও! আর ফাঁকি দিওনা। বহুদিন, বহু জন্ম, বহুকাল ফাঁকি দিয়াছ, আজ তোমাদের গতি রুদ্ধ হউক। সূর্য্য, তুমি স্থির হও; প্রভাত, তুমি দাঁড়াও; যে যেখানে আছ দেবতাগণ আমার এই পূজা ক্ষেত্রে উপবেশন কর। আমি ব্রহ্মেরই সন্ধানে—আত্মারই অন্বেষণে আজ ছুটিয়াছি। সেই ব্রহ্ম হইতে তোমরাও জাত। তাঁহারই সত্তায় তোমাদেরও সত্তা। আজ তাঁহারই দোহাই দিয়া বলিতেছি—ফাঁকি দিওনা, ভুলাইও না, আর তোমাদের কবলে রাখিয়া সুখের মোহে জগতের জ্বালায় নিষ্পেষিত করিবার জন্য ঐ ভোগময় ক্ষেত্রে আমায় নিক্ষেপ করিও না।

সাধক! তপস্বি! তুমি দৃঢ় চিত্তে সঙ্কল্পবান হইয়া এই স্বস্তিবাচন পাঠ কর, তোমার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। আর অমঙ্গলের কুক্ষিতে তুমি কখনও নিক্ষিপ্ত হইয়া নিষ্পেষিত হইবে না।

এইখানে একটী বিশেষ কথা বলিয়া রাখিতেছি—তুমি স্থূল জগতের পরিবর্ত্তে এক প্রাণময় জগৎকে দর্শন করিলেও বহুত্ব ও বৈচিত্র্য এখানেও দর্শন করিবে। পূর্ব্বে জড় জগতে অবস্থানকালে যেমন গাছ, লতা, পাতা, পাথর, কাঠ প্রভৃতি

বহুভাগে বিভক্ত এক জড় জগৎকে দর্শন করিতেছিলে এখানে প্রবেশ করিয়া জড়ত্বদৃষ্টি দূর হইবে বটে কিন্তু বৈচিত্র্যদৃষ্টি রহিয়া যাইবে। এখানে দেখিবে এক প্রাণশক্তিই—বিষ্ণুশক্তিই বিভিন্ন দেবশক্তি রূপে বিভক্ত। এখানে জড় নাই—প্রাণ আছে, চেতনা আছে ; সেই প্রাণ—সেই চেতনা, ত্রিগুণ ও পঞ্চতন্মাত্রার সংমিশ্রণে বহুভাগে বিভক্ত। পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে যেমন বৈচিত্র্যময় জড় জগত তেমনি পঞ্চতন্মাত্রা ও ত্রিগুণের সংমিশ্রণে বহু দেবতার সৃষ্টি। তাই তুমি বহু দেবতার অর্চ্চনা করিলে। কাহারও সংশয় থাকিতে পারে জড় জগৎ হইতে প্রাণময় জগতে—দেবলোকে প্রবেশ করিয়াছি তবে এখন আবার বহু দেবতার অর্চ্চনা কেন? তাহাদের সংশয় নিরসনের জন্যই এই কথার উল্লেখ করা হইল। আরও একটী কথা বলিয়া রাখি—ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্যভূমি নহে—ইহাকে চিদাভাস বলা যায়। জড়ের মধ্যে যেমন বহু ভেদ আছে, প্রাণের মধ্যে—এই চিদাভাসের মধ্যেও তেমনি বৈচিত্র্য আছে। তবে পার্থক্য এই, জড় জগতে বিজাতীয় ভেদপ্রতীতি অত্যন্ত বেশী, স্বজাতীয় ও স্বগত ভেদপ্রতীতি খুব কম থাকে, আর এই দৈব জগতে প্রবেশ করিলে, অবস্থান করিলে দেখা যায় এখানে বিজাতীয় ভেদ প্রসুপ্ত থাকে, স্বজাতীয় ভেদেরই অতি মাত্রায় অনুভব হয়। সাধক এইখানে নিজে দেবতুল্য হইয়া যান, এবং সমস্ত দেবতাগণকে নিজের আত্মীয়ের ন্যায় দর্শন করেন। এইখানে দেবতাগণকে খুব উন্নত ও দূর সম্পর্কীয় ভাবিয়া প্রভু ও ভৃত্যের

ন্যায় সম্বন্ধ রাখিয়া সাধক দেবার্চ্চনা করেন না। ইনি দেবতাগণকে নিজের বন্ধু নিজের আত্মীয়ের ন্যায় দেখেন তাই 'কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্' এই পূজাক্ষেত্রে অবস্থান কর এই কথা বলেন। একান্ত আত্মীয়কে, অন্তরঙ্গ বন্ধুকে যেমন করিয়া মানুষ বলে তেমনি দৃঢ় কোমল কণ্ঠে সাধক তুমিও বলিলে—হে দেবতাগণ! তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর।

এইখানে দাঁড়াইয়াই সাধক ধীরে ধীরে একে একে সমস্ত দেবতার অর্চ্চনা করিবে। অন্তর রাজ্যের সর্ব্ববিঘ্ননাশক গণেশ, কল্যাণপ্রদ শিবাদি পঞ্চ দেবতা, বহির্জগতে বিঘ্ননাশক সূর্য্যাদি নবগ্রহ, দিকে দিকে রক্ষাকারী ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও অন্তরিক্ষে যত দেবদেবী আবির্ভূত হইবেন সকলেরই অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদের শক্তি ও আশীর্ব্বাদে আরও সঞ্জীবিত হইয়া তুমি সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প ঃ—ওঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ (সপ্তম্যান্তিথাবারভ্য দশমীং যাবৎ) গোত্র—নাম—শ্রীভগবৎদুর্গাপ্রীতিকামঃ যথাশক্তি যথাসম্ভবং বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।

আবার সাধক বলিবে—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্য মাতৃকামাসি মাতৃকাপক্ষে মাতৃকায়ান্তিথৌ মাতৃকাগোত্রঃ মাতৃকাপুত্রঃ মাতৃকাপ্রীতিকামঃ যথাশক্তি যথাসম্ভবং শ্রীমাতৃকাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।

ব্যাখ্যা—সাধক! তুমি প্রাণময়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া

প্রাণেরই বিচিত্রসাজে সজ্জিত এক দেবলোককে দর্শন করিবে, সেখানে মৃত বা জড় বলিয়া কিছু নাই, প্রাণই বহু সাজে অনন্ত ক্রীড়ায় বা লীলায় নিরত ইহা দেখিবে। সেখানে ভেদ থাকিলেও এক অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে সকলে গ্রথিত ইহা দেখিবে। তুমি সেই দেবলোকে দাঁড়াইয়া তোমার পরম আত্মীয় দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে—বিঘ্ননাশক ও সিদ্ধিদাতা গণেশ, পঞ্চদেবতা, দ্বারে দ্বারে নবগ্রহ ও দিকে দিকে দশদিক্‌পালের অর্চ্চনা করিতে করিতে তুমি অনুভব করিবে এই দেবতাদের উৎপত্তি কোথা হইতে হয়। দেবতাগণেরও উৎস যিনি, তাঁহার দিকে তোমার লক্ষ্য পড়িবে। তাই সেই দেবদুর্লভ রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তুমি সঙ্কল্পবান্ হইবে। সঙ্কল্প ভিন্ন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভিন্ন সে রাজ্যে প্রবেশ করা দুরূহ। শুধু খেলার ছলে একটু ভাবের বন্যায় ভাসিয়া সেই জ্ঞানময় ভূমিতে প্রবেশ করা যায় না।

তুমি বলিবে—অমুক গোত্রের অর্থাৎ অমুক ঋষির সন্তান আমি, এই পক্ষে—এই মাসে—অদ্যকার এই তিথিতে সমস্ত দেবতার উৎস যিনি তাঁহার প্রীতি কামনা করিয়া, যতটুকু শক্তি আমার আছে সে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া, হে দেববাঞ্ছিত ধন! তোমারই অর্চ্চনা করিব। আবার তুমি বলিবে, ঋষির বংশের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা আমি তোমা হইতে জাত, তাই তোমার গোত্রই আমার গোত্র; বার, তিথি, নক্ষত্র, সে যে তোমারই ক্রীড়াশক্তি; তাই বলি হে ব্রহ্মময়ি! মাতৃকা পুত্র,

মাতৃকা গোত্র, মায়েরই সত্তায়—আত্মারই সত্তায় সারূপ্য প্রাপ্তির জন্য আজ দৃঢ় সঙ্কল্পবান্ আমি। সাধক! তুমি প্রথম—বার, তিথি, নক্ষত্র উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্পবান্ হইতে যাইয়া দেখ—বার, তিথি, নক্ষত্রের বা তোমার কোনই সত্তা নাই ঐ তোমার আরাধ্য আত্মসত্তা ভিন্ন। তোমার আরাধ্যকে তুমি দুর্গাই বল আর কৃষ্ণই বল, শিবই বল আর কালীই বল, তুমি পূর্ব্বে জানিয়া লইয়াছ, বিভিন্ন নামে তাঁহাকে পরিগ্রহণ করিলেও, তিনি সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম। মূল দেবতা, যাঁহারই অর্চ্চনা তুমি করিবে তিনি সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম। কোন ভক্ত তাঁহাকে দুর্গা, কোন ভক্ত তাঁহাকে কৃষ্ণ, কেহ শিব বা কালী সংজ্ঞা দিয়া থাকেন মাত্র। তুমি সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে আশ্বিন মাসে শুক্ল পক্ষে সপ্তমী তিথিতে দুর্গা নামে অভিহিত করিয়া অর্চ্চনা করিতে ব্রতী হইয়া দেখিলে, এই চিন্ময়ী হ্লাদিনী দুর্গার ঈক্ষণ বা কল্পনা—বার, তিথি, নক্ষত্র বা তুমি। তাই পূর্ব্বকথিত গোত্র, নাম, শুক্লপক্ষ ও সপ্তমী তিথি ভুলিয়া যাইয়া তুমি বলিলে—'মাতৃকাগোত্রঃ মাতৃকাপুত্রঃ মাতৃকাপক্ষে মাতৃকায়াস্তিথৌ'। তুমি দেবলোকের ঊর্দ্ধে এমন এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরে সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিলে যেখানে তোমার জীবত্বের সংজ্ঞা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তোমার দৃষ্টি ছিল স্থূল শরীরের উপর, তাই তুমি আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়া বলিতে—অমুকের পুত্র অমুক আমি, সেই গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া পুনঃ তুমি বলিলে—অমুক ঋষির বংশজাত

আমি ; এবার সে কথাও বিস্মৃত হইয়া তুমি বলিতে লাগিলে—সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের অংশ আমি ! আমি তোমার অংশ, তোমা হইতে জাত, তোমাতেই স্থিত, তাই তোমাকে পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে ; "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি" —যিনি জগৎপরিব্যাপ্ত পরম পুরুষ আমি তাঁহারই স্বরূপ। তাঁহারই সত্তায় একান্তভাবে আমার এই ক্ষুদ্রত্বকে বিলীন করিতে হইবে, তবেই ত শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইব আমি। সাধক ! ভাবিয়া দেখ সেই ক্ষুদ্র জীবদেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন তুমি আজ কোথায় উপনীত হইয়াছ। পারিবে কি এই সঙ্কল্প করিতে —এই প্রতিজ্ঞা লইয়া ঐ আনন্দময়ীর স্নেহময় বক্ষে চিরতরে নিমজ্জিত হইতে ? জীবত্বের আকাঙ্ক্ষা পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখদায়ক বলিয়া সত্য সত্যই অনুভব করিয়াছ কি ? দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের অকিঞ্চিৎকর সুখকে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য ভাবিতে পারিয়াছ কি ? গৃহ পরিজন সকলই বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বুঝিয়াছ কি ? তবে, তবেই ত তুমি এই সর্ব্বদুঃখহরা দুর্গার—ব্রহ্মময়ীর আরাধনায় বসিয়া যে সঙ্কল্প করিতে যাইতেছ তাহা সার্থক হইবে। ওঃ কি ভাগ্যবান্ আজ তুমি ! পথহারা—দিক্‌ভ্রান্ত—দুঃখসুখের কত দংশনে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কত অসহ্য যন্ত্রণাই না তুমি ভোগ করিতেছিলে—রোগ শোকের নিষ্পেষণে কি মর্ম্মজ্বালায়ই না তুমি দগ্ধ হইতেছিলে ; আজ সত্যই কি সৌভাগ্য তোমার ! তুমি দেখিলে এক আনন্দসাগরের বক্ষস্থিত বিন্দু তুমি। আনন্দই তোমার স্বরূপ, জ্ঞানই

তোমার সত্তা; রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, দেহ, মন, প্রাণ কাহারও স্থান এখানে নাই। তোমার তুমি বলিতে যেটুকু আজ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা সেই চিন্ময়—আনন্দময় সাগরেরই তরঙ্গবিলাস মাত্র। তাই তুমি সেই আনন্দময়ীর পরশে পরশে, চুম্বনে, আলিঙ্গনে আত্মহারা হইয়া বলিলে—মাতৃকাগোত্রঃ, মাতৃকাপুত্রঃ,—আমি আর কাহারও পুত্র নহি, আমি সেই অমৃতময়ীর পুত্র।

সাধক! এই অমৃতত্বের সন্ধান পাইয়াই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ উদাত্তকণ্ঠে ডাকিয়াছিলেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—হে অমৃতের পুত্রগণ তোমরা শোন, আমরা সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি; তোমরা যে সেই মহান পুরুষের—অমৃতেরই সন্তান—আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু তোমাদের নাই।

ঋষি ও দেবতাগণের আশীর্ব্বাদে তুমি আজ কি মহান সঙ্কল্প করিতে ব্রতী হইয়াছ; তাই একবার মাত্র ভাবের বন্যায় ভাসিয়া এই বাক্য কয়টী উচ্চারণ করিলেই তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না। তোমাকে দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে—"মাতৃকাপুত্রঃ মাতৃকাগোত্রঃ মাতৃকাপ্রীতিকামঃ শ্রীমাতৃকা মহাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে"।

এইবার সাধক তুমি সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া, এক বৃন্তে (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ) দুইটী ফলযুক্ত বিল্ববৃক্ষমূলে—শ্রীবৃক্ষমূলে পূর্ব্বদিন "আগচ্ছ পরমানন্দে জগদ্ব্যাপিনি জগন্ময়ি" বলিয়া যেখানে দেবীর অধিবাস ও বোধন করিয়াছিলে তথা

হইতে তাঁহাকে নবপত্রিকাসহ পূজামণ্ডপে বহন করিয়া আনিবে। 'শ্রী'বৃক্ষমূলে দেবীর বোধন করিতে হয় এইরূপ বিধান আছে। 'শ্রী'শব্দের অর্থ সম্পদ, মঙ্গল, কল্যাণ, শুভ। আমরা জীবিত লোকের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাণই—চৈতন্যই—আত্মাই যথার্থ সম্পদ বা সৌন্দর্য্য, তাই যতদিন প্রাণ থাকে ততদিনই আমরা পুত্র কলত্রকে ভালবাসি ও তাহাদের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ব্যবহার করি। এখানেও 'শ্রী' বৃক্ষের তলায় অর্থাৎ প্রাণময় ক্ষেত্রে—চিন্ময় ভূমিতে দেবীর বোধন করিতে হইবে এই তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্যই ঋষিগণ শ্রীবৃক্ষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নবপত্রিকা যাবতীয় বৃক্ষের বা জড়বস্তুর বা সংসারের প্রতীক। অথবা নবপত্রিকাকে অষ্টসিদ্ধি বা অষ্টশক্তিসমন্বিত প্রাণ বলা যায়। শাস্ত্রকারগণ সংসারকে বৃক্ষ বলিয়া এবং প্রাণকে পাখী বলিয়াও অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ দেহকেও বৃক্ষ বা রথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধক! তুমি এই নবপত্রিকাকে সংসারের—দেহের বা জড়জগতের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং এই নব পত্রিকাতে (চিন্ময় বৃক্ষের তলায় বসিয়া) মায়ের আবির্ভাব ও জাগরণ দেখিবে। অথবা আরও সূক্ষ্ম স্তরে প্রবেশ করিয়া নব পত্রিকাকে অষ্টশক্তিসমন্বিত আত্মার প্রতীকরূপে দেখিবে। সেই চিন্ময়ীকে—অষ্টশক্তিসমন্বিত মাকে আজ বৃক্ষ হইতে দেবীরূপে—মারূপে—দশভুজা সিংহবাহিনীরূপে রূপ দিবে বলিয়া "চল চল চালয় চালয় শীঘ্রং ত্বং অম্বিকে পূজালয়ং প্রবিশ"

বলিতে বলিতে নব পত্রিকাকে পূজাক্ষেত্রে বহন করিয়া আনিবে। ঐ নব পত্রিকায় যাঁহাকে দেখিয়াছিলে, তাঁহাকে—সেই মাকে—চিন্ময়ীকে—দেবীকে তুমি প্রতিমায় সংস্থাপিত করিবে। পূজামণ্ডপে চিন্ময়ঘন বিগ্রহরূপে মাকে রূপদান করিবে। দুগ্ধকে মন্থন করিয়া যেমন ঘৃত হয় তেমনি তুমি সমস্ত জগতকে মন্থন করিয়া আমার মাকে আজ রূপদান করিবে। যে প্রাণ তোমার, যে জ্ঞান তোমার, যে বোধ ও ভাব তোমার বিশ্বময় শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি ক্ষীণ অবস্থায় ছিল আজ সেই প্রাণকে নিংড়াইয়া—মন্থন করিয়া তুমি রূপদান করিবে ঐ দুর্গতিহরা দুর্গার।

দিলে রূপ, দিলে প্রাণ, দিলে সর্ব্বস্ব তোমার। রূপ জড়পিণ্ড নহে, মৃন্ময়ী নহে, এই রূপ চিন্ময়ঘন। নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব এক বৈদ্যুতিক মহাশক্তির জমাট অভিব্যক্তি। বিদ্যুৎ চমকে তাঁহার প্রতি অণু পরমাণু হইতে—তড়িত বিচ্ছুরিত হয় এই চিন্ময়ীর ঈক্ষণে শিহরণে। তাঁহার শিহরণে শিহরণে, ঈক্ষণে, স্পন্দনে, কম্পনে গড়িয়া উঠে—দিক্ কাল, গড়িয়া উঠে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গড়িয়া উঠে—ভূত ও ভৌতিক জগৎ। দেখ সাধক! কে দাঁড়াল তোমার পূজাক্ষেত্রে। বল—এই তোমার মা, এই তোমার সর্ব্বদুঃখহরা দুর্গা দেবী, সাক্ষাৎ প্রাণ।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—বল—…প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ,……জীব ইহ স্থিতঃ,……সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি,…বাঙ্মনশ্চক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

বল—যদি থাকিয়া থাকে এখনও জীবত্বের বিন্দুমাত্র মোহ তাহাও নিঃশেষিত হউক এই আনন্দময়ীর আনন্দ সত্তায়। যাক সমস্ত ইন্দ্রিয় বিলীন হইয়া আজ ঐ চিন্ময়ীর ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে, বিলীন হউক—বাক্য, মন, চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র, বিলীন হউক—তোমার জীবত্বের যত কিছু! সাধক! দাও তোমার কণ্ঠ এই মায়ের কণ্ঠে, তোমার চক্ষু ঐ মায়ের চক্ষুতে, দাও তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এমনি করিয়া মায়ের সত্তার সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া।

সাধক! তুমি যে প্রাণকে—চৈতন্যকে চয়ন করিতেছিলে, দেখিলে—সেই প্রাণের উৎস মূর্ত্ত হইয়া তোমার সম্মুখে সাক্ষাৎ মাতৃরূপে আবির্ভূতা। তুমি সেই মায়ে, সেই মহাপ্রাণের কেন্দ্র দেবীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া স্বীয় প্রাণকে ও জীবত্বকেও আহুতি দিতে ব্রতী হইলে, বিন্দু সিন্ধুতে মিলাইতে প্রয়াসী হইলে। তুমি দেখিলে—সেই দেবীকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বময় এক চৈতন্যসত্তা প্রতিষ্ঠিত। চিন্ময় দেবী কেন্দ্র, আবার সেই চিন্ময় দেবীর কল্পনাই বিশ্ব-পরিধি। অথবা কোথায় পরিধি তাহার স্থিরতা কিছুই নাই। সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া মাতৃসত্তায় নিজেকে হারাইতে যাইয়া তুমি দেখিলে মায়েতে সৃষ্টি স্থিতি লয় বলিয়া কোথাও কিছু নাই; দেশ কাল সেখানে অপরিচ্ছিন্ন। আবার তাহার তলায় অঙ্গাঙ্গীভেদ—স্বগতভেদময় এক বিরাট সচ্চিদানন্দ সাগর। ক্ষণে দেখিলে দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া মা—শুধু মাই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তথায় আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য্য বলিয়া কোথাও কিছুই নাই; আছে

অস্তি, আছে ভাতি, আছে প্রীতি, আছে এক আনন্দের অসীম অফুরন্ত সাগর। আবার ক্ষণে দেখিলে তিনিই স্বগতভেদময় হইয়া—ঈশ্বরী সাজিয়া—সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সাগরে তুমি তোমার জীবত্বকে নিরঞ্জন দিবে বলিয়া অনন্তকালব্যাপী পথের সুখদুঃখকে বহন করিয়া চলিয়াছ আজ দেখিলে সেই আনন্দময়ীর স্নেহময় বক্ষেই নগ্নশিশু তুমি অবস্থিত। তুমি তাঁহারই বক্ষে থাকিয়া—তাঁহারই মধ্যে ডুবিয়া আবার তাঁহাকেই খুঁজিতেছিলে। খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাকে পাইলে—দেখিলে কিন্তু নিজেকে রিক্ত করিয়া ঢালিয়া দিতে পারিলে না।

সাধক! ঐ পুরাতন জীবত্বের মদিরা তোমাকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে, যাহার কবল হইতে তুমি নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেছ না। থাকিয়া থাকিয়া এখনও তোমার জীবত্বের অহমিকা কল্পিত সুখ দুঃখ ও ভেদময় জগৎ রচনা করে। যদিও তোমার ঐ জীবত্বের অহংটুকু মায়ের সত্তায়ই সত্তাশীল, মায়ের অহংই তোমার জীবত্বের অহং মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তবু তুমি এখনও মাকে সেই অহং ঢালিয়া দিতে পারিতেছ না। বুঝিবা তুমি হারাইয়া যাইবে, বুঝিবা তোমার সত্তা থাকিবে না এই আশঙ্কায় তুমি তোমার জীবত্বকে এখনও আগুলিয়া রাখিতে চাহ। তুমি তোমার জীবত্বের অহমিকা নিয়া যেমন এতদিন বিষয়সম্ভোগ করিয়াছ তেমনি এইবারও মাকে সম্ভোগ করিতে চাও। যে ভেদ কল্পনার জন্য অনন্ত

অসংখ্য দুঃখ ভোগ করিলে সেই ভেদবুদ্ধি এখনও ত্যাগ করিতে চাহ না। আমার আনন্দময়ী মা চাহেন তোমাকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার স্নেহময় বক্ষে বিলীন করিয়া লইতে, কিন্তু তুমি চাহ আমার মাকে সম্ভোগ করিতে। এই অদ্বয় ভূমিতে, স্বগতভেদময় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও তুমি স্বীয় ভেদবুদ্ধি আগুলিয়া রাখিতে চাহ। দিতে আসিয়াও দিতে চাহনা। ভাব নিজে বুঝি নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অহংএর মদিরা, ভোগের দুর্দ্দমনীয় পিপাসা এখনও তোমার মধ্যে ক্ষীণ প্রচ্ছন্ন-ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াও দেবীর প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হয়না। আবার ফিরিয়া আস, আবার যাহাদের আকর্ষণে এই ভোগময় জগতে এতদিন অবস্থান করিতেছিলে তাহাদের মধ্যেই ফিরিয়া আস। এত প্রেম, এত জ্ঞান তোমার ক্ষুদ্র অহং সহ্য করিতে পারে না।

সাধক! তুমি এতদিন বলিতে ভগবান নিষ্ঠুর, তিনিই দেখা দেন না, দয়া করেন না কিন্তু আজ তুমি বুঝিলে তুমিই তোমার জীবত্বকে রিক্ত করিয়া দিতে চাহনা। তুমি আরও বুঝিলে ভগবানকে পাওয়া মানে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সত্তার সঙ্গে বিলীন হইয়া যাওয়া; নুনের পুতুল যেমন সাগরের সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়—বরফখণ্ড যেমন গলিয়া নদীস্থিত জলের সঙ্গে মিশিয়া যায় তেমনি গলিয়া মিশিয়া যাওয়া; কিন্তু তুমি যে তাহা চাহনা। তুমি তোমার এত সাধের জীবত্ব—স্ত্রী, পুত্র,

পরিজন, ইন্দ্রিয়, কাম, ক্রোধ, ভালবাসা, প্রেম কাহকেও যেন ত্যাগ করিতে চাহনা। ভাবিয়াছিলে সকলকেই ত্যাগ করিয়াছ, ভাবিয়াছিলে সত্যসত্যই তোমার মধ্যে বৈরাগ্য আসিয়াছে কিন্তু মায়ের প্রাণে প্রাণ মিলাইতে যাইয়া দেখিলে অসংখ্য কামনা বাসনার বীজ তোমার মধ্যে নিহিত আছে। ওঃ কি ভয়ঙ্কর! কি ভীষণ সে চিত্র! তুমি তোমাকে দিতে চাহিলেও তোমার ঐ বাসনারাশি তোমার পথ আগুলিয়া দাঁড়ায়। তাহারা পিশাচের মত নৃত্য করিতে করিতে তোমার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ঘেরিয়া বলিতে থাকে, তুমি থাক আমরাও থাকি, আর এই ভেদময় অবস্থার মধ্যে থাকিয়াই তুমি তোমার মাকে সম্ভোগ কর। দুর্ব্বল শিশু তুমি ঐ কপট বন্ধুদের কথায় মাকে সম্ভোগ করিবার ইচ্ছায় ক্ষণে সাধক, ক্ষণে অসুর হইলে; তোমার ঐ বন্ধুভাবাপন্ন পিশাচগণ তোমাকে আবার এ ভোগময় ক্ষেত্রে টানিয়া আনিল। ওঃ পদে পদে কি সর্ব্বনাশ না ঘটে তোমার!

তুমি বলিতেছ—'অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা'। যত প্রাণ এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হউক, যত প্রাণ এই প্রাণে ক্ষরিত হউক, যত দেবতা এইখানে চিরতরে বিলীন হউক। বলিতে বলিতে তুমি মায়েরই আকর্ষণে তাঁহার অপার প্রেমসিন্ধুতেই ডুবিতেছিলে, এমন সময় বিদ্রোহী হইল চিরপ্রতিপালিত তোমার অন্তরস্থিত শত্রুগণ। তাহারা বলিল—না না মিলাইব না—নিঃশেষ করিয়া দিব না—

পৃথক থাকিয়া সম্ভোগ করিব। তাহার সেবক হইয়া, দাস হইয়া অথবা বন্ধু সখা হইয়া অথবা তাহার প্রণয়িণীর ন্যায় অনুরক্ত থাকিয়া তাহার সেবা করিব। মিলনে আনন্দ নাই, সেবায়ই আনন্দ, তৃপ্তি। ওঃ কি ভয়ঙ্কর তোমার অন্তরস্থিত ঐ ছদ্মবেশী বন্ধুরূপী শত্রুগণ! যাঁহার সত্তা ভিন্ন তোমার বা তোমার এই প্রতিপালিত অন্তরস্থিত শত্রুগণের কোন সত্তাই নাই, আজ সর্ব্বতোভাবে তাহারাই মাকে স্বীকার করিতে চাহেনা। তুমি তাহাদের হাতে বহুবার লাঞ্ছিত হইয়াছ তবু তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, এতই দুর্জ্জয় ছদ্মবেশী বন্ধুবেশী শত্রু ইহারা।

তাই তুমি অন্তরস্থিত বীজরূপী—সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত এই বন্ধুরূপী শত্রুগণকে ধরিয়া—আং, হ্রীং, ক্রোং, যং, রং, লং, বং, শং, ষং, সং, হৌং, হং, সঃ বলিয়া মায়ের সঙ্গে ইহাদিগকেও বিলীন করিয়া দিতে ব্রতী হইলে। (আং—ঈষৎ—ক্ষুদ্র জীবত্ব) তোমার ক্ষুদ্র জীবত্ব এবং সেই জীবত্ব আকারে যে পরা ও অপরা শক্তি রহিয়াছে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই হ্রীং (পরাশক্তি) হইতে অষ্ট অপরা শক্তি 'ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং' কে হৌং-রূপী জ্ঞানময়ী মায়েতে আহুতি দিতে চাহিলে। এই পরা ও অপরাশক্তি বীজাকারে তোমার মধ্যে থাকিয়া তোমার আং রূপীয় ঈষৎ জীবত্বকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাই বীজময় এই পরা এবং অপরা শক্তিকে—তোমার ক্ষুদ্র জীবত্বকে হৌং বাচক জ্ঞানময় মাতৃসত্তায় ডুবাইয়া দিলে; আর তুমি হইলে হংসঃ। আগে ছিলে তুমি মলিন জীব, সৎ অসৎ মিশ্রিত এই

জগৎ হইতে সৎ স্বরূপা মাকে চিনিয়া লইতে পার নাই, আজ তোমার অন্তরে সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত পরা অপরা শক্তিকে জ্ঞানময়ী মায়েরই সত্তা বলিয়া পুনঃ পুনঃ হৌং হৌং বলিতে বলিতে তুমি হইয়া গেলে হংসঃ। হংস যেমন কর্দ্দম হইতে তাহার আহার্য্য গ্রহণ করে, তুমিও এই তমসাচ্ছন্ন জগৎ হইতে মাকে চয়ন করিয়া বলিলে—হৌং হৌং হৌং, হংসঃ। আমি 'আং' নহি—ঈষৎ নহি, আমি হংসঃ। 'হৌং'কে বাদ দিয়া পরা ও অপরা শক্তির মধ্যে যতক্ষণ তোমার অবস্থিতি ততক্ষণই তুমি ঈষৎ ক্ষুদ্র। আর এই পরা ও অপরা শক্তিকে জ্ঞানময়ীর অঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারিলে তুমি হও 'হংস'।

সাধক! মনোময় ক্ষেত্রে তুমি শতধা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জীব, আর প্রাণময় ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সংযুক্ত তুমি পরা ও অপরা শক্তিরূপী সাধক; আর মায়ের কৃপায় যখন তুমি তোমার পরা ও অপরা শক্তিকে মায়েরই আত্মবিলাস বলিয়া বুঝিলে, তখন তুমি হইলে স্বগতভেদময় এক বিশাল 'হংস'। এই হংসরূপী তোমাকে তুমি তোমার আরাধ্য দেবতার প্রাণের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ 'প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ' বলিয়া মিলাইয়া দিতে চাহিলে।

তাই এই দৃষ্টিভঙ্গিমা লইয়া মায়ের আকর্ষণে তুমি ভাবোন্মত্ত হইয়া বলিতে থাক—'ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ।' হে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালদ্রষ্ট্রি জননি, তুমি ত্রিলোচনী

আবার তুমিই গন্ধ—ক্ষিতি হইতে পুষ্টি—প্রাণশক্তি পর্য্যন্ত সকল আকারেই বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমাকে আমি অর্চ্চনা করিব। ফুল ফল যেমন অতি সহজেই তাহার বৃন্ত হইতে চ্যুত হয় সেইরূপ তুমি জগতের বন্ধন ও মৃত্যুবিভীষিকা হইতে আমাকে চ্যুত কর কিন্তু অমৃত হইতে—তোমা হইতে চ্যুত করিও না। মা! তুমি ত্রিলোচনী, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই তোমাতে বর্ত্তমানবৎ প্রতিভাত হয়। তোমাতে কিছুই হারায় না, তোমাতে নূতন করিয়া কিছু আসে না; কিন্তু মা! আমাদের যে একটি চক্ষুও নাই। যাহা আছে তাহাতে ত্রিকাল দূরের কথা এক কালকে দেখিবারও সামর্থ্য নাই। তাই চক্ষু থাকিতেও অন্ধ আমরা। অন্ধ—সঙ্কীর্ণ বলিয়াই বন্ধন ও মৃত্যুর বিভীষিকায় ভীত—সন্ত্রস্ত। তুমি ত্রিকালদর্শী, তাই আমারও ত সকলই জানিতেছ। আমার জন্মজন্মান্তরীয় পাপ পুণ্য ভাল মন্দ যাহা আমিও সব জানিনা তাহা তুমি জান, তোমার দৃষ্টির বাহিরে আমি কোথাও ক্ষণকালের জন্য যাইতে পারি নাই; কিন্তু অন্ধ আমি তোমার স্নেহদৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও এতদিন তোমাকে চিনি নাই!

পরা ও অপরা প্রকৃতির বশে সুখ দুঃখের কত বেড়াজালে বদ্ধ হইয়া, বদ্ধ আমি শান্তির লালসায় কত জনার ঘরে না জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কত জনকে পিতা মাতা বন্ধু বলিয়া—আপন বলিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছি। অন্ধ—মোহগ্রস্ত আমাকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছি। উঃ কি ভয়ঙ্কর, কি ভীষণ আমার

এই জীবত্বের চিত্র ! আজ তুমি আমায় চক্ষুদান করিলে ; আমায় বুঝিতে দিলে তোমার স্নেহময় দৃষ্টির বাহিরে যাইবার কোথাও স্থান নাই। ত্রিলোচনি জননি আমার ! দুর্গতিহরা অভয়া মা আমার ! বল এইবার বন্ধন ও মৃত্যুর হাত হইতে আমাকে বিমুক্ত করিবে। অভয়া বরদা অমৃতময়ি মা ! এবার তোমার প্রাণে আমার প্রাণকে মিলাইয়া লইয়া আমাকেও অভয় করিবে অমৃত করিবে সকল পাশ হইতে চিরতরে বিমুক্ত করিবে।

সাধক ! আমার এই ত্রিলোচনা মাকে—অমৃতময়ী জননীকে দেখিতে দেখিতে তুমি ঋষিদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আবার বলিলে—

> "হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসদ্
> হোতা বেদিষদ্ অতিথির্দুরোণসৎ।
> নৃষৎ, বরসদ্, ঋতসদ্ ব্যোমসদ্
> অব্জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।"

মা ! তুমি হংস। হংস যেমন জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধই গ্রহণ করে তুমিও সেইরূপ ক্ষণে আত্মস্বরূপ হংস সাজিয়া সুখ দুঃখ মিশ্রিত জগৎ হইতে আত্মস্বরূপ সুখকে জান—গ্রহণ কর। তুমি আবার ভক্তের হৃদয়াকাশে বিচরণ কর বলিয়া "শুচিষৎ" (শুচৌ—দিবি, সীদতি—বসতি ইতি শুচিষৎ), তুমি বসুঃ (সর্ব্বলোকস্থিতিহেতুঃ ধরিত্রি) আবার তুমিই "অন্তরীক্ষসৎ" (বায়ুরূপেন অন্তরীক্ষে সীদতি ইতি অন্তরীক্ষসৎ)। তুমি হোতা আবার তুমিই 'বেদীসৎ'। তুমিই পূজক, আবার তুমিই ঐ

বেদীতে—মণ্ডপে অবস্থিত পূজ্যা। তুমি অতিথি, অতিথি যেমন এক তিথিকাল অবস্থান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে, তুমি, ভক্তের হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভূত হইয়া অতিথির ন্যায় অবস্থান কর ও পরমুহূর্ত্তে স্ব স্বরূপে গমন কর। তুমি দুরোণসৎ, নৃষৎ, বরসৎ, ঋতসৎ, ব্যোমসৎ। ক্ষণে তুমি দুরোণে, ক্ষণে মানুষের হৃদয়ে, ক্ষণে দেবতাদের প্রাণে, ক্ষণে অন্তরীক্ষে অবস্থান কর অথবা সর্ব্বব্যাপিনী তুমি দুরোণে, জীবে, দেবতায়, যজ্ঞে, আকাশে সর্ব্ব্যাপিনী হইয়া অবস্থান করিতেছে। সেই তুমিই আবার অব্জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা—জলে শঙ্খ মৎস্যাদিরূপে, পৃথিবীতে—স্থাবর জঙ্গম মনুষ্যাদিরূপে (গোজাঃ —গবি পৃথিব্যাং জায়তে ইতি গোজাঃ), যজ্ঞে অর্থাৎ দেবভূমিতে দেবতাদিরূপে এবং অদ্রিতে পান্না হীরা প্রভৃতি রূপে তুমিই জন্মিয়া রহিয়াছ। আবার তুমিই "ঋতং, বৃহৎ"। তুমি সত্যস্বরূপ, তুমি ভূমা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম।

'আং'রূপী ঈষৎ জীবকে—জীবরূপী ক্ষুদ্র প্রাণকে হৌং বাচক ত্রিলোচনী মায়ে পুনঃ পুনঃ সমর্পণ করিতে যাইয়া তুমি দেখিলে মাই হংস, মাই পরা অপরা শক্তি; তাই তুমি এবার মাকেই লক্ষ্য করিয়া মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে লাগিলে—হংস আমি নহি, তুমি। পরা ও অপরা শক্তি আমার নহে, তোমার। তুমিই অব্জা, গোজা, অদ্রিজা।

এতক্ষণ পরোক্ষ জ্ঞানের বশে গুরুবাক্যে—ঋষিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তুমি সাধনার পথে চলিতেছিলে। এইবার প্রাণপ্রতিষ্ঠার

বলে তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিল। সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া তুমি বলিলে—মা তুমিই হোতা তুমিই বেদীসৎ—তুমিই পূজক, তুমিই ঐ বেদীতে স্থিত পূজ্যা। এই স্বগত ভেদময় দেশকাল পরিচ্ছিন্নময় জগৎরূপে তুমিই। এখানে ভেদ আছে কিন্তু সে ভেদ বিজাতীয় নহে, স্বজাতীয়ও নহে—স্বগত ভেদময় অবস্থা। এখানে তুমি বহু সাজিয়া তোমারই অঙ্গে সেই বহুত্বকে ধারণ করিয়া তোমার ত্রিনয়নে তুমিই আবার তাহাকে দেখিতেছ। সকলই তোমাতে বিধৃত—গ্রথিত—একান্তভাবে আশ্রিত।

পূর্ব্বে দেখিয়াছ তুমি শতধা বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির বশে অবশ ক্ষুদ্র জীব 'আমিকে'। গুরূপদিষ্ট উপায়ে সাধনায় অগ্রসর হইয়া দেখিলে সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত থাকে সেইরূপ জগতের সঙ্গে এক অন্তরসূত্রে তুমি গ্রথিত। জগৎ শক্তিতরঙ্গ, তুমিও সেই শক্তিতে একটি তরঙ্গ মাত্র; আর মায়ের সঙ্গে প্রাণ মিলাইয়া —জীবত্বকে ডুবাইয়া দেখিলে শক্তিরূপে—তরঙ্গ রূপে যিনি তিনিই মা—তিনিই ঐ ক্ষুদ্র 'আমি'। এবার দেখিলে—যে আমি এত ক্ষুদ্র সেই আমি মায়ের বুকে মিশিয়া গেলে হয় মহতী শক্তি। আবার সেই আমিই মায়ের সঙ্গে মিশিয়া দেখে—দূরে নিকটে সেই আমি, অন্তরে—বাহিরে সেই আমি, যে আমার ঈক্ষণে—কল্পনায় গড়িয়া উঠে দেশ ও কাল। মা আজ এমনি জ্ঞানময় ভূমিতে তোমাকে লইয়া আসিলেন। এখানে মায়ের সত্তা তোমার সত্তা হইতে পৃথক নহে; ত্রিশক্তি তোমারই

শক্তি, কাল ও দিক তোমারই ঈক্ষণ; তুমি ভাবে জমাট বাঁধিয়া নামরূপ পরিগ্রহ কর মাত্র। এই তুমি জীব নহ, মা—ব্রহ্ম—আত্মা। তুমি তোমার এই ব্রহ্মস্বরূপের কথা শুনিয়াছ, দেখ নাই—অনুভব কর নাই। আজ তাঁহারই কৃপায় তুমি আত্মস্বরূপ অনুভব করিলে—দেখিলে।

কিন্তু সাধক! মনে রাখিও একবার মাত্র দেখিলেই শেষ হইল না, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে এই স্বরূপে অবস্থানের জন্য যত্নশীল থাকিতে হইবে। যাঁহাকে জানিতে, আজ তাঁহাকে দেখিলে, এইবার তাঁহাতে প্রবেশ করিতে হইবে—মিশিতে হইবে। 'বিদ্যুৎ নিমেষবৎ' একবারমাত্র দর্শন করিলেই সাধনার পরাকাষ্ঠাবস্থা লাভ হইবে না।

মাকে যিনি দেখিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। তাঁহারই পূজার অধিকার হইয়াছে। যে মাকে দেখে নাই তাহার পক্ষে পূজা করা কিরূপে সম্ভবে? আর যিনি মাকে দেখিয়া মায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন তিনিই বা কাহার পূজা করিবেন? তাই মাকে দেখিয়া যিনি এই জগতে পুনঃ নামিয়া আসেন তিনিই পূজা করেন। সেই ব্রাহ্মণগণই দর্শন, উপনিষদ্ ও গীতার স্রষ্টা হন।

এস সাধক! তুমি প্রাণ-প্রতিষ্ঠাবলে ব্রাহ্মণ হইয়া মায়ের ধ্যান ও পূজা করিবে। জীবত্বের অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে সম্যক প্রকারে আমার মায়েতে মিলাইয়া দিবে।

ধ্যান—

যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন—প্রত্যয়ের একতানতার নাম ধ্যান। প্রথম ধারণা হয়, ধারণাই গভীর হইলে ধ্যান হয়। কোন বিশিষ্ট দেশে (সীমাবদ্ধ স্থানে বা রূপে) চিত্ত সংলগ্ন হইলে তাহাকে ধারণা বলে। সেই ধারণা গভীর হইলে চিত্ত আর দেশবদ্ধ থাকে না এবং চিত্তের চিত্তত্বও আর থাকে না, থাকে প্রত্যয়ের একতানতা। প্রত্যয় শব্দের মানে জ্ঞান। জ্ঞানই তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপে যখন প্রবাহিত হইতে থাকেন তখনই তাঁহার নাম হয় ধ্যান। সাধক! তুমি মায়ের ধ্যান করিতে বসিয়া তৈলধারাবৎ মাই যে ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যানরূপে ফুটিয়া রহিয়াছেন ইহা অনুভব করিতে পারিলেই তোমার ধ্যান হইবে। ধ্যানের মধ্যে রূপের কথা থাকিলেও সে রূপ জ্ঞানেরই—ভাবেরই জমাট চিত্র—যেমন নদীগর্ভে বরফখণ্ড থাকে সেইরূপ। এখানে তুমি "জটাজুটসমাযুক্তাং" বলিতে যাইয়া দেখিবে ভোগ ও অপবর্গ এই দ্বিবিধভাবে যে জীবের গতি, তাহাই মায়ের অঙ্গে জটা এবং জুটরূপে শোভা পাইতেছে। এইরূপ অর্থ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণও করিয়াছেন। 'দিব্যচক্ষু' নামক প্রবন্ধে ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেবও জটাজুট শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবের নিম্নাভিমুখী অর্থাৎ স্থূলাভিমুখী গতিই মায়ের শিরে জটা আর সূক্ষ্মাভিমুখী—কৈবল্যের অভিমুখী গতি—মায়ের শিরে জুট। এই জটা ও জুট—সাধকেরই অন্তঃপ্রকৃতির

বাহ্যবিকাশ আমার মায়ের অঙ্গে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দ্বিবিধ ছন্দই জ্ঞান-প্রবাহ বা ভাব-প্রবাহ মাত্র। ভোগে ক্ষীণ জ্ঞান-প্রবাহ ফল্গুর ন্যায় বহিতে থাকে, অপবর্গে জ্ঞান দীপ্তিশীল হয়। জ্ঞানেরই—মায়েরই এই দ্বিবিধ ছন্দ। ভোগ ও অপবর্গেরই নাম নিম্ন ও ঊর্দ্ধ গতি। সাধক! তুমি ভোগের কুক্ষিতে নিপতিত হও বা সাধনার উন্নত শিখরে আরোহণ কর এই উভয় ক্ষেত্রে মাই রহিয়াছেন ইহা অনুধাবন করিতে পারিলেই তুমি জটা ও জুটের রহস্য বুঝিতে পারিবে। ইহার পর মাকে দেখিলে "অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্"। অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্ বলিলে—মায়ের শিরে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে এইরূপ অর্থ বুঝায়। ইন্দু শব্দের অর্থ চন্দ্র—মন। এই মন মায়ের শিরে—উত্তমাঙ্গে শোভা পাইতেছে। মা বলিতে আমরা সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মকেই বুঝিয়াছি। এই সচ্চিদানন্দময়ীর অঙ্গে যে নাম-রূপের অবস্থান ইহাই মায়ের উত্তমাঙ্গে মনের—ইন্দুর অবস্থিতি। মন বলিতে নামরূপকেই বুঝায়, আর উত্তমাঙ্গ বলিতে সচ্চিদা-নন্দস্বরূপকেই বুঝায়। সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের নামরূপবিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হওয়ার নামই মায়ের অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা হওয়া। নামরূপের বাস্তব কোন সত্তা নাই, অস্তি ভাতি ও প্রীতিস্বরূপা এই অদ্বয় ব্রহ্মময়ীর সত্তা ভিন্ন। এই জ্ঞানে নির-বচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করার নামই মায়ের ধ্যান করা। স্থূলরূপ জড় নহে, স্থূল নহে, জ্ঞানের—ভাবের জমাট চিত্র; এই ভূমিতে অবস্থান করিয়া সাধক তুমি তোমার ইষ্টের ধ্যান করিবে।

মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ধ্যানের ব্যাখ্যা পরে করা হইবে। এইখানে সাধক তুমি জানিয়া রাখ প্রত্যয়ের একতানতা না হইলে ধ্যান হয় না। কতগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে বা একটি পুতুলের প্রতি তাকাইয়া থাকিলেই ধ্যান হইবে না। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কালে যে প্রত্যয় ভূমিতে তুমি আরূঢ় হইয়াছিলে সেই ভূমিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়া মায়ের দ্বিবিধ ভঙ্গিমা দর্শন করার নামই ধ্যান। একদিকে ধ্যেয় বস্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানময়ী ইনি, অপরদিকে জগদভিমুখী গতি বা জগতের নাম রূপ। এক কথায় দেশকাল পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবত্বের যে অভিব্যক্তি ও অবস্থিতি তাহাকে জ্ঞানময়ীর লীলাবিলাসরূপে দর্শন করার নাম ধ্যান। এখানে—পূজাক্ষেত্রে একবার সাধক তুমি যদি তোমার নিজের প্রতি লক্ষ্য কর দেখিবে, দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান তুমি ধ্যাতা ও ধ্যানরূপে প্রকটিত হইয়া ধ্যেয়রূপিণী মায়ের চিন্ময় বক্ষে শোভা পাইতেছ। তোমার জীবত্বের যে বিচিত্র ছন্দ তাহাই সচ্চিদানন্দময়ীর বিভিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গশোভা। কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "তোমার আলোয় নাইকো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া"। মায়ের দিব্যকান্তিতে—দিব্যরূপে—ভোগ অপবর্গ নাম রূপ দেশ কাল উত্তম অধম মন বুদ্ধি চিত্ত কোন কিছুরই বস্তুতঃ অবস্থিতি নাই। সাধক! তোমার মধ্যেই মা এই বিচিত্রভাবে শোভা পাইতেছেন; যতক্ষণ তুমি আছ ততক্ষণই মায়ের বৈচিত্র্য আছে, তুমি শেষ হইলে মায়ের

বৈচিত্র্যেরও শেষ হইবে। এই বৈচিত্র্যময় তুমি যে মায়েরই জ্ঞানপ্রবাহ মাত্র এবং সেই প্রবাহ তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইয়া তোমার জীবত্বকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে এবং ক্ষণে ভোগ ক্ষণে ত্যাগের আকর্ষণে বিকর্ষণে তাঁহারই অমিত সত্তায় বিলীন করিয়া লইতে চাহিতেছে, ইহা দেখার নামই ধ্যান।

সাধক! তুমি পূর্ব্বে এই জগৎকে পঞ্চভূতময় জড় ও মৃত বলিয়া দেখিয়াছ এবং জগৎকে তোমা হইতে পৃথক সত্তাশীল মনে করিয়াছ, প্রতি বস্তুর সঙ্গে তোমার বিজাতীয় ভাবই বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছ। আসনশুদ্ধি হইতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুমি গুরুকৃপায় ও সাধনা বলে দেখিয়া আসিয়াছ এই জগৎ জড় নহে, চৈতন্যেরই বিভিন্ন ছন্দ জগৎ আকারে আকারিত। যদিও ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্য নহে, তবু চৈতন্যই বলা যায়। আমরা তাহারই নাম দিয়াছি বিষ্ণু। তোমার মধ্যে যিনি চৈতন্যরূপে—প্রাণরূপে—বিষ্ণুরূপে খেলা করিতেছেন তিনিই জগৎকে, সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত থাকে সেই ভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়াছ, এবং প্রতি বস্তু ক্ষণে প্রাণে অভিস্নাত হইয়া ক্ষণে প্রাণেরই উপাদানে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব করিয়াছ। এই প্রাণময় ক্ষেত্রে বহু দেবতাকে প্রাণেরই অভিব্যক্তিরূপে দর্শন করিয়াছ। এইখানে আরও তুমি অনুভব করিয়াছ বিজাতীয় ভেদ নাই, আছে স্বজাতীয় ভেদ।

দেবতাদের অর্চ্চনা করিতে করিতে তুমিও দেবতা হইয়া গিয়াছ। এই দেবভূমি হইতে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির মানসে তোমার জয়যাত্রার পথে প্রথম পদক্ষেপই হইল প্রাণপ্রতিষ্ঠা। প্রাণ বলিতে এখানে বোধ—ভাব বা জ্ঞানকেই বুঝায়। এই জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের, সমস্ত বৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাই জ্ঞানের নাম শিব—মঙ্গল—শুভ। এই শিবের বুকেই শক্তির খেলা। কাল শক্তির প্রথম বিকাশ, তাই শিবের বুকে কালীকে দেখা যায়। রূপময় জগৎসৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে জ্ঞানের যে ঈক্ষণ বা কল্পনা তাহাই শিবের বুকে কালী এইকথা তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছেন। কাল বা কালী ত্রিবিধ ছন্দে লীলায়িত হইলে ত্রিগুণের সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অতীত, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, রজ সত্ত্ব ও তম এই ত্রিশক্তি কালী হইতে জাত। কালীই ইহাদের জননী—গর্ভধারিণী; তাই 'শিবমাতা-শিবানীং চ ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মজননীং' বলিয়া ঋষিগণ মায়ের অর্চ্চনা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মময়ী যেমন একদিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে প্রসব করিতেছেন তেমনি অপর দিক হইতে এই শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া অনন্ত সৃষ্টি স্থিতি লয়ের শক্তিদান করিতেছেন। তাই এই শক্তিকে একবার পরা অন্যবার অপরা, একবার শিবমাতা আর একবার শিবানী এই আখ্যা দিয়াছেন।

সাধক! তুমি খুব ধীরভাবে এই তত্ত্ব বুঝিতে প্রয়াসী হও। তুমি এইবার বুঝিয়াছ বৈচিত্র্যের মূল ত্রিশক্তি, সেই ত্রিশক্তির

মূল এক আদ্যাশক্তি, পরাশক্তি। সেই পরাশক্তি যাঁহার ঈক্ষণ বা কল্পনা তিনিই ব্রহ্ম—আত্মা—মা। তাঁহারই নাম দিয়াছি আমরা এই পূজাক্ষেত্রে 'দুর্গা'। এই দুর্গাই আমার ব্রহ্ম—আত্মা। তুমি সেই দুর্গার ধ্যান করিতে বসিয়াছ। ধ্যান করিবার পূর্ব্বে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে তুমি অনুভব করিয়াছ তোমার জীবত্ব, এক কথায় তোমার বলিতে যাহা কিছু আছে—অনন্ত জন্ম ধরিয়া যাহা গ্রহণ ত্যাগ ও ভোগ করিয়াছ তাহার সকলই ঐ চিন্ময়ীর বুকে তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। তোমার যাহা কিছু সমস্তই চিন্ময়ীর অঙ্গে বিধৃত রহিয়াছে। তোমার তুমি বলিতেও দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, ঐ মায়ের সত্তা ভিন্ন। তুমি ক্ষুদ্র হইলেও মাই তোমার উপাদান, মাই তোমার নিমিত্ত। তিনিই কর্ত্তা ভোক্তা, তুমি ভোগ্য বা দৃশ্য মাত্র। এতদিন ভাবিয়াছ মা দৃশ্য তুমি দ্রষ্টা, মা ভোগ্যা তুমি ভোক্তা, এইবার সাধনা করিতে যাইয়া—তপস্যা করিতে যাইয়া দেখিলে তুমিই ভোগ্য তুমিই দৃশ্য—তোমাকে দাঁড় করাইয়া মা তোমার মধ্যে নানারূপে ও ছন্দে গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপে লীলা করিতেছেন। এই লীলাকে তুমি জীবাবস্থায় বিজাতীয় ভেদময় দেখিয়াছ। সাধনায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিয়াছ এক স্বজাতীয় ভেদময় দেবভূমি। এইবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া দেখিলে চিন্ময়ী মায়ের বক্ষে সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে—জ্ঞানপ্রবাহরূপে তুমিই সিন্ধুর বুকে বিন্দুর ন্যায় অবস্থান করিতেছ। তোমার আখ্যা জীব হইলেও চিন্ময়ীরই অংশ তুমি। তোমার শ্রবণ, মনন,

জিঘ্রণ—তোমার ত্যাগ ভোগ গ্রহণ বর্জ্জন, সুখ দুঃখ হাসি কান্না সকলই মায়ের শক্তিবিলাস। জ্ঞানময়ী—বিজ্ঞানময়ী চিন্ময়ী মা তোমাকে দাঁড় করাইয়া নানা রসে গন্ধে ছন্দে বর্ণে নিজেকেই নিজে সম্ভোগ করিতেছেন। দ্রষ্টা 'তিনি' ভোক্তা 'তিনি' দৃশ্যও 'তিনি' ভোগ্যও 'তিনি' আবার তোমার তুমিও 'তিনি'। একি অপূর্ব্ব অভিনয়, একি মায়াজাল না লীলা!

মায়ের এই মায়াকে—লীলাকে দেখার নামই ধ্যান করা। যত গুণের বা অবয়বের কল্পনাই তুমি করনা কেন এই লীলাময়ী তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে তোমার মধ্যে গুণ ও অবয়ব লইয়া লীলা করিতেছেন। এতদিন এই তত্ত্ব বুঝিতে পার নাই আজ তুমি বুঝিলে প্রজ্ঞাই—মাই অচ্ছেদ্যভাবে রূপে—গুণে—ভাবে উঠিতেছেন—ফুটিতেছেন আবার বিলীন হইতেছেন। এখানে দাঁড়াইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—আবির্ভাব, স্থিতি ও বিলয় বলিয়া কোন কিছুরই অনুভব হয়না। আবির্ভাবরূপে তিনি, স্থিতি রূপেও তিনি আবার তিরোধানরূপেও তিনিই। এখানে জগতের কোন জড় চিত্র নাই, আছে জ্ঞানের বা ভাবের প্রবাহ মাত্র। তাই এই প্রবাহের নাম ঋষিগণ দিলেন "প্রত্যয়ের একতানতা।" স্বগতভেদময়—অঙ্গাঙ্গীভেদময় এক জ্ঞানশক্তি ভোগ ও অপবর্গ, আঁধার ও আলো এই দ্বিবিধ ছন্দে অনুভূত হন। রূপ সেখানে নাই, প্রত্যয়ই জ্ঞানই পরিচ্ছিন্নবৎ হইয়া প্রকটিত হইতেছেন। সেই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানকেই ঋষিগণ সাধারণ মানুষের বুঝিবার জন্য আশ্রয়রূপে পাইবার জন্য স্থূল

রূপ দিলেন। বস্তুতঃ এই স্থূল রূপও প্রাণপ্রতিষ্ঠ ধ্যানপরায়ণ সাধকের নিকট প্রত্যয়ের একতানতারূপেই প্রতিভাত হয়।

সাধক! তুমি প্রত্যয়ের একতানতারূপে মাকে না বুঝিতে পারিলেও অন্ততঃ মায়ের বিগ্রহকে চিন্ময়রূপে বুঝিতে পারিলে তুমি এইরূপে ধ্যান করিতে পারিবে। মায়ের নিম্নগতি তুমি আর ঊর্দ্ধগতি মায়েব নিজের স্বরূপ ইহা দেখিয়া মায়ের মধ্যে তোমাকে হারাইতে যদি প্রয়াসী হও তবু তোমার ধ্যান সিদ্ধ হইবে।

আর একটি কথা তোমাদিগকে বলিতেছি—অব্যক্তের কুক্ষি হইতে তোমার অন্তরে প্রথম ভাবরূপে একটি বীজবৎ স্পন্দন অনুভূত হয়। সেই ভাবকে তুমি ভাষায় ও রূপে পরিণত করিয়া সম্ভোগ কর। এই যে তুমি দুর্গা বলিলে—এই দুর্গা বলিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তোমার অন্তরে "দুর্গা"ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্তরে দুর্গাভাবের আবির্ভাব হইলে তুমি দুর্গাশব্দ উচ্চারণ করিলে, সেইরূপ অন্তরে 'ফুল' ভাবের আবির্ভাব হইলে তুমি ফুল এই শব্দটি উচ্চারণ কর। অন্তরে ভাব হয় নাই অথচ তুমি বাক্য বলিতেছ ও রূপ দেখিতেছ ইহা হইতে পারে না। অন্তরে এই ভাবরাশি যে কোথা হইতে আসে তাহা তুমি জাননা, কখন কোন মুহূর্ত্তে কিভাবে যে আসিবে তাহাও তোমার জানা নাই, এমন এক অব্যক্ত রাজ্যের অধীন হইয়া তুমি এই জগতে বসবাস করিতেছ। তোমার মধ্যে যখন ভাবরূপে কোন শক্তির আবির্ভাব হয় তখনই তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাও, অনুভব কর।

সেই ভাব হইতে বাক্য ও রূপ জন্মগ্রহণ করে। রূপ ভাবেরই মূর্ত্ত ছবি, ভাবই উহার সম্পদ, ভাবই উহার উপাদান।

সাধক! ধ্যানের রহস্য সত্যই বড় গহন গভীর। যাহারা প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ও পূর্ব্বোক্ত সাধনায় সিদ্ধ হও নাই তাহাদের পক্ষে এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করা বড়ই দুরূহ; তবু প্রথম প্রবেশার্থী পূজারী তোমরা কিরূপে এই গহন তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিবে তাহা বুঝাইবার জন্য আরও কয়েকটি কথা বলিতেছি। প্রবেশার্থী সাধকগণ এই পথ ধরিয়া চলিলে ধ্যানে সফলকাম হইবে। যাহারা বিগ্রহকে প্রত্যয় বা চিন্ময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ তাহারা ত ভাগ্যবান কিন্তু যাহারা এখনও সেই প্রত্যয়ধারায় ডুবিতে বা প্রবেশ করিতে পার নাই তাহারা কিরূপে অধিকার অর্জ্জন করিতে পারিবে তাহাই বলিতেছি।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার ফলে প্রবেশার্থী সাধকের নিকট বিগ্রহ বিগ্রহরূপে থাকিলেও অনেকটা জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। মূর্ত্তির প্রতি তাকাইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে, উহাকে জীবন্ত ভাবিতে ভাবিতে এক শুভ্রজ্যোতিঃ তোমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে। সেই জ্যোতিঃর মধ্যে মায়ের রূপটি খুব সুন্দর ও জীবন্ত দেখাইবে। এক জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে জীবন্ত দেবী বসিয়া যেন হাসিতেছেন, চোখের পলক ফেলিতেছেন, ওষ্ঠ নাড়িতেছেন এইরূপ অনুভব হইবে। মাকে জ্ঞানময়ী—বিজ্ঞানময়ী বোধ না হইলেও, মা জীবন্ত এই জ্ঞান হইবে। ইহা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে না; প্রাণপ্রতিষ্ঠার ফলে ইহা

অনুভব হইবে। এই জ্যোতির্ম্ময় পথে মাকে পাইয়া তুমি তোমার সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ তাঁহার সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিবে। এই জীবন্ত মায়ের প্রতি অঙ্গে তোমার অঙ্গ মিলাইয়া দিবে। তাঁহার চক্ষুতে তোমার চক্ষু রাখিবে, তাঁহার নাসিকায় তোমার নাসিকা, তাঁহার ওষ্ঠে তোমার ওষ্ঠ মিশিয়া যাইবে। একবার দেখিবে মায়ের শিরে তোমার শির মিলিয়া গিয়াছে, মায়ের হাতে তোমার হাত সংলগ্ন হইয়াছে, মায়ের বুকই তোমার বুক হইয়া তোমার সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সমস্ত অনুভূতি মায়ের বুকে অনুভূতি সৃষ্টি করিতেছে। তুমি হাসিলে মা হাসেন, তুমি কাঁদিলে মা কাঁদেন, তুমি হাত নাড়িলে মায়ের হাত নড়ে, তোমার চোখের পলক ফেলিলে মাও চোখের পলক ফেলেন, এমনিভাবে মায়ের সঙ্গে তোমার আত্মবিনিময় হইবে। আবার সেই দেবীকে—মাকে তুমি পাইবে তোমার মধ্যে। একবার মায়ের মধ্যে তোমাকে ডুবাইবে আবার তোমার মধ্যে আসিয়া মা ডুবিবেন। তোমার অঙ্গ দুর্গার অঙ্গ হইবে, দুর্গার মাথায় ফুল দিলে তোমার মাথায় সেই ফুল বর্ষিত হইবে। মায়েতে তোমার কৈবল্য, তোমাতে মায়ের ভোগ। এই ঊর্দ্ধ ও অধঃ দ্বিভঙ্গিমায়—দ্বিছন্দে তোমার ও মায়ের মধ্যে যে আত্মবিনিময় হইবে, তাহারই নাম ধ্যান। এই ধ্যান করিতে যাইয়াই সাধক রামকৃষ্ণ যে ফুল কালীর পায়ে দিবেন সেই ফুল নিজের মাথায় বা পায়ে দিতেন। এই ধ্যানে তন্ময় হইয়াই মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় যাইয়া উপবেশন করিতেন। এই

ধ্যানের কথা ভাবিতে যাইয়াই বৈষ্ণব কবি ও সাধকগণ বলিয়া থাকেন "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"। অঙ্গে অঙ্গে, হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে, ভাবে ভাবে, এমনি করিয়া আত্ম-বিনিময়। মা দেন অমৃত, সাধক দেয় তার জীবত্বের কালিমা। এই ভাবই—জীবন—প্রাণ—শক্তি—স্পন্দন। যেখানে ভাব নাই সেখানে কোন গতি ও স্পন্দন নাই। মানুষের মধ্যে যখন ভাবের অভাব হয় তখনই তাহার কোন কার্য্য থাকে না। উহাকেই আমরা মৃত্যু বলি। এই ভাব—শক্তি ও প্রাণ ইহা তুমি বুঝিলে। সেই শক্তি কোথা হইতে আসে তাহা তুমি এখনও জানিলে না। থাক্ সে কথা। তুমি এখন দেখ এই ভাবই—শ্রবণ, মনন, জিঘ্রণ প্রভৃতি শক্তিতরঙ্গে ও বাহিরে প্রতিরূপে ও উপাদানে। এই ভাব যদি শক্তি হয় তাহা হইলে তুমি যে রূপ দেখিতেছ তাহাও শক্তি—জীবন্ত। পৃথিবীতে এমন কিছু রূপ নাই যাহা জীবন্ত নহে। তুমি এতক্ষণ ইহা দেখ নাই। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া এই শক্তিকে দেখিলে—দেখিলে, দুর্গা বলিয়া যে রূপটী তুমি সম্মুখে দাঁড় করাইলে তাহা ভাবেরই জমাট চিত্র। তাই সেই দুর্গা জীবন্ত, প্রাণবন্ত। তুমি দুর্গাকে প্রাণ দিলে বলিয়া দুর্গা প্রাণবন্ত হইল ইহা নহে, জীবন্ত দুর্গাকে তুমি এইবার সত্যই জীবন্ত বলিয়া চিনিলে মাত্র। এই দুর্গা সেই অব্যক্তের কুক্ষি হইতে তোমার হৃদয়ে ভাব রূপে, তোমার কণ্ঠে বাক্যরূপে—মন্ত্ররূপে ও তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়া—প্রাণবন্ত মূর্ত্ত মা হইয়া

তোমার পূজামণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই মাকে ধ্যান করিতে হইবে তোমার। এই ধ্যানে বসিয়া তুমি দেখিলে তোমার জীবত্বের উৎপত্তিও ঐ অব্যক্তের কুক্ষি হইতে, তুমিও অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত একটী শক্তিপ্রবাহ মাত্র। এই তোমার মধ্যে আসিয়াই মা ভাব, বাক্য ও রূপ রূপে স্বগত-ভেদময় হইয়া অবস্থান করেন। ভাবের ঊর্দ্ধে কে থাকিয়া থাকিয়া তোমার মধ্যে জীবত্বের বা দেবত্বের, সৎ বা অসতের দ্বন্দ্ব তুলিতেছে তাহা তুমি এতদিন জান নাই। তোমার জীবত্বকে মায়ের সঙ্গে মায়ের প্রতি অঙ্গে মিলাইয়া দিলে দেখিবে কে রহিয়াছেন ঐ ভাবেরও ঊর্দ্ধে সমস্ত ভাবেরও অধীশ্বরী হইয়া ভাবাতীতরূপে। এইখানে দাঁড়াইয়া তোমাকে পূজায় ব্রতী হইতে হইবে।

স্নান ও পূজা—

সাধক! এই প্রত্যয়ভূমিতে দাঁড়াইয়াই একদিকে নির্ম্মল মাতৃসত্তা, আর একদিকে মাতৃবক্ষস্থিত স্বগত ভেদময় তোমার সত্তা দর্শন করিতে করিতে তোমার পূর্ব্বার্জ্জিত জীবত্বের ফলে আকর্ষণ বিকর্ষণ রূপে যাহা যাহা আসিবে তাহা মায়েরই সত্তায় উৎসর্গ করার নাম হইবে পূজা। তুমি মায়ের বুকে অবস্থান করিয়াও মায়ের সত্তার সঙ্গে, যে সকল ভোগ্য বস্তুর আকর্ষণ জন্য সম্যক্ বিলীন হইতে পারিতেছ না, তাহাদিগকে ঐ মায়ের চরণে উৎসর্গ করার নামই পূজা। ধ্যানে তুমি দেখিলে প্রত্যয় ভিন্ন কিছু নাই অথবা সেই প্রত্যয়ের দ্বিভঙ্গিমা জটা ও জুট,

ভোগ ও অপবর্গ; আরও দেখিলে সচ্চিদানন্দময়ীর অঙ্গে নাম ও রূপ। ইহারা প্রত্যয় হইলেও মায়ের সঙ্গে সম্যক্ বিলীন হইতেছে না। তাই নামরূপ আকারে ত্যাগ ও ভোগের দ্বন্দ্বে যাহা তোমার মধ্যে রাগ দ্বেষ সৃষ্টি করিতেছে তাহাদের একটী একটী করিয়া মায়ের চরণে উৎসর্গ করিতে ব্রতী হইলে; ইহারই নাম পূজা। এই পূজা শুধু তুমি একাই করিবে না, একাই করিতেছ না। তুমি পূর্ব্বে যে দেবভূমি লাভ করিয়াছিলে সেই দেবতাগণও যে মায়ের পূজায় নিরত ইহাই দেখিতে পাইবে। তাই দেবতাদের সঙ্গে মিশিয়া তুমি মাকে প্রথম মহাস্নান করাইতে যাইয়া পাঠ করিবে—

"ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।

* * * *

ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ।
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥
ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
দেবদানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে"॥

অর্থ—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু তোমাকে অভিষিক্ত করুন। সকল নদী, সাগর পর্ব্বত, তীর্থ, মেঘ, নদ এবং দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও সর্পগণ —ধর্ম্ম কাম ও অর্থ সিদ্ধির জন্য তোমাকে অভিষিক্ত করুন।

ব্যাখ্যা—সাধক! তুমি দেখিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতে সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, দেবতা, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নদী, সাগর, পর্ব্বত তোমার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের অভিষেকে রত। তাহারা মায়ের প্রীত্যর্থেই যেন অবস্থান করিতেছে। যুগ যুগান্তর ব্যাপী মায়েরই অভিষেক—মায়েরই আরতি—মায়েরই মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তুমি ভাবিতে তুমি তোমার জীবত্বের প্রীতির জন্য মায়ের সত্তাকে—মহিমাকে অস্বীকার করিয়া যেমন ভোগাভিমুখে ছুটিতেছিলে তেমনি সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র দেবতাগণও বুঝি স্ব স্ব উচ্ছৃঙ্খল গতিতেই চলিয়াছে কিন্তু তাহা নহে। এবার তুমি দেখিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, নদী সাগর পর্ব্বত মায়েরই মহিমা ঘোষণা করিয়া মায়েরই অভিষেকে তৎপর। তুমি ক্ষণে ক্ষণে বল 'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্' যা করিব হে জননি! তাহাতে যেন তোমারই পূজা হয়। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যাও। আবার জীবত্বের মদিরায় উন্মত্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল গতিতে ভোগাভিমুখে প্রধাবিত হও। আজ দেখিলে সমস্ত বিশ্ব সকল দেবতাগণ মায়েরই অভিষেকে নিরত। তাহাদের নিজস্ব কিছু নাই, স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই। মায়ের তৃপ্তির জন্যই তাহারা জাত স্থিত। জল তাহার নিজের প্রয়োজনের জন্য নিজে সৃষ্ট নহে, বাতাস তাহার নিজের প্রয়োজনে বহিয়া যাইতেছে না, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আত্মতৃপ্তির কথা ভুলিয়া মায়েরই নির্দ্দেশে এক সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় উঠিতেছে, ডুবিতেছে। মায়ের একান্ত অনুগত অনুরক্ত তাহারা; কিন্তু তুমি যে, পদে

পদে আমার মাকে অস্বীকার করিয়া চলিতেছিলে। আজ মায়ের কৃপায় তোমার দিব্যচক্ষু লাভ হইল। ভক্ত অর্জ্জুন যেমন শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া দেখিয়াছিলেন—শ্রীভগবানেরই অঙ্গে লগ্ন রহিয়াছে সমস্ত ভূত, দেবতা, ঋষি, সর্প বৃক্ষ, নদ, নদী, তাঁহাকে উবছাইয়া—অতিক্রম করিয়া কাহারও সত্তা নাই, থাকিতে পারে না—এমনি বিশাল বপু তাঁহার। আজ তুমিও এই পূজাক্ষেত্রে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া দেখিলে মায়েরই অঙ্গে সংলগ্ন থাকিয়া সকল দেবতা যক্ষ, কিন্নর, নদ, নদী, মুনি, ঋষি মায়েরই অভিষেকে—তর্পণে রত। আজ তুমিও তাঁহাদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া মাকে অভিষিক্ত করিতে চলিলে।

একি আশ্চর্য্য! মায়ের মাথায় জল ঢালিতে যাইয়া দেখ সমস্ত বিশ্ব অভিস্নাত হইতেছে। অভিস্নাত হইতেছ তুমি নিজে, তোমার জীবত্বের অবশিষ্ট সমস্ত ময়লা নির্ম্মল হইতেছে ঐ অভিষেকে—তর্পণে। মায়ের মাথায় জল ঢালিলে তাহাতে তোমারই স্নান হয়। আবার তোমার মাথায় জল ঢালিলে মায়েরই স্নান হয়। তোমার দেহের এক অংশে আঘাত করিলে যেমন সমস্ত দেহ সেই বেদনা অনুভব করে তেমনি আজ যেখানেই তুমি জল ঢাল সেইখানেই মায়ের অভিষেক হয়। এমনি বিশাল মায়ের অঙ্গ। মায়ের অভিষেক হয় আর তোমার অন্তরের সমস্ত সঞ্চিত ময়লা নির্ম্মল হয়। মায়ের স্নান যে তোমারই জন্য। তোমারই জয়যাত্রার পথে পথ দেখাইবে বলিয়া

মা তোমার দুর্গম পথে তাঁহার অনুচরগণকে রাখিয়া দিয়াছেন। তুমি সেই পথে যাইতে যাইতে দেখিলে সকলেই মায়ের পূজায় নিরত। সূর্য্য বলে—আমার প্রয়োজনে আমি উঠি না—ডুবি না। আমার মধ্যে যে প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি দেখিতেছ তাহা মায়েরই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অংশ মাত্র। মায়েরই সত্তায় আমার সত্তা, মায়ের প্রকাশে আমার প্রকাশ, মায়ের গতিতে অনন্ত রশ্মি আমা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। সাগরের জলরাশির যাহা উপাদান (Oxygen & Hydrogen) এক বিন্দু জলেরও সেই উপাদান, কারণ বিন্দু সিন্ধুরই অংশ। আমিও মায়েরই প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি হইতে জাত তাই আমাতে প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি দেখিতেছ। তুমি সচ্চিদানন্দময়ী মাকে দেখিতে পাইতেছ না তাই তাঁহারই সত্তা ঘোষণা করিবার জন্য—তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য তাঁহার পূজায় আমাকে নিরত রাখিয়াছেন। অগ্নি বলে—সাধক! তুমি আমাকে বরণ করিলে—বিশ্লেষণ করিলে ঐ মায়ের সচ্চিদানন্দ অংশই খুঁজিয়া পাইবে। আমার অগ্নিরূপে স্থিতি, আমার এই দাহিকাশক্তি আর প্রকাশভঙ্গিমা এই তিনই আনন্দময়ীর অঙ্গ হইতে জাত। প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি মায়ের স্বরূপ তুমি এই কথা জানিয়াছ। দেখ সেই প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি আমাতে কেমন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে কিন্তু সাধক, জানিও উহাতে আমার নিজস্ব কিছুই নাই। আমার নিজের প্রয়োজনে আমি সৃষ্ট হই নাই। অন্ধ তুমি জীবত্বের মদিরায় মত্ত তুমি, তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য—

প্রত্যহ তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য মায়েরই আদেশে তাঁহার প্রীত্যর্থে আমি এই কর্ম্মে যুক্ত ; তাই ঋষিগণ আমাকে অবলম্বন করিয়া সেই সচ্চিদানন্দময়ীকে পাওয়ার জন্য আমাতে আহুতি অর্পণ করিতেন। তোমাদের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ-বলেন—প্রতি সেকেণ্ডে আমার গতি একশত ছিয়াশি হাজার মাইল। আমি বলি-—আমার এই দ্রুতগতি মায়ের গতি হইতেই প্রাপ্ত। যিনি 'আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ', যিনি এক জায়গায় উপবেশন করিয়াও সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে-ছেন, যিনি একস্থানে শায়িত থাকিয়াও সমস্ত চরাচরে গমন করিতেছেন, এক কথায় তিনি কোথায় উপবিষ্ট, কোথায় শায়িত ইহা নির্ণয় করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সাধক যে স্থানেই যায়, দেখিতে পায়—তিনি সেই স্থানেই রহিয়াছেন, তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তাই বসিয়া থাকিলেও তিনি চলেন, শয়ন করিলেও তাঁহার গতি রুদ্ধ হয় না। স্থির হইলেও যেন অস্থির, অনড় হইলেও যেন চঞ্চল এমনি এক মহতী শক্তির অংশ এই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বিশ্ব ও আমি। সাধক! তুমি এতদিন জানিতে—এই বিশ্ব তোমারই সম্ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, আজ দেখিলে মায়েরই প্রচারের জন্য—তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য তাঁহারা সৃষ্ট। তাই তুমি আবার বলিলে—

"ওঁ আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমোবৈনৈঋতিস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা॥

বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে" ॥

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, পবন, কুবের, ঈশান ও ব্রহ্মার সহিত অনন্ত, এই দিকপালগণ সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন—তোমার মহিমা প্রচার করুন।

জগন্নাথ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ তোমার বিজয়ের কারণ হউন—তোমারই জয়ে তাঁহারা জয়ী হইয়া তোমারই মহিমা ঘোষণা করুন।

সাধক! আজ তুমিও মায়েরই মহিমা ঘোষণার জন্য শুধু মায়েরই অস্তিত্ব প্রকাশের জন্য মায়ের পূজায় নিরত হও। জীবত্বের তৃপ্তির জন্য নহে, আত্মতৃপ্তির জন্য নহে, শুধু মায়েরই তৃপ্তির জন্য। মা তৃপ্ত হইলে জগৎ তৃপ্ত হইবে। মা প্রীত হইলে জগৎ প্রীত হইবে। মায়ের মাথায় জল ঢালিলে সমস্ত বিশ্ব অভিস্নাত হইবে। মায়ের মুখে অন্ন তুলিয়া দিলে সমস্ত বিশ্বের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে। আজ তুমি মূলের—উৎসের সন্ধান পাইয়াছ, এই মূলে যাহা অর্পণ করিবে তাহা সমস্ত শাখা, প্রশাখা, উপশাখায় রস সঞ্চার করিবে। এই দেবী উৎস সমস্ত বিশ্বের, এই দেবী উৎস সকল দেবতার। এই দেবী উৎস তোমার আমার।

সাধক! তুমি এতক্ষণ তোমার বুদ্ধিময়ক্ষেত্রে মাকে উপবেশন করাইয়া মহাস্নান করাইয়াছিলে। দর্পণ বুদ্ধিরই প্রতীক। নির্ম্মল বুদ্ধিতত্ত্বে মায়ের সত্তা উদ্ভাসিত হয় তাই

তুমি দর্পণে মায়ের প্রতিবিম্ব রাখিয়া মহাস্নান করাইতেছিলে। ভাগ্যবান তুমি, ক্ষণে ভুলিয়া—ক্ষণে হারাইয়া—ক্ষণে পাইয়া মায়ের অভিষেক করিতে করিতে দেখিলে 'যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ'—ঐ বুদ্ধির পরপারে মা চিন্ময়ী; তাই প্রতিবিম্ব হইতে তুমি বিম্বে প্রবেশ করিলে। দর্পণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সমস্ত অন্তরায় দূরে সরাইয়া মাকে নিজে স্নান করাইবে বলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে। এখানে আসিয়া মাকে বলিলে 'তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই কোন বাধা নাই ভুবনে'। বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় কাহারও সাহায্য আর পাইবার প্রয়োজন বোধ করিলে না। দেখিলে সেখানে তুমি আর মা, মায়ের বুকে তুমি আর তোমার বুকে মা। ওঃ কি অপূর্ব্ব মহামিলন! এই মায়ের মধ্যে ডুবিয়াই আবার তুমি অষ্টকলসে অভিষেক করিলে—গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করিলে। তুমি বলিলে—'ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।

ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু।'

দেবি! মা! আমার হৃদয়াকাশে—ব্যোম-গঙ্গায় যে রস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে সেই রসে আমার অন্তরস্থিত মন-প্রাণ-জ্ঞান—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমাকে কেমন স্নান করাইতেছে দেখ। দিকে দিকে ভূতে দৈবে তোমার স্নান তোমার আরতি দেখিবার জন্য আমাকে আর ছুটিতে হয় না। আমি দেখি—আমার হৃদয়মন্দিরের সুনির্ম্মল আকাশে তোমারই পরশে—আলিঙ্গনে আজ যে প্রেমের বান ডাকিয়াছে সেই বন্যায় তুমি

অভিস্নাত হইতেছ আমার অন্তরে ও বিশ্বে। বিশ্ব যে আমারই অন্তরে। আমার আমিত্ব যে তোমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিয়াই তুমি গড়িয়াছ। আমার মন প্রাণ জ্ঞানই যে তোমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকল মননে—স্পন্দনে—জ্ঞানে ভাব নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া তোমারই শিরে ঢালিয়া দিতেছে। আর যে কেহ নাই, কোন কিছু নাই, শুধু তুমি আর আমি। এস দেবি, এস মা! এস আরাধ্যা আমার! এস বহু জন্মের বাঞ্ছিত ধন আমার, আমার অন্তরে—। আমার অন্তরের সকল প্রেম সকল ভালবাসা দিয়া আজ তোমারই তৃপ্তি বিধান করিব। ধর দিগদিগন্তপ্রসারিত তোমার ঐ দশ বাহুতে আরও স্নেহমাখা আলিঙ্গনে আমাকে, লহ এই দুর্ব্বল শিশুকে তোমার ঐ স্নেহমাখা বক্ষে তুলিয়া ; আর ফিরাইও না—আর তোমারই বক্ষে থাকিয়া তোমাকে হারাইতে—ভুলিতে দিও না।

না না, সাধক! তুমি বল—না, না, আমি শিশু নহি—ক্ষুদ্র নহি, বিন্দু নহি, আমি আদি—আমিই মূলাপ্রকৃতি, আমিই হ্লাদিনী শক্তি, আমাকে বর্জ্জন করিয়া তোমার সৃষ্টি কার্য্য চলিতে পারে না ; তোমারই প্রদত্ত গৌরবে এখন গৌরবান্বিত আমি। অধিভূতে আমি ক্ষুদ্র মানব, অধিদৈবে আমি প্রকৃতির অধীন ভাবপ্রবণ সাধক, অধ্যাত্মে আমি প্রকৃতি। আমাকে বাদ দিয়া তোমার সৃষ্টি কার্য্য চলিতেই পারে না। আমি রহিয়াছি বলিয়াই তোমার অস্তিত্ব দৈবে ভূতে নিনাদিত হয়—মূর্ত্ত হয়। আমি না থাকিলে দৈব নাই, ভূত নাই, এমনই

অধিকার—এমনই শক্তি আমাকে তুমি দিয়াছ। তোমার নিজের অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিয়া একদিকে তুমি নির্গুণ পরব্রহ্ম অপর অংশে আদিশক্তি আমাকে সত্তা দিতেছ। তুমি অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছ। এ আমি আমি নহে; এ আমি তুমি। তাই 'আমি' নহে, 'তুমি' তোমার শিরে জল ঢাল। জল ঢাল, না প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া বন্যায় উভয়ে ভাসিয়া মিশিয়া যাও। অভিন্ন হইয়াও—ভেদাতীত হইয়াও ভেদ ও অভেদ উভয় ক্ষেত্রেই তুমি। এই তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর সাজিয়া আজ আমার হৃদয়াকাশে অভিস্নাত হইতেছ। এই যে পূজামণ্ডপের আকাশ এই আকাশ বাহিরের আকাশ নহে, আমার অন্তরেরই আকাশ। বাহির বলিয়া আজ কোথাও কিছু নাই। শুধু এই পূজাক্ষেত্রে কেন, যেখানে যে পূজাক্ষেত্রেই আজ তুমি ব্রহ্মময়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছ সেইখানেই তুমি আমার হৃদয়াকাশে অবস্থান করিতেছ। আর সে সকল পূজাক্ষেত্রে কেহ মনের স্তরে পার্থিব ভোগ লালসার আকাঙ্ক্ষায়, কেহ বা প্রাণের স্তরে তোমাকে সম্ভোগ করিবার লালসায়, আর কেহ বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্তরে তোমারই সঙ্গে সম্যক্ বিলীন হওয়ার জন্য তোমারই অর্চ্চনা—অভিষেক করিতেছে। তাহারা আমারই অন্তরস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। তুমি আমার অন্তরে, তাহারাও আমার অন্তরে। আমার এই বিশাল অন্তররাজ্যে দিকে দিকে তোমার অভিষেক হইতেছে। এইবার সাধক তুমি বলিলে—

ওঁ মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্।
মেঘাম্বুপরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু॥

দেবি! মা! শ্বাস প্রশ্বাস রূপে যে প্রাণ-বায়ু আমার মধ্যে ও প্রতি জীবে প্রবাহিত হইতেছে তাহারা আজ ভক্তিমন্ত হইয়া বৃষ্টির জল দ্বারা তোমাকে স্নান করাইলেন। আমার হৃদয়াকাশে এতদিন যে মেঘ সঞ্চিত থাকিয়া অন্তর ও বাহিরে মহাপ্রাণরূপে একমাত্র তুমি বিদ্যমান রহিয়াছ ইহা দেখিতে দেয় নাই, সেই মেঘ গলিয়া—ঝরিয়া আমার শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে তোমার অভিষেক করিতেছে। অন্তরে তুমি প্রাণ, বাহিরে তুমি বায়ু আর অন্তর ও বাহিরের মধ্যস্থলে শ্বাস প্রশ্বাসরূপে তুমিই অবস্থান করিতেছ ইহা এতদিন দেখিতে পাই নাই। বাহিরের বায়ু যে আমার অন্তর প্রাণেরই ভৌতিক বিকাশ এবং সেই বাহিরের বায়ুর সঙ্গে অন্তর প্রাণের খুব নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা দেখিয়াও দেখি নাই। আজ দেখিলাম—কি অন্তরে প্রাণরূপে, কি ভূতে বাহ্য বায়ুরূপে, কি দৈবে শ্বাস প্রশ্বাসরূপে তুমিই রহিয়াছ—এই ত্রিধারা রূপে তোমারই অবস্থিতি। যে অন্তরায় সকল—মেঘ সকল দেখিতে দেয় নাই তাহারা আজ তোমার পরশে গলিয়া ঝরিয়া তোমারই অভিষেক করিতেছে। আমি দেখিয়াছি—সমস্ত বিশ্বে বায়ুরূপে অসংখ্য মেঘ বহিয়া তোমার বিশ্বপ্রকৃতিকে তুমি স্নান করাইতেছ। আমি দেখিয়াছি—প্রতি জীবের শ্বাসে প্রশ্বাসে তুমিই তৃপ্ত হইতেছ। আমি দেখিয়াছি—অন্তরের সমস্ত অজ্ঞান দূর করিয়া

মহাপ্রাণময়ী তুমি তোমার জ্ঞানরসে নিত্য অভিস্নাত হইতেছ। আমি দেখিয়াছি—অন্তরে বাহিরে দৈবে একই তুমি নিত্য আপন রসে আপনি অভিস্নাত হইতেছ। তুমি নিত্য অভিস্নাত হইলেও আমার অন্ধ অন্তর—অন্ধ চক্ষু দেখে নাই—দেখিতে পারে নাই। আজ দেখিয়াছে তাই তোমারই তৃপ্তি বিধানের জন্য আগত। সাধক! এমনি করিয়া মাকে দেখ। কে বায়ু হয়, কে মেঘ হয়, কোথায় ঢালে বারি, কে হয় তৃপ্ত। ঐ দেখ—দিগন্তে, ঐ দেখ—অন্তরে, ঐ দেখ—আজ তোমারই হৃদয়ের কেন্দ্রভূমি ঐ পূজামণ্ডপে। নাও জল, ঢাল ঐ দেবীর মাথায়। বল—তৃপ্তা ভব মহেশ্বরি। ঢাল জল—ঢাল হৃদয়ের অজ্ঞানমেঘ, দাও মাখাইয়া দেবীর প্রতি অঙ্গে। ঐ পরশমণির পরশে আজ সব সোনা হইবে। ঐ প্রেমময়ীর শীতল পরশে সকল মেঘ রসে পরিণত হইবে। শ্বাসে শ্বাসে দাও যত সন্তাপ—জ্বালা অন্তরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল তোমার, ঐ স্নেহময়ীর অঙ্গে ঢালিয়া; বল আবার বল—তৃপ্তা ভব মহেশ্বরি। এস সাধক—এস প্রেমিক তোমার ঐ জ্ঞানময় বিদ্যাধরগণকে নিয়া ঐ জ্ঞানবারিতে আমার দেবীকে স্নান করাইবে। বল—

ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমাং।
বিদ্যাধরা অভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেন তু॥

শ্বাসে শ্বাসে দেবীকে স্নান করাইয়া এইবার বাক্যে বাক্যে দেবীকে স্নান করাও। বিদ্যার বিকাশ হয় বাক্যে। বাক্য আবার পরিণত হয় অক্ষরে। বিদ্যাধর বলিতে এই বাক্যকে—মন্ত্রকেই

বুঝায়। মন্ত্রই—বাক্যই বিশুদ্ধ জ্ঞানকে গ্রহণোপযোগী করিয়া জগতের সম্মুখে ধারণ করে। বাক্যদ্বারাই মানুষ অন্তরের জ্ঞানকে প্রকাশ করে। তুমি এই বাক্যে বাক্যে—জ্ঞানবারিতে মাকে অভিষিক্ত কর। আর কুবাক্য বলিবেনা, আর অজ্ঞানের আবরণে আবৃত হইবেনা। এইবার বাক্যে বাক্যে শুধু এই দেবীরই লীলাগাথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিবে। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সেই রসে তাঁহাকে গৌরবময়ী করিবে। এইবার সাধক, তুমি তোমার বাহু প্রসারিত করিয়া বল—

'ওঁ-শক্রাদ্যাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু'॥

শক্রাদি শব্দের মানে ইন্দ্রাদি দেবতা। ইন্দ্র পাণির অধিপতি। ইন্দ্রাদি বলিতে দশদিকপাল বা লোকপালকেই বুঝায়। দশ ইন্দ্রিয়ের বা দশ দিকের যে দশ জন অধীশ্বর তাঁহারাই ইন্দ্রাদি দশলোকপাল। এইবার আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়—বিশেষ করিয়া বাহু, মা তোমার তৃপ্তি বিধান করুক। শ্বাসে শ্বাসে তোমার অভিষেক হইয়াছে, বাক্যে বাক্যে তোমারই তর্পণ করিয়াছি—এইবার আমারই বাহু ও সমস্ত ইন্দ্রিয় তোমার অভিষেক করুক। দেবি! এই বাহু তোমার কার্য্য ভুলিয়া তোমাকে ভুলিয়া অনেক কুকার্য্য করিয়াছে। আজ তাহাকে বুঝিতে দাও তোমার তৃপ্তির জন্যই তাহার সৃষ্টি—শুধু তাহার নহে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের। অন্তরে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়, দিকে দিকেও এই লোকপালগণ তোমারই অভিষেক করিতেছে সাগরের জলেতে।

পৃথিবীর চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইয়া যেমন সাগররাশি রহিয়াছে তেমনি অন্তরে বাহিরে জ্ঞানরূপিণী তোমারই জ্ঞানরসে তুমি অভিস্নাত হইতেছ। দিকে দিকে ভূতে দৈবে ইহা দেখিতে দাও। দেখিতে দাও সমস্ত লোকপালগণ আমারই অন্তরে বিধৃত থাকিয়া দিকে দিকে তোমার অভিষেক করিতেছে।

ইন্দ্রিয়গণ এতদিন বিষয়রসে নিমগ্ন ছিল। বিষয়ের বিষাক্ত রস দ্বারা নিজের ও স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা কত জনার তৃপ্তি বিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু নিজেও তৃপ্তি পায় নাই, কাহাকেও তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই। কতবার কত জনার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়রস আহরণ পূর্ব্বক নিজের অহং মমত্বের পুষ্টি সাধনে রত হইয়াছে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হইয়া এই বিষাক্ত কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া সে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে—শান্তি পায় নাই, তৃপ্তি পায় নাই। আজ তুমি স্নেহ-মাখা আলিঙ্গনে আমাকে কোলে তুলিয়া লইলে দেখি—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই দশবিধ রসরূপে—গ্রাহ্যরূপে আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি স্নেহময়ী জননী অবস্থান করিতেছিলে। যেখান হইতে যাহা আহরণ করিয়াছি আবার উত্যক্ত হইয়া দুই বাহুতে যাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি, সেই সমস্ত গ্রাহ্যবস্তুরূপে তুমিই আমার হ্লাদিনী জননী। কি রাগ দ্বেষের দ্বন্দ্ব লইয়াই না ত্যাগভোগের খেয়ালে ক্ষণে ভোগী, ক্ষণে ত্যাগী, ক্ষণে সন্ন্যাসী

ক্ষণে গৃহী সাজিয়া কি অভিনব অভিনয় করিয়াছি! আজ তুমি দেখাইলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে রসরূপে, গ্রাহ্যরূপে তুমি। অন্তরে তুমি সর্ব্ব রসের উৎস সচ্চিদানন্দময়ী, বাহিরে তুমি রসময়ী তন্মাত্রা ও ভূতরূপে অবস্থান করিতেছ। এস সচ্চিদানন্দময়ী, এস জীবনের আলো আমার, এস সর্ব্বরসের উৎস হ্লাদিনী ধাত্রী আমার, আজ বিষয় রসে সজ্জিতা রসময়ী তোমার সেই রসে অন্তরস্থিতা তোমাকে অভিষিক্ত করিব। সকল গ্রাহ্যবস্তু, সকল বিষয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস তোমার ঐ সচ্চিদানন্দময় অঙ্গে ঢালিয়া দিব। আর আমার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্বের ন্যায় উন্মার্গগামী হইয়া রসময়ী তোমাকে বিষয় বলিয়া সম্ভোগ করিবে না। চক্ষু দেখিবে রূপে রূপে তোমারই রূপ, কর্ণ শুনিবে বাক্যে বাক্যে তোমারই বাক্য, হস্ত গ্রহণ করিবে তোমারই অমৃতস্বরূপ। এমনই করিয়া প্রতি ইন্দ্রিয় এক রসসাগরে—অমৃত সাগরে নিজেকে হারাইয়া ডুবাইয়া তোমারই তৃপ্তি বিধান করিবে।

> "বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ"।

বায়ু যেরূপ জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। তথাপি তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃতই রহিয়াছেন।

তুমি বিকৃত হইয়াও অবিকৃত, গ্রাহ্য গ্রহণ হইয়াও বিশুদ্ধ, কারণ তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই। তোমার অশুদ্ধি কে ঘটাইবে? কিন্তু জননি! এই শুদ্ধ জ্ঞানময়ী তোমারই বুকে অবস্থান করিয়া আমার এই অলীক "আমি" কত ত্যাগ গ্রহণের দ্বন্দ্বে না ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। আর ইন্দ্রিয়-সংযম মনঃসংযম প্রভৃতি কত কৌশলে না তোমাকে দেখিতে ও পাইতে চেষ্টা করিয়াছে। আজ তাহারা জানিয়াছে দুর্গতিহরা দুর্গা তুমি আপন রসে আপনি অভিষিক্তা তর্পিতা; তাই সকল ইন্দ্রিয় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তোমারই অভিষেকে—তর্পণে রত। তাহারা আজ অভিষেক করাক্ এই মন্দিরে, অন্তরে, বাহিরে, অভিষেক করাক্ সকল ভক্তের সঙ্গে থাকিয়া প্রতি মন্দিরে। আজ রূপান্তরিত হোক্ প্রতি দৃশ্য—আজ বলিতে দাও—

"ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা
স্ত্রিয়ো নরশ্চাপি পশুশ্চ দুর্গা
যদ্ যদ্ হি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা
দুর্গাস্বরূপাৎ অপরং ন কিঞ্চিৎ"।

এস ভক্ত, এস কাঙ্গাল, এস পথহারা ভ্রান্ত পথিক, এস আর্ত্ত লাঞ্ছিত ভারত! দেখ কে দাঁড়াল আসিয়া পূজা ক্ষেত্রে। যে রসের সন্ধানে, যে শান্তির অন্বেষণে তুমি কত দেশ, কত প্রান্তর, কত পর্ব্বত, কত নদী অতিক্রম করিয়া শুধু দুঃখের অভিনয় করিতে করিতে কি এক অজানা বস্তুর সন্ধানে ছুটিয়াছ;

সেই তোমার অজানা, অচেনা ঐ দেবীই আজ মূর্ত্ত হইয়া দাঁড়াইলেন এই পূজামণ্ডপে। এ মৃন্ময়ী নহে—চিন্ময়ী। এই দেবীই বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি। এই দেবীর চরণে পদ্ম-পলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্র আপন চক্ষু উৎসর্গ করিতে ব্রতী হইলে মায়ের আশীর্ব্বাদে রাক্ষসরাজ রাবণকে নিধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শত্রুর বুদ্ধি নাশ হয়, মিত্রের উদয় হয় এই দেবীর আবির্ভাবে—আশীর্ব্বাদে। তোমার অন্তরে বাহিরে যেখানে যে শত্রু থাকুক তাহারই বিনাশ সংসাধিত হইবে, যদি তোমার বাহু ঐ মায়ের তৃপ্তিবিধানে নিরত হয়। বাহিরে তোমার সকল ইন্দ্রিয় মায়েরই অর্চ্চনায় তৎপর হয়, যদি কেহ নাই, বাহিরে কিছু নাই—বল বীর্য্য শৌর্য্য বাহিরে কোথাও পাইবে না। এই দেবী—এই মা সর্ব্বশক্তির আধার। দাও তোমার সঞ্চিত—আহৃত যত সুখ দুঃখের ডালি ঐ মায়ের চরণে রিক্ত করিয়া। সার্থক হইবে তোমার পূজা, ধন্য হইবে তোমার জীবন। কুটিল গতি ছাড়, খলের স্বভাব ত্যাগ কর। এস আরও অগ্রসর হও, বল—

"ও বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু" ॥

তোমার অন্তরস্থিত কুটিলবৃত্তি যাহা এখনও মাকে স্বীকার করিতে চাহে না, ঊর্দ্ধে নিম্নে দক্ষিণে বামে মাকে প্রস্থিত দেখিয়াও, সর্পের ন্যায় কুটিল গতিতে অজ্ঞানের কোন রন্ধ্রে বাহিরে ছুটিয়া যায়, সেই কুটিল মনকে ইন্দ্রিয়কে মায়ের

অভিষেকে নিযুক্ত কর। কি আশ্চর্য্য! গুরুমুখে এতবার শুনিয়াও, নিজে এতবার প্রত্যক্ষ করিয়াও সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে তাঁহাকে এখনও মানিতে পার না। হাত পা, শ্বাস প্রশ্বাস সকল সমর্পণ করিলেও আপন বুকে আপনি আঁকিয়া বাঁকিয়া সর্পের ন্যায় তুমি এখনও বিষয়রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট। ঐ পাতালে—ঐ গহ্বরে—ঐ কর্দ্দমে লুক্কায়িত থাকিতে তৎপর। শোন—কুটিলগতি তুমি! ঐ কর্দ্দমে আমার মায়েরই অর্চ্চনার জন্য শতদল প্রস্ফুটিত হয়। সেই শতদল তাহার রেণুতে সরোবরস্থ বারি সুগন্ধিত করিয়া মায়ের অভিষেক করিতেছে দেখ। তুমি কি সেই কর্দ্দমে এখনও লুকাইয়া থাকিবে? ছাড় কুটিল গতি, এস রন্ধ্র হইতে বাহিরে, ধর পদ্মগন্ধে সৌরভিত এই বারি, কর অভিষেক মায়ের আমার। তোমার কুটিল গতি সরল হইবে, তুমি ধন্য হইবে।

সাধক! কি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ঋষিদের—দেখ। যেখানে তুমি যাও, যত রূপে তুমি রূপান্তরিত হও সেখান হইতেই মায়ের অভিষেক করিয়া তুমি ধন্য হইতে পার। তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য, তোমাকে মায়ের ঐ অনাবিল বক্ষে মিলাইয়া দিবার জন্য কত স্থান হইতে না এই ঋষিগণ তোমাকে পূজাক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন। তোমার কুটিল স্বভাব, তোমার ইন্দ্রিয়বর্গ, তোমার শ্বাস প্রশ্বাস, তোমার জ্ঞান বিজ্ঞান সকলেই অন্তরে—দৃশ্যে মায়ের তৃপ্তি বিধান করুক; এই শিক্ষা প্রদানের জন্য কেমন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে মায়ের দিকে

বহন করিয়া নিতেছেন দেখ। এইবার তোমার এই পর্ব্বততুল্য সুউচ্চ ও দৃঢ় অহঙ্কার বিচূর্ণ হউক, সকল অহঙ্কার অবনমিত করিয়া তুমি বল—

হিমবদ্ধেমকূটাদ্যাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ।
নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥

তোমার পর্ব্বততুল্য অহঙ্কার নির্ঝরের ন্যায় গলিয়া ঝরিয়া পড়ুক, আর দিগ্‌দিগন্ত পরিপ্লাবিত করিয়া ঐ সাগরেরই বক্ষে মহামিলনের সন্ধানে ছুটুক। তুমি গলিয়া যাও, নিরভিমান হও, নিজেকে রিক্ত করিয়া দাও। তোমার প্রেমের বন্যায় নাস্তিক আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন হউক, আর তুমি সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে করিতে ঐ সচ্চিদানন্দময়ীর অনাবিল বক্ষে মিলিয়া যাও—ঋষি হইয়া যাও। আর ঋষিদের ও বসুগণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তুমি বল—

ওঁ সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরীম্।
সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ॥
ওঁ বসবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

তোমার জীবত্বের অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এইবার তুমি ঋষি হইলে, মায়ের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা বসু হইলে। বিশ্বামিত্র যেমন নিজের অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ঋষি হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও তোমার জীবত্বের অহঙ্কার বিচূর্ণ করিয়া—বিগলিত করিয়া ঋষি হইলে—আমার মায়ের ঐশ্বর্য্য হইলে। ঋষি

হইতেই—জীবত্বের অহং ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করিতেই তোমার সপ্তলোক পরিভ্রমণের শক্তি জন্মিল। ভূর্ভুবস্বমহ-জনতপসত্য এই সপ্তলোকে তোমার অবাধ গতি হইল। তাই সকল তীর্থ হইতে জল আহরণ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। অথবা তুমি ঋষিস্তরে উপনীত হইয়া যে স্থানে গমন করিবে তাহাই তীর্থ হইবে। সেই তীর্থজল আহরণ কবিয়া এইবার তুমি মাকে স্নান করাইয়া অষ্টসিদ্ধিময়ীর সিদ্ধিরূপে তোমাকে তুমি পরিজ্ঞাত হইবে। সেই সিদ্ধ সিদ্ধিস্বরূপ তুমি অষ্টম কলসে মাকে স্নান করাইয়া মায়ের শ্রীচরণে প্রণত হইবে। তোমার ঋষিত্ব ও বসুত্বও মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া 'দ্রষ্টুঃস্বরূপ' মায়েতে সমাপত্তি হইবে। তুমি সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অধিকারী হইবে।

উপচার অর্পণ—

সাধক! অভিষেকের পর তুমি ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা করিবে। তুমি জীব হইয়া—মানুষ হইয়া যে সকল বস্তু এতদিন সম্ভোগ করিয়া আসিতেছ, তাহাই আজ মায়ের চরণে উৎসর্গ করিবে। রূপ রস গন্ধ অন্ন বস্ত্র ভূষণ প্রভৃতি একটি একটি করিয়া আজ মায়ের শ্রীচরণে উৎপর্গ করিবে। তুমি তোমার অন্তর প্রকৃতিকে মায়ের চরণে বহুলাংশে উৎসর্গ করিলেও বাহ্য প্রকৃতি অবশ করিয়া তাহার কুক্ষিতে তোমাকে আকর্ষণ করিয়া লয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা তোমাকে তোমার সমাধি হইতেও ব্যুত্থিত করে। অন্তর প্রকৃতিকে নিরুদ্ধ করিয়া মায়ের

সত্তায় ডুবিলেও ঐ শান্তিময় ধামে তুমি অবস্থান করিতে পার না। রূপ রসের তৃষ্ণা—অশন বসনের ক্ষুধা তোমাকে মুহুর্মুহু দেহাত্মবুদ্ধিতে ও বাহ্যপ্রকৃতিতে টানিয়া লয়। তোমার অন্তরস্থিত প্রকৃতিকে যত সহজে তুমি স্ববশে আনিতে পারিয়াছ তোমার সৃষ্ট—কল্পিত এই বাহ্য প্রকৃতিকে তত সহজে বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারিতেছ না। বাহ্য জগৎ তোমা হইতে জাত হইলেও আজ সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন নহে। তোমার ধনুক হইতে যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছ তাহার উপর যেমন তোমার কোন অধিকার থাকে না, অথচ তাহা দ্বারা যে প্রাণী নিহত হইবে সে কর্ম্মফলের ভাগী তোমাকেই হইতে হইবে। সেইরূপ এই বাহ্য প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল গতির জন্য সকল সুখ দুঃখের ভাগী তোমাকেই হইতে হইবে। তোমার পুত্রের মৃত্যু হইলে যেমন তুমি ব্যথা পাও তেমনি তাহার দুষ্কর্ম্মের জন্যও মর্ম্মপীড়া অনুভব কর, আবার সে সুকর্ম্ম করিলে তোমারই তৃপ্তি বোধ হয়, অথচ সে তোমার ইচ্ছানুরূপেই যে নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা নহে যদিও সে তোমারই আত্মজ। এই ক্ষুধা তৃষ্ণা রূপ রসের মোহ তোমারই আত্মজ হইলেও—তোমারই স্বেচ্ছাকল্পিত হইলেও আজ তুমি তাহাদের অধীন। তোমার অস্তিত্ব না থাকিলে ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না সত্য, তবু আজ তুমি ইহাদেরই অধীন।

তুমি তোমার জীবত্বের ক্ষুদ্র মদিরায় উন্মত্ত হইয়া যেমন এতদিন মাকে স্বীকার কর নাই—মায়ের চরণে নিজেকে

উৎসর্গ করিতে চাহ নাই, ঠিক সেইরূপ তোমার বাসনা হইতে সঞ্জাত এই বাহ্য প্রকৃতি আজ তোমাতে তাহার অস্তিত্ব উৎসর্গ করিতে চাহিতেছে না। ক্ষুদ্রত্বের মোহে তাহারা মুগ্ধ হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে। তুমি না থাকিলে তাহাদের অস্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য কিছুই থাকে না, তাই আজ তোমাকেও পুনঃনঃ তাহাদের কুক্ষিতে আকর্ষণ করিতেছে।

সাধক! তোমারই স্বেচ্ছাকল্পিত আত্মজগণ আজ তোমার সাধনার পরিপন্থী। এতদিন ভোগময় ক্ষেত্রে তোমাকে তৃপ্তিদান করিতে প্রলুব্ধ করিয়া সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বময় এক জগতে নিবদ্ধ করিয়াছে; আজ তাহারা অসংখ্য সুখদুঃখের পীড়নে উৎপীড়িত করিয়াও তৃপ্তিবোধ করে নাই, বরং তুমি শান্তি লাভে প্রয়াসী হইয়াছ দেখিয়া আজ তাহারা বিদ্রোহী। তোমার পুত্রকে তুমি উত্তম অশন বসন না দিলে বা তোমার ধন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলে যেমন সে বিদ্রোহী হয়, তেমনি আজ তোমাকে শান্তিকামী দেখিয়া তোমার ঐ স্বেচ্ছা-কল্পিত তথাকথিত মিত্রগণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধিমান পিতা যেমন তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি 'দেবোত্তর' করিয়া উচ্ছৃঙ্খল পুত্রদের নিকট হইতে সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদেরই কল্যাণ সাধন করেন, সেইরূপ আজ তুমিও ভীত সন্ত্রস্ত না হইয়া একে একে ইহাদিগকেই মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে। তুমি ফুল ফল নৈবেদ্য ধূপ দীপ বস্ত্র আভরণ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর এক একটি সম্মুখে লইয়া প্রথম তাহার অর্চ্চনা

করিবে। তাহাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা না করিয়া আত্মপ্রেমে তাহাকে ডুবাইতে চেষ্টা করিবে। বাহ্য জগতের প্রতি বস্তু তোমারই আত্মজ—অংশ। আত্মজ জ্ঞানে অর্চ্চনা করিতে যাইয়া তুমি দেখিবে—ইহারা তোমার প্রাণেই বিধৃত। প্রাণ—বিষ্ণু ইহাদের অধীশ্বর। তুমি যখন মনের স্তরে থাক তখন তোমার সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই তোমা হইতে স্বতন্ত্র ও বিজাতীয় দেখিতে পাও। এই বিজাতীয় বস্তু সকলকে যখন ভালবাসা দ্বারা বরণ করিয়া লও তখন দেখিতে পাও ইহারা তোমারই অন্তরে অবস্থান করিতেছে। তোমার পুত্রকে তোমার মনের স্তরে দৈহিক জগতে বাহ্য দৃষ্টিতে তোমা হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন দেখিলেও অন্তররাজ্যে সে যেমন তোমারই এক অংশে অবস্থান করে, ঠিক তেমনি প্রতি বস্তুই তোমার অন্তরে—প্রাণে অবস্থান করিতেছে। মনের স্তরে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইলেও প্রাণের স্তরে এক সূত্রেই গ্রথিত। তাই যাহারা মনের স্তরে থাকিয়া পশ্চাৎ হইতে তোমাকে আকর্ষণ করিতেছিল তাহাদিগকে সম্মুখে আনিয়া একটু ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকাইতেই দেখিতে পাইলে —ইহারা তোমারই অন্তরে বিধৃত। তাই তুমি বলিলে— "এতৎ অধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ"। এই প্রতি বস্তুরই অধিপতি বিষ্ণু—প্রাণ।

বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এইরূপ উপাখ্যান আছে। নাভি মনের কেন্দ্রস্থল। প্রাণশক্তির মনোময় কেন্দ্র হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি—ইহাই বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার

আবির্ভাব বলিয়া কথিত হয়। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনায় ব্রহ্মার শক্তিকে নাভিকমলে, বিষ্ণুশক্তিকে হৃদয়ে এবং শিবশক্তিকে আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করিয়া থাকেন। নাভিস্থল মনের ক্ষেত্র, হৃদয় প্রাণের ক্ষেত্র এবং আজ্ঞাচক্র জ্ঞানের বা বুদ্ধির ক্ষেত্র। পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি ব্রহ্মা—মন, বিষ্ণু—প্রাণ ও শিব—জ্ঞান। মনে সৃষ্টি, প্রাণে সম্ভোগ, জ্ঞানে সংহরণ। জ্ঞানবিহীনে প্রাণ আর প্রাণবিহীনে মনের অবস্থিতি নাই। তুমি যে বাঁচিয়া রহিয়াছ ইহা তুমি না জানিলে তোমার বাঁচার কোন মূল্যই থাকে না। তোমার বাঁচিয়া থাকা এবং তুমি প্রতি বস্তুকে যে ভোগ করিতেছ ইহা যিনি জানেন তিনি জ্ঞানময় পুরুষ—শিব। আর তুমি বাঁচিয়া না থাকিলে তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম বা সৃষ্টি হয় না। স্থূল শরীরের প্রতিও লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, শিরকে বাদ দিয়া হৃদয়ের অধিকক্ষণ স্থিতি হয় না। আবার হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইলে নাভিক্ষেত্রের বা মনের কোন কার্য্যই চলিতে পারে না। যাহা হউক, সে সকল অন্য কথা। এইবার তুমি আরও বিশেষভাবে জানিলে প্রতি বস্তুর অধীশ্বরই বিষ্ণু—প্রাণ। সেই প্রাণের বস্তুকে—তোমার প্রাণের যিনি দেবতা, প্রাণের যিনি প্রাণ তাঁহাকে আজ উৎসর্গ করিবে। তুমি বলিলে—'এতৎ সম্প্রদাস্থে ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা'।

এমনি করিয়া প্রতি বস্তুকে ধরিয়া মন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে যিনি প্রাণেরও প্রাণ তাঁহাকে উৎসর্গ করিবে। এতদিন সেই প্রাণময়ীর সত্তায় তুমি সত্তাশীল হইয়া সম্ভোগ ও

সৃষ্টি করিতেছিলে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও ধ্যানের সাহায্যে তুমি জানিলে তোমার মধ্যে থাকিয়া যিনি সম্ভোগ করিতেছেন বা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহার সত্তা মায়েরই সত্তায়। তাই ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও সৃষ্টির উন্মাদনা আজ তোমার ঘুচিয়া গিয়াছে। তুমি 'হ্রীং দুর্গায়ৈ' বলিতে বলিতে একে একে সমস্ত সৃষ্টি ও ভোগ্য বস্তুকে ঐ সচ্চিদানন্দময়ীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করিলে। শুধু বাহ্য বস্তু নহে—তোমার অন্তরের দয়া প্রেম দাক্ষিণ্য ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ যত কিছু আছে সকলই 'হ্রীং দুর্গায়ৈ' বলিয়া মাকে অর্পণ করিলে, তুমি রিক্ত হইয়া পূর্ণ হইলে। এমনই করিয়া রিক্ত করিয়া দিতে পারিলেই যে পূর্ণ হওয়া যায় ইহা তুমি পূর্ব্বে জান নাই। তাই নশ্বর কত বস্তুকে আগুলিয়া আগুলিয়া এত জন্ম-জীবন কাটাইয়াছ। ধ্বংসের হাত হইতে—মৃত্যুর কবল হইতে তুমি তোমার জীবত্বের ক্ষুদ্র ঘরে কত জিনিষই না আঁকড়াইয়া রাখিয়াছ, কিন্তু ধ্বংসই যাহাদের পরিণতি তাহারা তোমার কল্পিত সৃষ্টিতে ও ভোগে কত কাল থাকিবে? আজ যেখানে সকলের পরিণতি—যেখানে তোমারও পরিণতি সেই সচ্চিদানন্দময়ীর কোলে একে একে সকলই উৎসর্গ করিয়া তুমি সচ্চিদানন্দময়ীর অনাবিল বক্ষে চিরতরে নিমগ্ন হইতে চলিলে।

সাধক! তুমি প্রথম আসন উৎসর্গ করিতে যাইয়া বলিলে—'হৃৎপদ্মং আসনং মাতঃ'—মা, আমার হৃদয়পদ্মই তোমার আসন। প্রাণপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে তুমি জানিয়াছ অন্তর ও

বাহির বলিয়া বস্তুতঃ দুইটি স্থান নাই, শুধু অন্তরই—হৃদয়ই আছে। গাছ লতা পাতা ফুল ফল যাহা তুমি পূর্ব্বে বাহিরে দেখিতে, আজ দেখ তাহারা তোমার হৃদয়েই—অন্তরেই অবস্থান করিতেছে। এত বিশাল এত ব্যাপক তুমি। মাকে আসন উৎসর্গ করিতে যাইয়াও তাই আজ তুমি বলিলে আমার হৃদয়ই তোমার আসন। হে হৃদয়েশ্বরি জননি! তুমি যে যুগ যুগান্তর ধরিয়া আমারই অন্তরে রহিয়াছ। হায়! এতদিন এত সন্নিহিত তোমাকেই আমি দেখি নাই, আমার বোধে বোধে—ভাবে ভাবে—দেহে মনে প্রাণে শুধু তুমিই ছিলে ইহা আগে দেখি নাই; আজ সমস্ত আড়াল দূর করিয়া—সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সেই জননী তুমি মূর্ত্ত হইয়া এই মণ্ডপে—আমার হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইলে। 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ যাবৎ পূজাং করোম্যহং'; দাঁড়াও দাঁড়াও জননি! আজ তোমার চরণে আমার সমস্ত উৎসর্গ করিব। 'মাং মদীয়ঞ্চ সকলং জুহোমি স্বাহা'। আমাকে—আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা সকলই, হে হৃদয়েশ্বরি! প্রাণেশ্বরি! মহাপ্রাণময়ী তোমাকে আজ উৎসর্গ করিব। সাধক! পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ বস্ত্র আভরণ যত বিন্দু বিন্দু সংস্কার তোমার ঐ ভোগ্য বস্তু আকারে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাহা সকলই এই সিন্ধুতে 'জুহোমি স্বাহা', বলিয়া—'হ্রীং দুর্গায়ৈ' বলিয়া সমর্পণ কর।

———

হোম।

যাহা প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতিশীল তাহাই দৃশ্য। দ্রষ্টাই—আত্মাই বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া দৃশ্য আকারে আকারিত হন। প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত সকলকেই দৃশ্য বলা হয়, কারণ সকলের মধ্যেই আমরা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি—এই ত্রিভঙ্গিমা দেখিতে পাই। প্রকৃতি, বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অধিক প্রত্যক্ষ বস্তু। প্রত্যেক মানুষই সাধারণ বুদ্ধিতে এই মাটি, জল, অগ্নি, বাতাস ও আকাশকে সমধিক সন্নিহিত দেখিতে পায়। মন বুদ্ধি প্রভৃতি সাধারণ বুদ্ধিতে গ্রাহ্যবস্তু বলিয়াই অনুমিত হয় না। বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব তাহাদের নিকট আরও দুরূহ—তাই আত্মাকে জানিতে হইলে সাধারণ মানুষ কিরূপে জানিতে পারিবে—সেই তত্ত্ব বলিতে যাইয়া ঋষি অগ্নিতে হোমের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মাটি, জল, অগ্নি, বাতাস, আকাশ এই পঞ্চভূত—যাহাদিগকে আমরা আমাদের অতি প্রত্যক্ষ বস্তুরূপে নিকটে পাই তাহাদের মধ্যে আকাশ ও বাতাস অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বস্তু। আকাশ ও বাতাসে প্রকাশ ও ক্রিয়া যত বেশী আছে, স্থিতি বা রূপ তত নাই। জলে ও মাটিতে প্রকাশ ও ক্রিয়াশক্তি অপেক্ষা স্থিতি বা রূপঅংশ অধিক। অগ্নিতে প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি যুগপৎ সমানভাবেই রহিয়াছে। অগ্নি স্থূলজগতে রূপের প্রথম অভিব্যক্তি। আকাশ ও বাতাসকে আমরা

অনুভব করিতে পারি কিন্তু দেখিতে পাই না; এই অগ্নি প্রথম আমাদের চক্ষুর সম্মুখে রূপময় হইয়া আবির্ভূত হন। সমস্ত রূপময় জগতের রূপের উৎস এই অগ্নি। লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ—এই ত্রিবর্ণ ভৌতিক জগতে এই অগ্নিতে এবং দৈব জগতে সূর্য্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রিবর্ণ হইতেই যাবতীয় রূপের এবং রূপ হইতেই আকারের সৃষ্টি হইয়াছে। এ অগ্নিকে ঋষিগণ বাঙ্ময়—তেজোময় বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তেজ হইতেই—গতি হইতেই বাক্যের উৎপত্তি হয়। যেখানে গতি নাই সেখানে কোন বাক্যও নাই। এই বাক্য হইতে রূপ, রূপ হইতে আকারের উৎপত্তি হয়। অগ্নিতে গতি ও রূপ সমভাবেই রহিয়াছে। প্রকাশ ত তাহার স্বাভাবিক স্বরূপ। অগ্নির রূপ আছে কিন্তু আকার নাই; বাতাস ও আকাশের রূপ ও আকার কোনটাই নাই। এইরূপে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াই ঋষিগণ রূপ ও অরূপ জগতের মধ্যস্থলে অগ্নিকে দেখিতে পাইয়া এবং সেই অগ্নিকে বাঙ্ময় ও তেজোময় অনুভব করিয়া, রূপ ও অরূপ জগতের মধ্যস্থলে প্রত্যক্ষ আরাধ্য বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নিতে যাহা সমর্পণ করা হয়, রূপময় যাহা উৎসর্গ করা হয়, এই অগ্নি তাহাকেই রূপ হইতে অরূপ জগতে বহন করিয়া লইয়া যান। অগ্নির অপর এক নাম হুতাশন। যাহা অগ্নিকে প্রদান করা যায় তাহাই অগ্নি গ্রহণ করেন—ভক্ষণ করেন বলিয়া অগ্নির অপর নাম হুতাশন। (হুতং অশ্নাতি—ভক্ষয়তি ইতি হুতাশনঃ)।

রূপময় স্থূল বস্তু যাহাই অগ্নিতে সমর্পণ করা যায় তাহাই অগ্নি ত্রিবর্ণে পরিণত করেন। সেই বর্ণ বাক্যে এবং বাক্য তেজে—গতিতে পরিণত হয়। অগ্নির গতি প্রতি সেকেণ্ডে একশত ছিয়াশি হাজার মাইল। তাই তুমি অগ্নিতে যে বস্তু সমর্পণ করিবে তাহাও সূক্ষ্মাকারে পরিণত হইয়া—অগ্নির সংঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ হইয়া গতিতে পরিণত হইবে।

তুমি তোমার যে চিন্তাধারাকে—যে শুভ সঙ্কল্পকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করিতে চাহ অথবা রূপদান করিতে চাহ তাহা বহন করিবার একমাত্র যোগ্য প্রতিনিধি হইলেন এই অগ্নি। অগ্নি তোমার সমর্পিত বস্তুকে অসংখ্যরূপে রূপময় জগতে রূপদান করিতে পারেন, আবার এই অগ্নি তোমার সমর্পিত বস্তুকে রূপ হইতে বাক্যে, বাক্য হইতে তেজে, তেজ হইতে প্রকাশে—জ্ঞানে—সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন, তাই অগ্নিকে প্রতীক করিয়া ঋষিগণ তপস্যার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আর একটি কথা, দেখ—তুমি জানিয়াছ ব্রহ্মের স্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ। অস্তি, গতি ও প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ। এইখানে—এই স্থূল জগতে তুমি কেবলমাত্র অগ্নিতেই অতি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি—এই ত্রিভঙ্গিমা দেখিতে পাও। অগ্নিতে রূপ, গতি ও প্রকাশ এই তিন ধর্ম্মই যুগপৎ প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিদৈবে সূর্য্যের মধ্যেও আমরা এই প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি দেখিতে পাই। অধিভূতে অগ্নি ও অধিদৈবে সূর্য্য সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রকটিত বিগ্রহ;

তাই ঋষিগণ ভূতে অগ্নি ও দৈবে সূর্য্যের সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল সূক্ষ্ম গভীর গহন তত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই ঋষিগণের মহান্ উদেশ্য বুঝিতে না পারিয়া স্থূল বুদ্ধিজীবী লোক ইহাকে উপহাস করে।

এই অগ্নিকে সমস্ত ভূতের মধু বা আত্মা এবং সমস্ত ভূত এই অগ্নির আত্মা, এই কথা ঋষিগণ বলিয়াছেন। প্রতি রূপ বা আকার যদি বাক্যে তেজে ও প্রকাশে পরিণত হয় এবং যাহা প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতিশীল তাহাই যদি রূপময় জগতে মূর্ত্ত হয়, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় বা আশ্রিত এ কথা খুবই সত্য। এইবার তুমি দেখিলে অতি স্থূল বস্তু হইতে প্রকাশশক্তি পর্য্যন্ত সকল একই শক্তির তরঙ্গবিলাস। আরও দেখিলে—রূপ গতি ও প্রকাশের যুগপাৎ সমাবেশ এই অগ্নিতে বিশেষভাবে প্রকটিত। এই অগ্নি তোমাকে এবং তোমার প্রদত্ত সমস্ত বস্তুকে রূপ হইতে প্রকাশে পরিণত করিতে সমর্থ। এই অগ্নির আশ্রয়ে তুমি বৃত্তির বা দৃশ্যের যাহা উৎস সেইখানে পৌঁছিতে পার। রূপ হইতে গতি, গতি হইতে প্রকাশ, প্রকাশ হইতে এই প্রকাশেরও প্রকাশক যিনি, সেই 'দ্রষ্টুঃস্বরূপে'—'আত্মস্বরূপে' এই অগ্নির সাহায্যেই তুমি গমন করিতে পার। এই অগ্নিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, এই অগ্নিই আত্মা, এই অগ্নিই সব, তাই তুমি ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বল—'অয়মেব স, যোঽয়মাত্মা, ইদং ব্রহ্ম, ইদং অমৃতম্ ইদং সর্ব্বং স্বাহা'।

ভোগ।

হোমের পর ভোগ নিবেদন করিবে। (মন্ত্রাংশে ভোগের রহস্য দেখ)।

শেষ কথা—

পূজার মধ্যে দুর্গাপূজাই বৃহৎ। দুর্গাপূজা ঠিক ঠিক করিতে পারিলে অন্যান্য পূজা করা আদৌ কঠিন বোধ হইবে না। এই দুর্গাপূজা প্রথম রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পূজা করিয়া সুরথ নিজ রাজ্য শত্রুর হাত হইতে মায়ের আশীর্ব্বাদে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, আর সমাধি কৈবল্য লাভ করেন—জন্ম মৃত্যুর পরপারে চলিয়া যান। সেই পূজার অনুষ্ঠান বসন্তকালে হইয়া থাকে। আর ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণের কবল হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য এই শরৎকালে দেবীর বোধন ও পূজা করেন। ইহাকে অকাল বোধন বলে। মানুষের হৃদয়ে যে দৈব ভাব আছে তাহা বর্ষাঋতুতে প্রকৃতির তামসিক বিকারের জন্য সুসুপ্তবৎ থাকে। তাই বোধনের—জাগরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমরা আত্মজ্ঞান লাভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পূজার ব্যাখ্যা করিয়াছি। যাঁহারা দেশের বা জাতির কল্যাণের জন্য অথবা বিধর্ম্মীর আসুরিক অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পূজা করিতে চাহেন তাঁহাদের পূজাও জয়যুক্ত হইবে। যে জন্যই

পূজা করুন না কেন—বোধন, অধিবাস ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হইলে সমস্ত পূজাই ব্যর্থ হইবে। তাই ষষ্ঠীতে বোধন—জাগরণ করিয়া পূজার পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে প্রতিমায় অধিবাস করিবেন। অধিবাস শব্দের অর্থ নিকটে বাস—উপরে বাস। মাটি হইতে দীপ পর্য্যন্ত ২১টী বস্তুদ্বারা অধিবাস করিবার বিধান আছে। ভূমি—রাজ্য, রৌপ্য স্বর্ণ প্রভৃতি ও জ্ঞান পর্য্যন্ত মায়ের জন্য তুমি উৎসর্গ করিতে ব্রতী হইয়া তাহা মায়ের সম্মুখে ধারণ করিলে, তুমি মায়ের নিকটস্থ হইলে। এই সকল বস্তুর প্রলোভনে তুমি দূরে সরিয়া থাকিলে মায়ের অধিবাস হইবে না। পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে অধিবাস করিয়া—নিকটে বাস করিয়া সপ্তমীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে—মায়ের সঙ্গে স্বীয়প্রাণ মিলাইয়া দিবে। সপ্তমী দিবসে প্রাণপ্রতিষ্ঠাই পূজার বিশেষ অঙ্গ। অষ্টমীতে পূজা করিবে, সকল বস্তু উৎসর্গ করিবে। শক্তির বিভিন্ন ভঙ্গিমা দেখিয়া দেখিয়া—সেই দিন অর্চ্চনা করিবে। তাহা হইলেই সন্ধিপূজার অধিকারী হইবে। মায়ের সঙ্গে তোমার সন্ধি হইবে—মিলন হইবে। মায়ের সঙ্গে মিলন হইলেই তুমি তোমার অবশিষ্ট শত্রুগণকে বলিদান করিয়া নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইবে। এই বলিদান করিতে যাইয়া যাঁহারা সাধক তাঁহারা অন্তরের শত্রু—কাম ক্রোধ বা অহঙ্কার প্রভৃতির মানস বলিদান করিবেন। যাঁহারা দেশ বা জাতির জন্য—শত্রুর অশুভবুদ্ধিকে বলিদান করিতে চাহেন তাঁহারা একটী বস্তুকে তাহার প্রতীক জ্ঞান করিয়া সেই বস্তুকে বলিদান

করিবেন। আর যাঁহারা তামসিক মনোভাবাপন্ন তাঁহারা তাঁহাদের লালসার বস্তু বলিদান করিবেন। নবমীতে বলিই পূজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। দশমীতে নিরঞ্জন করিবে। জীবত্বকে নিঃশেষ করিয়া মায়েতে ঢালিয়া দিবে। তোমার জীবত্ব মায়ের সঙ্গে মিশিয়া সব মাতৃময় হইবে। মাকে 'গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে' বলিয়া যে ভাবাতীত ক্ষেত্র হইতে মা ভাবময়ী হইয়া—রূপময়ী হইয়া তোমার পূজাক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন সেই স্থানে মাকে যাইতে বলিবে। মা তাঁহার স্বস্থানে গমন করিলে মাতৃক্রোড়স্থ শিশু তুমিও পরমধামে গমন করিতে সক্ষম হইবে; তোমার পূজা সার্থক হইবে। তোমার জীবত্বের নিরঞ্জন মায়েতে হইবে আর মায়ের নিরঞ্জন ভাবময় ক্ষেত্র হইতে ভাবাতীত ধামে হইবে। প্রাণপ্রতিষ্ঠার কালে তোমার করুণ আহ্বানে মা যে ধাম হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন সেই ধামে গমন করিবেন। বুদ্ধির পরপারে মায়ের স্বস্থান, তাই দর্পণে—বুদ্ধিতে মায়ের নিরঞ্জন করিতে হয়।
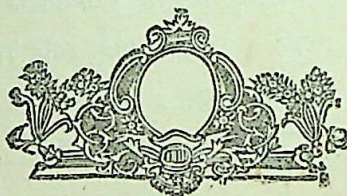
মন্ত্র ও পূজা-রহস্য

(দ্বিতীয় প্রবাহ)

পূজক প্রথম নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া পূজা আরম্ভ করিবে। (এই মন্ত্রের ভাবার্থ পরে দেওয়া হইল—)

ভূতশুদ্ধি—ওঁ ভূমি সত্য। ওঁ জল সত্য। ওঁ অগ্নি সত্য।
ওঁ বায়ু সত্য। ওঁ আকাশ সত্য। ওঁ মন সত্য।
ওঁ প্রাণ সত্য। ওঁ পূজক সত্য। ওঁ পূজা সত্য।
ওঁ পূজ্য সত্য॥ ১

ইহা ভিন্ন বৈদিক ও তান্ত্রিক অন্যপ্রকার ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস ও করন্যাসের মন্ত্রও আছে।

আসন শুদ্ধি—ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥ ২

২। পৃথ্বি (হে পৃথিবি) ত্বয়া (তোমার দ্বার) ধৃতা (ধরা রহিয়াছে) লোকাঃ (লোক সকল) দেবি ত্বং (হে দেবি; তুমি) বিষ্ণুনা ধৃতা (বিষ্ণু দ্বারা ধৃত) ত্বঞ্চ……নিত্যং (তুমি আমাকে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখ) পবিত্রং ……চাসনম্ (এবং আমার আসন পবিত্র কর)।

হে পৃথিবি! তোমার দ্বারা লোক সকল ধৃত রহিয়াছে। হে দেবি, তুমি বিষ্ণু দ্বারা ধৃত। তুমি আমাকে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখ এবং আমার আসন পবিত্র কর।

আচমন—

বৈদিক আচমন—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ৩

পৌরাণিক আচমন—অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সঃ বাহ্যাভ্যন্তরঃ
শুচিঃ ॥ ৩ ক

তান্ত্রিক আচমন—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা।
ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ॥ ৩ খ

৩। তদ্বিষ্ণোঃ (সেই বিষ্ণুর) পরমং পদং (পরম বা শ্রেষ্ঠ পদ—Post) সদা (সর্ব্বদা) পশ্যন্তি (দেখিয়া থাকেন) সূরয়ঃ (মনীষিগণ) দিবীব (যেন আকাশে) আততম্ চক্ষুঃ (ব্যাপ্ত দৃষ্টিশক্তি)।

আকাশে বিস্তৃত দৃক্‌শক্তির ন্যায় বিষ্ণুর পরম পদ মনীষিগণ সদা দর্শন করেন।

৩ক। অপবিত্র বা পবিত্র হউক অথবা যে কোনও অবস্থায়ই অবস্থান করুক, যে পুণ্ডরীকাক্ষকে—বিষ্ণুকে স্মরণ করে, তাহার অন্তর ও বাহ্য প্রকৃতি শুদ্ধ হয়।

৩খ। আমার বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্য বিষয় পরিহার করিয়া অন্তর চেতনার সন্ধানে আত্মমুখী হউক; আর এই আত্মচেতনা যে বিদ্যা বা শক্তির শক্তিতে কর্ম্মশীলা সেই শক্তিগর্ভে প্রবিষ্ট হউক; অতঃপর সমস্ত শক্তি-প্রকাশ যে জ্ঞানসত্তা হইতে প্রকাশিত ও যাহাতে নিয়ত অবস্থিত থাকিলেও সে জ্ঞানের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা বিকার উপস্থিত হয় না, সেই পরম শান্তিময় অচল অদ্বয় শাশ্বত স্থিতিতে আমার যাবতীয় চেতনা, কর্ম্ম বা জ্ঞানপ্রকাশ সমাহিত হউক।

গুরুপঙ্‌ক্তি বন্দনা—

ওঁ বামে নমো গুরবে নমঃ, (গুরুভ্যো নমঃ, পরম গুরুভ্যো নমঃ, পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ), দক্ষিণে নমো (গণেশায় নমঃ) গুরবে নমঃ, ঊর্দ্ধং নমো ব্রহ্মণে নমঃ, অধো নমঃ অনন্তায় নমঃ, পৃষ্ঠে নমো গুরবে নমঃ, বক্ষে নমো গুরবে নমঃ, সম্মুখে অমুক দেবায় নমঃ ॥ ৪

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রী অমুক পূজা কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং ॥ ৫

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রী অমুক পূজা কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তিঃ ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ॥ ৬

৪। ভাবার্থ দেখ, সহজ ভাষা বলিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না।

৫। এতে গন্ধ......নমঃ (এই গন্ধ ও পুষ্পদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিতেছি) কর্ত্তব্যেঽস্মিন্......পূজা কর্ম্মণি (এই করণীয় আমার...... পূজাতে) ভবন্তঃ (আপনারা সকলে) পুণ্যাহং অধিব্রুবন্তু (আজ পুণ্যদিন এই কথা বলুন)।

এই গন্ধপুষ্পদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিতেছি—হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা বলুন—আমার এই করণীয় অমুক পূজাতে আজ পুণ্যদিন হউক।

৬। এইরূপ—স্বস্তি......অধিব্রুবন্তু (আজ মঙ্গল, কুশল—এই কথা আপনারা সকলে বলুন)।

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রী অমুক পূজা কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাম্ ॥ ৭

স্বস্তিবাচন—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।

আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ৮
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥ ৮ক

ইত্যাদি পাঠ করিয়া সর্ব্বদেবদেবীর এবং ঋষিগণের আবির্ভাব চিন্তা করিবে।

৭। ঋদ্ধিং……অধিব্রুবন্তু (এই পূজা অবলম্বনে ঋদ্ধি অর্থাৎ সম্পৎ হউক—এই কথা আপনারা সকলে বলুন) (সম্পৎ বলিতে কেহ পার্থিব ধন, কেহ বা ভগবানকেই যথার্থ সম্পদ মনে করে। আমরা ভগবানকে লাভ করাই যথার্থ সম্পদ লাভ মনে করি।)

৮। সোমং (চন্দ্রকে) রাজানং (রাজাকে) বরুণং (জলাধিপতি দেবতাকে) অগ্নিং (অগ্নিকে) আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং (অদিতিতনয়, বিষ্ণু, সূর্য্য ব্রহ্মা ও দেবগুরু বৃহস্পতিকে) অনু আরভামহে (অগ্রভাগে রাখিয়া, (পশ্চাৎ) পূজা আরম্ভ করিতেছি।)

চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অদিতিতনয়গণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতিকে অগ্রভাগে রাখিয়া পূজা করিতেছি।

৮ক। সূর্য্যঃ, সোমঃ (চন্দ্র) যম, কাল, সন্ধ্যে (প্রভাত ও সন্ধ্যাকাল) ভূতানি (ভূত সকল) অহঃ (দিবা) ক্ষপা (রাত্রি) পবনঃ (বায়ু) দিক্‌পতিঃ (দিক্‌পাল) -ভূমিঃ, আকাশং, খচরাঃ (অন্তরীক্ষচারিগণ) অমরাঃ

ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।
ওঁ তিথিনক্ষত্রবারাদয়ঃ শুভায় ভবন্তু। ৯

ঘটস্থাপন—

অধিবাস দ্রব্য—

সূর্য্যার্ঘ্য—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ১০

(অমর বা দেবগণ) ব্রাহ্ম্যং···আস্থায় (ব্রহ্মের শাসন বা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইহ (এই পূজাক্ষেত্রে) সন্নিধিং কল্পধবং (সন্নিহিত হউন—অবস্থান করুন)।

সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, দিবারাত্রির সন্ধিদ্বয় অর্থাৎ প্রভাত ও সন্ধ্যা, ভূতগণ, দিবা, রাত্রি, বায়ু, দিক্‌পাল, ভূমি, আকাশ, খেচর ও দেবগণ এককথায় স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যাঁহারা যেখানে আছেন, ব্রহ্মের অনু-শাসনে আমার পূজাস্থলে সমাসীন হইয়া আমার করণীয় পূজায় সহায় হউন।

৯। আমার সঙ্কল্পিত এইঅনুষ্ঠান আজ সর্ব্বপ্রকারে শুভদায়ক হউক। আজ এই পূজাদিবসে তিথি, নক্ষত্র, বার প্রভৃতি যে শক্তিই যেখানে অবস্থান করুন না কেন, সকলে সমবেত হইয়া আমার এই শুভানুষ্ঠানে সহায় হউন।

১০। ব্রহ্মণ্ (হে ব্রহ্মা—সূর্য্যকেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলা হইয়াছে) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) ভাস্বতে (দীপ্তিমানকে) বিষ্ণুতেজসে (সর্ব্বব্যাপক তেজসম্পন্নকে) জগৎসবিত্রে (বিশ্বস্রষ্টাকে) শুচয়ে (শুদ্ধকে) সবিত্রে (সকলের প্রসবিতাকে) কর্ম্মদায়িনে (কর্ম্মপ্রেরণাদাতা তোমাকে) নমঃ (প্রণাম করি)।

এহি (এস) সূর্য্য সহস্রাংশো (সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য কিরণযুক্ত) তেজোরাশে (সমষ্টিভূত তেজসম্পন্ন) জগৎপতে (বিশ্বপালক)

সূর্য্য প্রণাম—ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥১১

জলশুদ্ধি— ওঁগঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥১২

অনুকম্পয় (অনুগ্রহ কর) মাং ভক্তং (ভক্তিসম্পন্ন আমাকে) গৃহাণার্ঘ্যং (অর্ঘ্য-পূজোপহার গ্রহণ কর) দিবাকর (হে দিবাকর সূর্য্য)।

হে ব্রহ্মস্বরূপ দীপ্তিমান সূর্য্যদেব, তুমি চরাচর বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া উহাতে ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছ। তুমি শুদ্ধ সত্ত্ব, তোমার প্রভাবে বিশ্ববাসী কর্ম্মপ্রেরণা লাভ করে। অতএব, হে বিশ্বপালক দিবাকর তোমার তেজোময় সহস্র (অসংখ্য) রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া আমার চিত্ত বিশুদ্ধ কর। আমি ভক্তিমিশ্রিত অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।

(অর্ঘ্য প্রদানকালে কুশিতে জল, আতপ চাউল, রক্তজবা, রক্তচন্দন, দুর্ব্বা, বিল্বপত্র, হরিতকী বা পাকা কলা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া সূর্য্যের প্রতি তাকাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। সূর্য্যদেব খুব সন্নিহিত হইয়া তোমার কথা শুনিতেছেন এবং অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছেন ভাবিবে)।

১১। জবাকুসুমসংকাশং (জবাকুসুমের ন্যায় আভা যাহার) কাশ্যপেয়ং (কশ্যপ মুনির পুত্র) মহাদ্যুতিং (মহাপ্রভাযুক্ত) ধ্বান্তারিং (অন্ধকার নাশক) সর্ব্বপাপঘ্নং (সর্ব্বরূপ পাপনাশক) দিবাকরং (দিবাকর তোমাকে) প্রণতোঽস্মি (আমি প্রণাম করি।)

জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং উজ্জল আভাযুক্ত তোমার অবয়ব, তুমি কশ্যপ মুনির আত্মজ, দিবাকররূপে তুমি সকল কলুষ, সর্ব্ববিধ অন্ধকার এবং মালিন্য দূর করিয়া থাক—তোমাকে প্রণাম।

১২। হে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী—তোমরা সকলে এই জলে অবস্থান কর।

প্রার্থনা—সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥ ১৩

তাহার পর গণেশের ধ্যান ও পূজা করিবে এবং প্রণাম করিয়া শিবাদি পঞ্চদেবতার* পূজা করিবে। সকল দেবতার ধ্যান ও ধ্যানের ব্যাখ্যা অন্যত্র দেওয়া হইল।

গণেশের পূজা॥—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতৎপাদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ গণেশায় নমঃ। এতৎ সঘৃতোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ। এতৎ পানার্থং গঙ্গোদকং ওঁ গণেশায় নমঃ। প্রণাম—ওঁ গণেশায় নমঃ॥ ১৩

১৩। গঙ্গা সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী (অবগাহন, স্পর্শ অথবা কেবল স্মরণমাত্র গঙ্গা সকল প্রকার পাপ নাশ করেন) সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী (এবং সকল প্রকার দুঃখ বিনাশ করেন) সুখদা মোক্ষদা (তিনি জীবিতাবস্থায় সর্ব্ববিধ সুখ এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষদায়িনী) গঙ্গৈব পরমা গতিঃ (সুতরাং গঙ্গাই জীবের পরমা গতি)।

গঙ্গায় অবগাহন, গঙ্গাজল স্পর্শ কিম্বা গঙ্গানাম স্মরণ মাত্র জীবের সকল প্রকার দুঃখ জ্বালা সম্যক্‌রূপে নিবারিত হয়। তাই জীবিত কালে ইনি সর্ব্ববিধ সুখের এবং মৃত্যুর পরে কৈবল্যের কারণরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সুতরাং গঙ্গা জীবের পরমা গতি রূপেই আখ্যাত হইয়াছেন।

এতে গন্ধপুষ্পে (এই গন্ধ এবং পুষ্প) ওঁ গণেশায় নমঃ (গণেশ দেবতাকে অর্পণ করিতেছি), এই প্রকার এতৎপাদ্যং (পাদ-প্রক্ষালনের জন্য এই জল) এতৌ ধূপদীপৌ (এই ধূপ এবং দীপ) এতৎ সঘৃতোপ-করণামান্ন নৈবেদ্যং (এই ঘৃতের অন্বিত উপকরণসহ অপক্ক অন্নরূপ নৈবেদ্য)

* শিবাদি পঞ্চ দেবতা—শিব, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু ও দুর্গা।

শিবাদি পঞ্চদেবতার পূজা॥—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতৎ পাদ্যং ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতৎ সঘৃতোপকরণামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। প্রণাম—ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ ॥ ১৪

সূর্য্যাদি নবগ্রহের * পূজা॥—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূর্য্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতৎ পাদ্যং ওঁ সূর্য্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ সূর্য্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতৎ সঘৃতোপকরণামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ সূর্য্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতৎ পানার্থং গঙ্গোদকং ওঁ সূর্য্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। প্রণাম—ওঁ সূর্য্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ ॥ ১৫

ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণের † পূজা॥—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণেভ্যো নমঃ। এতৎ পাদ্যং ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণেভ্যো নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণেভ্যো নমঃ। এতৎ সঘৃতোপকরণামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণেভ্যো নমঃ। এতৎ পানার্থং গঙ্গোদকং ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণেভ্যো নমঃ। প্রণাম—ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণেভ্যো নমঃ ॥ ১৬

এতৎ পানার্থং গঙ্গোদকং (পান করার উদ্দেশ্যে কল্পিত এই গঙ্গাজল।

* নবগ্রহ যথা—সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু ও কেতু।

† ইন্দ্রাদি দশদিকপাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ঈশান, ব্রহ্মা এবং অনন্ত।

তারপর সংকল্প করিবে—

ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক শ্রী .....প্রীতিকামঃ যথাশক্তি যথাসম্ভবং শ্রী অমুক পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে ॥ * ১৭।

১৭। ওঁ তৎসৎ (তৎ পদবাচ্য যে পরব্রহ্ম তিনিই সৎরূপে-অস্তিত্ব-রূপে বিশ্বময় বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই প্রকার অনুভূতি নিয়া পাঠ করিবে) ওঁ অদ্য অমুকে মাসি (আজ অমুক যথা আশ্বিন বা মাঘ মাসে) অমুক পক্ষে (শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষে পূজা দিনে যে পক্ষ থাকে তাহা উল্লেখ করিবে) অমুক তিথৌ (অমুক তিথিতে) অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুকঃ (অমুক গোত্রজাত আমি অমুক—এখানে নিজের নাম উল্লেখ করিবে) শ্রী...প্রীতিকামঃ (পুজনীয় যে দেবতা তাঁহাদের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাতে প্রীতিকামী হইয়া) যথাশক্তি যথাসম্ভবং (আমার যতটুকু শক্তি এবং সম্ভাবনা আছে তাহার সহায়ে) অমুক পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে (অমুক দেবতার পূজারূপ কর্ম্ম করিব)।

সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুসত্তা অনুভবে আনিয়া নিজকে বিষ্ণুময় অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপকরূপে বোধময় করিয়া ক্রমে পূজক দেখিবে—আমি অমুক মাসময়, অমুক পক্ষময়, অমুক তিথিময়. অমুক গোত্রময় অর্থাৎ আমার ব্যষ্টিত্ব সসীমত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, আমি নানা ভঙ্গীক্রমে বিশালতা লাভ করিতেছি। ক্রমে ক্রমে এইরূপ বিশালতা প্রাপ্ত আমি আমার পূজনীয় দেবতাতে

---

* কেহ কেহ গণেশাদির পূজার পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করেন। তাঁহারা তথায়—গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক অমুকপূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে পড়িবেন।

ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য মাতৃকা মাসি, মাতৃকা পক্ষে, মাতৃকায়াং তিথৌ মাতৃকাগোত্রঃ শ্রীমাতৃকাপুত্রঃ শ্রীমাতৃকাপ্রীতিকামঃ যথাশক্তি যথাসম্ভবং শ্রীমাতৃকা মহাপূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে ॥ ১৭ক

প্রীতিকামী হইয়া দেবতার অনুগ্রহে আমি যতটুকু শক্তি-সামর্থ্যের অধিকার লাভ করিয়াছি তাহারই সাহায্যে তাঁহারই পূজা করিতে কৃতসঙ্কল্প।

১৭ক—ওঁ তৎসৎ ওঁ—(এই বিশ্বের যেখানে যে সত্তা ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা সমস্তই পরব্রহ্মেরই প্রকাশ এই অনুভব প্রাণে লইয়া পড়িবে) অদ্য মাতৃকা মাসি, মাতৃকা পক্ষে, মাতৃকায়াং তিথৌ (আজ মাতৃপূজায় সমাসীন আমার কাছে মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতি বিভিন্ন কালবিভাগ বলিতে কেবল মায়েরই বিভিন্ন ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ বুঝাইতেছে এবং পূজা করিতে আসিয়া আমাকে এই বিভিন্ন ভঙ্গিমায় পরিচ্ছিন্ন দেখিলেও স্বগতভেদময় মাতৃঅঙ্গরূপেই তাঁহার সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট)। মাতৃকাগোত্রঃ শ্রীমাতৃকাপুত্রঃ (সুতরাং মাতৃপরিচয়েই আমার গোত্র এবং বংশ পরিচয়) শ্রীমাতৃকাপ্রীতিকামঃ (মায়েতে আমার প্রীতি-শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হউক এই কামনা করিয়া) যথাশক্তি যথাসম্ভবং (যথা সাধ্য এবং যতটা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়) শ্রীমাতৃকা মহাপূজা······করিষ্যে (মায়ের পূজা করিব)।

সাধক মাতৃপূজায় সমাগত হইয়া বিশ্বের যে দিকে দৃক্‌পাত করে সকলই দেখে মাতৃময়,—মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতি সৌরবিশ্বের অবস্থিতি আজ সর্ব্বহরা মাতৃ-অস্তিত্বে পরিপ্লাবিত; সুতরাং পূজক স্বকীয় বিশিষ্টতা-বিহীন তার নিজের গোত্র বা নামের পরিচয় খুঁজিয়া না পাইয়া, দেখে—মায়ের গোত্রে তার গোত্র-পরিচয়—মায়ের মাতৃত্বে তার আত্মপরিচয়। কাজেই তখনকার তার সকল করণীয় কর্ম্ম বা পূজা মায়েতে ক্রমশঃ প্রীতি বৰ্দ্ধনেরই হেতুক হইয়া থাকে। সুতরাং এই বৰ্দ্ধিত প্রীতির প্রত্যাশায়ই

সঙ্কল্প সূক্ত—ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥ ১৮

ওঁ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
শত্রুনাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রানাং উদয়ায় চ॥ ১৯

পূজক তাহার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব ভক্তি শ্রদ্ধারূপ উপচারে মাতৃপূজা করিতে সঙ্কল্পবান হয়।

১৮। দেবঃ (যজ্ঞদেবতা) বিবষ্টু বঃ (অভীষ্টকামী তোমাদের) দ্রবিণোদাঃ (ধনের অর্থাৎ অভীষ্টের—আত্মজ্ঞানের দাতা) পূর্ণাং (ঘৃত পূর্ণ) আসিচং (আসিক্তস্রুক্—অর্থাৎ যজ্ঞীয় ঘৃতের আধার) উৎসিঞ্চধ্বম্ (সোমরস অর্থাৎ অর্পণীয় দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ কর, এবং) উপপৃণধ্বম্ (সোমরস ইত্যাদি প্রদান কর) অদিৎ (অনন্তর—অর্থাৎ এই অর্পণের ফলে) দেবঃ (যজ্ঞ দেবতা) বঃ (তোমাদিগকে) ওহতে (বহন করিবেন)।

আত্মজ্ঞানকামী সাধক! তোমার পূজনীয় দেবতা তোমার অভীষ্ট দানে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, তাই তুমি তাঁহার তৃপ্তি সাধন মানসে তোমার আজ্যস্থালী পূর্ণ করিয়া অর্পণীয় দ্রব্যসমূহ অকাতরে তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্পণ কর—দেবতা পরিতৃপ্ত হইয়া তোমার ঈপ্সিত পথে তোমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন।

১৯। আমার সঙ্কল্পিত কার্য্য অর্থাৎ পূজা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হউক, এবং আমার মনস্কাম পূর্ণ হউক। এই কর্ম্মের অর্থাৎ পূজার ফলে আমার আত্মজ্ঞান লাভের বিরোধী যে সমস্ত শক্তি—সুতরাং আমার শত্রু—তাহারা পরাভব স্বীকার করুক এবং অনুকূল সংস্কারসমূহ স্বচ্ছন্দে আমাকে সহায়তা করুক।

তারপর সম্মুখস্থ প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে—

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ॥

…দেবতায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ……জীব ইহ স্থিত… সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি,…বাঙ্মনশ্চক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ ২০

২০। আং (ঈষৎ-ক্ষুদ্রজীব), হ্রীং (পরাশক্তি), ক্রোং—(অপরাশক্তির অহঙ্কার তত্ত্ববাচক) যং (রসবীজ) রং (অগ্নি বীজ) লং (ক্ষিতি) বং (বায়ু) শং (আকাশ) ষং (বুদ্ধি) সং (মন) হৌং (শিব—জ্ঞান) হংসঃ (শুদ্ধজীব) ……দেবতায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ (পূজনীয় দেবতার প্রাণশক্তিসকল এই সম্মুখস্থ প্রতিমায় প্রবিষ্ট হউক)………জীব ইহ স্থিতঃ (তাঁহার চেতনা এখানে স্থিতিলাভ করুক) সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি (তাঁহার সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম এখানে অধিষ্ঠিত হউক)…বাঙ্মনঃ…তিষ্ঠন্তু স্বাহা—(তাঁহার বাক্য, মন, চক্ষু, চর্ম্ম, কর্ণ, নাসিকা এবং পঞ্চ প্রাণবায়ু এই প্রতিমাতে সমাগত হইয়া সুখে পূজা সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করুক)।

ক্ষুদ্র জীবত্ব, পরা অপরাশক্তি, জ্ঞান এবং শুদ্ধ জীবত্ব রূপে যে শক্তি জীবে ও বিশ্বে রহিয়াছে তাহা এই আমার আরাধ্য দেবতারই প্রাণ শক্তি; সেই প্রাণ শক্তি এই প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত হউক এই ভাব বুঝিবে।

যে শক্তি সমূহ দেহগত হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহকে রক্ষণ, পোষণ ও বর্দ্ধন প্রভৃতি ব্যাপার সম্পাদন করে সেই প্রাণশক্তি এই প্রতিমাতে আবির্ভূত হউক। যে চেতনা—যে জ্ঞান দেহধারী জীবকে বোধময়, জ্ঞানময় করিয়া রাখে সেই চৈতন্য এই প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠিত হউক। বাক্য, মন, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ, নাসিকা, প্রাণ প্রভৃতি এককথায় সমগ্র

অস্যৈ (অস্মৈ) প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু, অস্যৈ (অস্মৈ)
প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ, অস্যৈ (অস্মৈ) দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা ॥২০ক
(স্ত্রী দেবতায় 'অস্যৈ' এবং পুরুষ দেবতায় 'অস্মৈ' হইবে)

ওঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্
হোতা বেদিষদ্ অতিথির্দুরোণসৎ
নৃষদ্ বরসদ্ ঋতসদ্ ব্যোমসদ্
অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ২০খ

ইন্দ্রিয়গ্রাম এই প্রতিমাতে সমাগত হইয়া যতক্ষণ না আমার পূজা সমাপ্ত হয় ততক্ষণ ইহাতে নির্ব্বিরোধে প্রকট হইয়া থাকুক।

২০ক। এই বিশ্ব ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সর্ব্বত্র প্রাণশক্তিতে ভরপূর, এই প্রাণশক্তি চতুর্দ্দিক হইতে সংগৃহীত হইয়া আমার সম্মুখস্থ এই প্রতিমাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এখানে স্থিতিলাভ করুক। আর যেখানে যে দৈবশক্তি এবং দৈবসম্পদসমূহ আছে তাহারা সকলে এই প্রতীকে সমাগত হইয়া আমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সফলতামণ্ডিত করুক!

২০খ। হংসঃ (হন্তি গচ্ছতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতীতি হংসঃ—বা শুদ্ধ জীব) শুচিষৎ (শুচৌ দিবি সীদতি বসতি ইতি শুচিষৎ—বা হৃদয়আকাশে স্থিত আত্মা) বসুঃ (বাসয়তি সর্ব্বমিতি বসুঃ—সর্ব্বলোকস্থিতিহেতুঃ পৃথিবী) অন্তরীক্ষসৎ (বায়ুরূপেন অন্তরীক্ষে সীদতীতি অন্তরীক্ষসৎ ইত্যর্থঃ) হোতা (অগ্নিঃ) [যদ্বা জুহোতি শব্দাদি বিষয়ান্ অত্তি অনুভবতীতি—ইন্দ্রিয়াদিস্থ] অথবা হোতা শব্দের অর্থ পূজক হয়। বেদিষৎ (বেদীতে যিনি অবস্থান করেন—মা—আত্মা)। অতিথিঃ (অতিথির ন্যায় ভক্তহৃদয়ে তাঁহার স্থিতি।) দুরোণসৎ (দুরোণ মানে কলসী ; হৃদয় ঘটে বা কলসে যিনি অবস্থান করেন)। নৃষৎ (মানুষে অবস্থিতি) বরসৎ (বরেষু—ব্রহ্মাদিদেবেষু সীদতি, ব্রহ্মাদি দেবতাতে যিনি

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ ॥২১

রহিয়াছেন)। ঋতসৎ,—ব্যোমসৎ (যজ্ঞাদিতে ও আকাশে যিনি বসবাস করেন) অব্জাঃ—(শঙ্খ মৎস্যাদি), গোজাঃ—(বৃক্ষলতাদি), ঋতজাঃ—(সত্য হইতে জাত যাহা,) অদ্রিজা—(পান্না, হীরা)। ঋতং বৃহৎ—(সত্য ও ভূমা)।

তুমি, শুদ্ধ জীবরূপে বা সাধকরূপে, হৃদয়ে আত্মারূপে, পৃথিবীরূপে, বায়ুরূপে, পূজক ও পূজ্যরূপে, ক্ষণে অতিথির ন্যায় ভক্তের প্রাণে আরাধ্যরূপে আবার হৃদয় ঘটে চিরবর্ত্তমান দেবতারূপে রহিয়াছ। নরে, ব্রহ্মাদি দেবতায়, সত্যে, আকাশে তুমিই অবস্থান করিতেছ। জলে, মাটিতে, যজ্ঞে পর্ব্বতে যাহা জন্মায় তাহাও তুমি। তুমি সত্য স্বরূপ—ভূমা—আত্মা।

২১। ত্র্যম্বকং (ত্রিলোচনকে) যজামহে (পূজা করি) সুগন্ধিং (সুগন্ধ-যুক্ত অর্থাৎ ভূমি বা স্থূলের পরিপোষক) পুষ্টিবর্দ্ধনং (পুষ্টি বা প্রাণের বৃদ্ধিকারক) উর্ব্বারুকমিব (উর্ব্বারুক বা বদরী ফলের ন্যায়) বন্ধনাৎ (রোগাদি বন্ধন হইতে) মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) মুক্ষীয় (যেন মুক্তি বা রক্ষা পাই) মা অমৃতাৎ (অমৃত হইতে নহে)।

যাহার দৃষ্টি ত্রিপথগামিনী অর্থাৎ স্থূল বা বাহ্যে, সূক্ষ্ম বা ভাবে এবং এতদুভয়ের অতীত আত্মক্ষেত্রে নিয়ত বিন্যস্ত অথবা ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই ত্রিকালব্যাপিনী যাঁহার দৃষ্টি এবং যিনি বিশেষ করিয়া এই স্থূল বিশ্ব এবং এই বিশ্বের পরিপোষক প্রাণশক্তি বা চেতনাকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট রাখেন সেই ত্রিলোচনকে আমি ভজনা করি। লক্ষ্য —এই ভজনার ফলে উর্ব্বারুক অর্থাৎ বদরী ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হয় সেইরূপ আমিও বার্দ্ধক্য, রোগ, তাপ প্রভৃতি জ্বালা এবং তাহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সমাগত মৃত্যুর করাল কবল হইতে বিমুক্ত হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ের অভয়পদপ্রাপ্তি রূপ অমৃতলাভে ধন্য হইব।

মহাস্নানের বিধিমত মহাস্নানের মন্ত্র পড়িয়া মহাস্নান করাইবে। এই মহাস্নানের বিধান বিশেষভাবে দুর্গাপূজাতেই রহিয়াছে। পরে—

অভিষেক বা অষ্ট কলসের স্নান—

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু ॥ ১
ওঁ মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্।
মেঘাম্বুপরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু ॥২॥
ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমাং।
বিদ্যাধরাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেন তু ॥৩॥

১। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা সুরাঃ (ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর নামক দেবতাগণ) ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন (আকাশগঙ্গা পূর্ণ) আদ্যেন কলসেন (প্রথম কলসের দ্বারা) ত্বাং (তোমাকে) অভিষিঞ্চন্তু (অভিষেক করুন)।

সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—যাঁহারা মায়ের আদি সৃষ্টি—তাঁহারাই বিশ্বের প্রথম সৃষ্টি আকাশগঙ্গার নির্ম্মল জলে আদ্য কলস পরিপূর্ণ করিয়া বিশ্বেশ্বরীর প্রথম স্নাপন সম্পাদন করিলেন।

২। ভক্তিমন্তঃ মরুতঃ (ভক্তিমান্ মরুৎ বা বায়ুগণ) মেঘাম্বু পরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন (বৃষ্টিজলপূর্ণ দ্বিতীয় কলসী দ্বারা) সুরেশ্বরীং (দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমাকে) অভিষিঞ্চন্তু (অভিস্নাত করান)।

তারপর আসিলেন মরুৎগণ ভক্তিরসে অভিষিঞ্চিত হৃদয় লইয়া। তাঁহারা মেঘবারি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় কলসীতে সুরেশ্বরীর মহাস্নান করাইতে লাগিলেন।

৩। সারস্বতেন তোয়েন (সরস্বতীজলের দ্বারা) সম্পূর্ণেন তৃতীয় কলসেন (পরিপূর্ণ করিয়া তৃতীয় কলসেতে) সুরোত্তমাং (দেবতাশ্রেষ্ঠ তোমাকে) বিদ্যাধরাঃ (বিদ্যাধরগণ) অভিষিঞ্চন্তু (স্নান করান)।

ওঁ শক্রাদ্যাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু ॥৪॥
ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু ॥৫॥
ওঁ হিমবদ্ধেমকূটাদ্যাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ।
নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু ॥৬॥

জ্ঞানাভিমানী বিদ্যাধরগণ জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীর জলে তৃতীয় কলস পরিপূর্ণ করিয়া এইবার সুরোত্তমা দেবীর স্নান করাইলেন।

৪। সমাগতাঃ শক্রাদ্যাঃ লোকপালাঃ (ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ যাঁহারা পূজার জন্য সমাগত হইয়াছেন—তাঁহারা) সাগরোদক পূর্ণেন (সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ) চতুর্থ কলসেন (চতুর্থ কলসী দ্বারা) ত্বাং (তোমাকে) অভিষিঞ্চন্তু (অভিষেক করান)।

অনন্তর ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সমাগত হইয়া সমুদ্রের পূত বারিতে পরিপূর্ণ চতুর্থ কলসীতে মাকে অভিস্নাত করাইলেন।

৫। পদ্মরেণু সুগন্ধিনা বারিণা (পদ্মরেণু সংমিশ্রণে সুগন্ধি হইয়াছে যে জল তাহা দ্বারা) পরিপূর্ণেন পঞ্চমেন কলসেন (পরিপূর্ণ পঞ্চম কলসে) নাগাঃ (নাগগণ) অভিষিঞ্চন্তু (স্নান করান)।

এইবার আসিলেন কুটিলগতি নাগগণ পঞ্চম কলসে মাকে স্নান করাইতে। তাঁহারা পদ্মগন্ধে তাঁহাদের স্নানীয় জল সুবাসিত করিয়া আনিয়াছিলেন।

৬। হিমবৎ হেমকূট আদ্যাঃ পর্ব্বতাঃ (হিমের দ্বারা আচ্ছন্ন হেমকূটাদি পর্ব্বতগণ) নির্ঝরোদক পূর্ণেন (নির্ঝরের জল পূর্ণ) ষষ্ঠেন কলসেন (ষষ্ঠ কলসে) ত্বা (তোমাকে) অভিষিঞ্চন্তু (স্নান করান)।

ওঁ সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরীম্।
সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্ত খেচরাঃ ॥৭॥
ওঁ বসবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবী নমোঽস্তু তে ॥৮॥

নিয়ত তুষারাবৃত হেমকূটাদি পর্ব্বতসকল* তত্তৎ গাত্র নিঃসৃত নির্ঝর জলের দ্বারা পূর্ণ ষষ্ঠ কলসীতে মাকে স্নান করাইলেন।

৭। সপ্তখেচরাঃ ঋষয়ঃ (সপ্তলোক-বিচরণকারী ঋষিগণ) সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন (সকল তীর্থ হইতে সংগৃহীত জলের দ্বারা পরিপূর্ণ) সপ্তমেন কলসেন (সপ্তম কলসেতে) সুরেশ্বরীম্ অভিষিঞ্চন্তু (সুরেশ্বরী তোমাকে স্নান করান্)।

সপ্ত প্রকার জ্ঞানভূমিতে বিচরণশীল ঋষিগণ সত্য ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুশীলনে বিশুদ্ধ দৃষ্টি লাভ করিয়া চরাচর বিশ্বকে তীর্থময়ই দেখিতে পান। তাই এই তীর্থক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত জল দ্বারা সপ্তম কলসী পূর্ণ করিয়া সুরেশ্বরীকে স্নান করাইতে লাগিলেন।

৮। বসবঃ (অষ্টবসুগণ) অষ্টমেন কলসেন (অষ্টম কলসেতে) ত্বা (তোমাকে) অভিষিঞ্চন্তু (স্নান করান)। অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে (অষ্টসিদ্ধিরূপ মঙ্গলদায়িনী) দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে (হে দুর্গে দেবি, তোমাকে প্রণাম)।

সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর অষ্টবসু—অষ্টসিদ্ধিদায়িনী মঙ্গলময়ী বিশ্বমাতাকে অষ্টম কলসে স্নান করাইয়া মায়ের মহাস্নান সমাপন করিলেন। হে দুর্গতিহারিণি মা, তুমি আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত গ্রহণ কর।

---

* অথবা হিমালয় হেমকূটাদি পর্ব্বত সকল—এইরূপ অর্থও করা চলে।

স্নানের পর মাকে কাপড় সিন্দুর প্রভৃতি পরাইয়া ফুলসাজে সাজাইবে এবং পুনঃ ধ্যান পড়িয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। *

ধ্যান অন্যত্র দেখ—

উপচার মন্ত্র—

আসনং—ওঁ আসনং গৃহ্ণ চার্ব্বঙ্গি চণ্ডিকে সর্ব্বমঙ্গলে।
আসনং সর্ব্বকার্য্যেষু প্রশস্তং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্ ॥১॥
ওঁ হৃৎপদ্মমাসনং মাতর্যত্রস্ফুরতি নির্ম্মলঃ।
বোধঃ সর্ব্বপরিব্যাপী কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥২॥

আসন॥—হে চার্ব্বঙ্গি (চারু-মনোরম অঙ্গবিশিষ্টা) সর্ব্বমঙ্গলে চণ্ডিকে (সকল প্রকার মঙ্গলদায়িনী চণ্ডিকা তুমি) আসনং গৃহ্ণ (আমার প্রদত্ত আসন গ্রহণ কর) সর্ব্বকার্য্যেষু (সকল কর্ম্মেই সুতরাং পূজাতেও) আসনং (আসন) প্রশস্তং (বিহিত অর্থাৎ আসন দানের ব্যবস্থা আছে) (এবং ইহা) ব্রহ্মনির্ম্মিতং (ব্রহ্মা দ্বারা গঠিত)।

হে সর্ব্বকল্যাণকারিণি মনোজ্ঞদেহধারিণি চণ্ডিকা দেবি, তুমি আমার প্রদত্ত আসন গ্রহণ কর। আসন সকল কার্য্যেই প্রশস্ত এবং অনতিক্রমণীয় সামগ্রী অর্থাৎ কোনও কর্ম্ম করিতে হইলে আসন বা স্থিতি (তাহা দণ্ডায়মানাবস্থা, শায়িতাবস্থা কিংবা উপবেশনই হউক) গ্রহণ না করিয়া কিছু করিবার উপায় নাই এবং এই আসন আদিস্রষ্টা ব্রহ্মা কর্তৃকই অপরাপর সৃষ্টির ন্যায় পরিকল্পিত হইয়াছিল। ১।

যত্র (যেখানে) নির্ম্মলঃ সর্ব্বব্যাপী বোধঃ (মলরহিত সর্ব্বত প্রসারী অনুভব) স্ফুরতি (বিকশিত হয়) [সেই] হৃৎপদ্মং (হৃদয় ক্ষেত্ররূপ প্রস্ফুটিত পদ্মকে) আসনং (আসন রূপে) কল্পয়ামি (তোমার কাছে ধরিলাম) প্রসীদ মে (তুমি প্রসন্ন হও এবং ওখানে উপবেশন করিয়া আমাকে ধন্য কর)।

---

* ত্রিবিধ উপচারে পূজার বিধান আছে যথা—পঞ্চোপচার, দশোপচার ও ষোড়শোপচার।

স্বাগতং—ওঁ যস্যাঃ দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তস্যৈ তে পরমেশায়ৈ স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে ॥১॥

ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবনং মম।
আগতা দেবদেবেশি সুস্বাগতমিদং বপুঃ ॥২॥

যে পবিত্র হৃৎকেন্দ্র হইতে নির্ম্মল বোধের উদ্ভব হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে কেবল মাত্র বোধ স্বরূপ পরম নির্ম্মল তোমাকে উপবেশন করাইতে হইলে তাদৃশ নির্ম্মল হৃদয়ের পরিকল্পনাই প্রয়োজন। আমি সেইরূপ নির্ম্মল আসনই কল্পনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ কর। ২।

স্বাগত ॥—দেবাঃ (দেবগণ) স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে (নিজ অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে) যস্যাঃ দর্শনমিচ্ছন্তি (যাহার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করে) তস্যৈ পরমেশায়ৈ তে (সেই পরম ঈশ্বরী তোমাকে) মে স্বাগতং স্বাগতঞ্চ (আমার পুনঃ পুনঃ স্বাগত সম্ভাষণ নিবেদন করি)।

দেবতাগণ স্বকীয় অভীষ্ট পূরণের উদ্দেশ্যে যাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া থাকেন সেই পরমেশ্বরী আজ আমার মন্দিরে স্বয়মাগত হওয়ায় তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। ১।

কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি (আমি তোমার আবির্ভাবে কৃতকৃত্য ও অনুগৃহীত হইলাম) সফলং জীবনং মম (আমার জীবনধারণ ধন্য হইল) আগতা দেবদেবেশি (সকল দেবতার যিনি পরমেশ্বর তাঁহারও ঈশ্বরী তুমি আজ আমার আলয়ে সমাগত) সুস্বাগতং ইদং বপুঃ (তোমার এই বরবপুর শুভাগমন উপলক্ষে আজ ভূয়ো ভূয়ঃ স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি)।

দেবাদিদেব মহেশ্বরেরও ঈশ্বরী দেবী তুমি আজ আমার মন্দিরে সমাগত হওয়ায় আমি ধন্য কৃতকৃতার্থ হইলাম—আজ আমার জীবন ধারণ সার্থক হইল। তুমি দিব্য দেহ নিয়া আজ আমার আলয়ে

পাদ্যং—ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ মহাদেবি সর্ব্বদুঃখাপহারিণি।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥১॥

ওঁ চরাচরমিদং সত্যং সর্ব্বং জ্ঞানময়ং যতঃ।
এবং যৎ নির্ম্মলং জ্ঞানং তৎ পাদ্যং কল্পয়ামি তে ॥২॥

শুভাগমন করাতে আমি আমার সশ্রদ্ধ স্বাগত সম্ভাষণ পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিতেছি। ২।

পাদ্য ॥—সর্ব্বদুঃখাপহারিণি মহাদেবি (সকল প্রকার দুঃখনিবারিণি মহাদেবি) পাদ্যং গৃহ্ণ (পাদ্যজল গ্রহণ কর) শঙ্করপ্রিয়ে দেবী (হে দেবি শঙ্করি) বরদে (তুমি নিয়ত বরদান করিয়া থাক) ত্রায়স্ব (তাই আমাকে ত্রাণ কর)।

হে শঙ্করপ্রিয়া মহাদেবি, তুমি আমার প্রদত্ত পাদ্যজল গ্রহণ করিয়া আমাকে সর্ব্ববিধ সন্তাপ হইতে নিষ্কৃতি দান কর। তোমার নিকটে এই বরই আমি আজ প্রার্থনা করিয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছি। ১।

চরাচরমিদং সত্যং (স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎ সত্য অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎ স্বরূপ) যতঃ (অতএব) সর্ব্বং জ্ঞানময়ং (সকলই জ্ঞানময় অর্থাৎ চৈতন্যময়) এবং যৎ নির্ম্মলং জ্ঞানং (এইরূপ যে পবিত্র অনুভূতি) তৎ পাদ্যং কল্পয়ামি তে (তাহাই পাদ্যরূপে পরিকল্পিত হইয়া আমার অনাত্মজ্ঞানরূপ অজ্ঞানতা বিধৌত করিয়া দিউক)।

জীব বলিতে জগৎ বলিতে এই চরাচর বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে তাহা পরমাত্মারই স্বাক্ষাৎ স্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং সকলই জ্ঞান বা চৈতন্যের জমাট মূর্ত্তি। এইরূপ যে পবিত্র অনুভূতি ইহাই হইল প্রকৃত সাধকের মাতৃপূজায় মাকে পাদ্য দান। ২।

অর্ঘ্যং—ওঁ দূর্ব্বাক্ষত সমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথা পরং।
শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে ॥১॥

ওঁ যঃ প্রাণবিন্দুর্মদীয়ো মহাপ্রাণাম্বুধৌ ত্বয়ি।
সোঽয়ং সম্মিলিতো মাতরিত্যর্ঘ্যং কল্পয়ামি তে ॥২॥

অর্ঘ্য ॥—হরপ্রিয়ে (হে শঙ্করি) দূর্ব্বাক্ষত-সমাযুক্তং (দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুলযুক্ত) বিল্বপত্রং তথা পরং (তার সঙ্গে একটি বিল্বপত্র সমন্বিত) শঙ্খপাত্রস্থং শোভনং (শঙ্খপাত্রে পরিস্থাপিত সুন্দর) অর্ঘ্যং গৃহাণ (অর্ঘ্য গ্রহণ কর)।

জলশঙ্খে স্থাপিত বিল্বপত্রের উপরে আতপ তণ্ডুলযুক্ত দূর্ব্বাসমন্বিত সুন্দর অর্ঘ্য হে মহাদেবী তুমি গ্রহণ কর। ১।

মাতঃ (হে আমার মা) মহাপ্রাণাম্বুধৌ ত্বয়ি (মহাপ্রাণসমুদ্রস্বরূপিণী তোমাতে) যঃ প্রাণবিন্দুর্মদীয়ঃ (আমার যে ক্ষুদ্র ব্যষ্টি প্রাণবিন্দুটি) সোঽয়ং সম্মিলিতঃ (উহা সম্মিলিত হউক) ইত্যর্ঘ্যং কল্পয়ামি তে (মহামিলনের চেষ্টায় এই প্রাণ সমর্পণই তোমার পূজায় অর্ঘ্য প্রদান)।

হে আমার জননি! আমার ক্ষুদ্র ব্যষ্টি প্রাণবিন্দুটি মহাপ্রাণ স্বরূপিণী তোমা হইতে একদিন স্ফুরিত হইয়া পৃথক সত্তারূপে এ বিশ্বে বিচরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, কিন্তু এখানে সুখের পরিবর্ত্তে নিয়ত ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া আবার উৎপত্তি ও স্থিতিভূমি তোমাতেই লীন হইবার জন্য আজ সমুৎসুক। তাই মহামিলনময়ী মা আমার, মিলনকামী এই সন্তানকে আবার আত্মকবলিত করিয়া তাহার অর্ঘ্যদান আজ জয়যুক্ত কর। ২।

আচমনীয়ং—ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥১॥

ওঁ ত্বত্তোভিন্নঃ জগজ্জীবঃ ইতি যৎ ভেদকল্পনং।
তেনৈবাচমনং কৃত্বা নির্ম্মলং কুরু মাং শিবে ॥২॥

আচমনীয় ॥—মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি (স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর যে জল) সর্ব্বপাপহরং, শুভং (তাহা সকল পাপ হরণ করে, সুতরাং অতিশয় শুভ) ময়া···নিবেদিতম্ (ভক্তি সহকারে আমার দ্বারা নিবেদিত) গৃহাণ·· ত্বং (সেই জল আচমনীয়রূপে তুমি গ্রহণ কর)।

স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর জলপ্রবাহ সাক্ষাৎ মাতৃস্নেহধারা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অনাবিল মাতৃস্নেহের নিয়ত অনুচিন্তনে অখণ্ড মাতৃসত্তায় প্রতিষ্ঠ হওয়ায় জীবের বহুত্বদৃষ্টি ঘুচিয়া যায়। আর এই জগতে এই বহুত্বদৃষ্টি যত পাপের যত ক্লেশের জনক। সাধক! আজ এই মাতৃপূজার মহাসুযোগ লাভ করিয়া সর্ব্বত্র মাতৃস্নেহের মহাপ্লাবন লক্ষ্য কর। এই মাতৃস্নেহের বন্যায় নিজেকে পরিপ্লাবিত দর্শন করিলেই বিশ্বেশ্বরীকে আচমনীয় নিবেদন করা সার্থক হইবে। ১।

ত্বত্তোভিন্নঃ জগজ্জীবঃ (জগতের জীব তোমা হইতে পৃথক) ইতি··· কল্পনং (এইরূপ যে জীব ব্রহ্মের ভেদকল্পনা) তেনৈব···কৃত্বা (তাহা দ্বারা আচমন করিয়া) নির্ম্মলং··· শিবে (হে শিবানি, আমাকে নির্ম্মল কর)।

জীব ব্রহ্মের ভেদ বুদ্ধিই সাধকের পক্ষে যত কিছু ক্লেশের সুতরাং মালিন্যের হেতু। এই মলিনতা—এই কলুষকালিমা বিধৌত করিবার একমাত্র উপায় সাধনাসহায়ে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রতিপাদ্য জীব-ব্রহ্মের একাত্মতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তাই এই অধিকার লাভ করিতে হইলে আত্মানাত্মভেদ-প্রতীতিকে আচমনীয়রূপে মাকে অর্পণ করিতে

মধুপর্কঃ—ওঁ মধুপর্কো মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতঃ।
মরা নিবেদিতো ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥১॥

ওঁ একস্মিন্ চিদ্‌রসে পঞ্চ রসাঃ বিষয়ঃ সম্ভবাঃ।
পঞ্চামৃতং বিচিত্রং তৎ মধুপর্কোঽয়মুত্তমঃ ॥২॥

হইবে—তাহার ফলে লাভ হইবে এই ভেদের উর্দ্ধে চলিয়া যাইবার অধিকার। ২।

মধুপর্ক—মহাদেবি মধুপর্কঃ ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতঃ (হে মহাদেবি, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক পুরাকালে মধুপর্ক নির্ম্মিত হইয়াছিল) ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা (আজ আমি আবার ভক্তি সহকারে উহা প্রস্তুত করিয়া তোমাকে নিবেদন করিতেছি) পরমেশ্বরি (হে পরমেশ্বরি) গৃহাণ (তুমি উহা গ্রহণ কর)।

পুরাকালে আদি স্রষ্টা ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ কর্তৃক মধুপর্ক রচিত হইয়াছিল। আমি আজ কর্ম্মদোষে মালিন্যদুষ্ট—হীনজীব হইলেও পরমেশ্বরি, তোমারই আত্মজ—এই ভরসা রাখিয়া যথাসম্ভব ভক্তিসহকারে পূজার সেই শ্রেষ্ঠ উপচার মধুপর্ক রচনায় অগ্রসর হইয়াছি। আশা—ব্রহ্মাদি রচিত মধুপর্ক যেমন তোমার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল আমার রচিত মধুপর্ক গ্রহণ করিয়াও তুমি তেমনিই তৃপ্ত হইবে।

একস্মিন্ চিদ্‌রসে (চিদেকরস তোমা হইতে) বিষয়সম্ভবাঃ (বিষয় হইতে জাত) পঞ্চরসাঃ (পঞ্চ প্রকার রস) পঞ্চামৃতং বিচিত্রং (ইহাই বিচিত্র পঞ্চামৃত) তৎ (তাহাই) মধুপর্কোঽয়মুত্তমঃ (উত্তম মধুপর্ক নামে প্রসিদ্ধ)।

ইন্দ্রিয় সহযোগে বিষয় হইতে যে রসসমূহ সঞ্জাত ও সংগৃহীত হয় তাহা পাঁচভাগেই বিভক্ত দেখা যায়। এই বিভিন্ন রস সমূহ সকল রসের উৎস সেই চিন্ময় সত্তা হইতে নিঃসৃত হয়। সেই পরম রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ হইতে সঞ্জাত এই পঞ্চরস সম্ভারই পঞ্চামৃত বা মধুপর্ক নামে

পুনরাচমনীয়ং—ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্যৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥১॥

স্নানীয়ং— ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরং।
স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১॥

পরিচিত ; সুতরাং "ত্বদীয়ং বস্তু দেবেশি তুভ্যমেব সমর্পয়ে" বলিয়া মার কাছ থেকে পাওয়া জিনিষ মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া দিতে পারিলেই এই অর্পণ সার্থক হয়। ২।

পুনরাচমনীয় ॥—উচ্ছিষ্টঃ অপি অশুচির্ব্বাপি (যে যত অশুদ্ধচিত্ত কিংবা অন্যায়কর্ম্মাই হউক না কেন) যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ (যে দেবীর স্মরণ করিলেই) শুদ্ধিমাপ্নোতি (বিশুদ্ধ হওয়া যায়) তস্যৈ তে পরমেশ্বর্য্যৈ (সেই পরমেশ্বরীকে) পুনরাচমনীয়কম (পুনরাচমনীয় অর্পণ করিতেছি)।

মানুষ জীবত্বের ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া যত পাপকালিমাই অঙ্গে লেপন করুক না কেন কিম্বা যতদূর সম্ভব সুদূরাচার সে হউক না কেন সর্ব্বপাতকসংহন্ত্রী মায়ের অনুস্মরণ মাত্র তাহার বিশুদ্ধতা স্বতঃই আসিয়া যাইবে, ফলে সে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হইবে। নিষ্পাপ হওয়ার সঙ্কল্প নিয়া মাতৃস্মরণই মাকে পুনরাচমনীয় অর্পণ।

স্নানীয় ॥—শীতলং, স্বচ্ছং (দৃষ্টির অনাবরক) নিত্যং (যাহা চিরদিন আছে) শুদ্ধং মনোহরং জলং, তে স্নানার্থং ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং (তোমার স্নানের উদ্দেশ্যে আমাকর্ত্তৃক ভক্তিসহকারে সংগৃহীত হইয়াছে) প্রতি-গৃহ্যতাং (তুমি গ্রহণ কর)।

শরীরের আভ্যন্তরীন উষ্ণতা এবং বাহ্য মলিনতা দূর করার জন্যই স্নানের প্রয়োজনীয়তা। সুশীতল, স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল জল দ্বারাই এই স্নান সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। সাধক! তুমি আজ এই স্বচ্ছ শীতল জলে মাকে

বস্ত্রং— ওঁ বহুতন্তুসমাযুক্তং পট্টসূত্রাদি নির্ম্মিতম্।
বসনং দেবী সূক্ষ্মঞ্চ গৃহাণ বরবর্ণিনি ॥১॥

আভরণং—ওঁ দিব্যরত্নসমাযুক্তা বহ্নিভানুসমপ্রভাঃ।
গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরি ॥১॥

অভিস্নাত করাইয়া নিয়ত যে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা কর। ১।

বস্ত্র ॥—হে বরবর্ণিনি দেবি (হে মনোজ্ঞ বর্ণসমন্বিতে দেবি) বহুতন্তু সমাযুক্তং (অসংখ্য সূত্রসহযোগে প্রস্তুত) পট্টসূত্রাদি নির্ম্মিতং (এবং পট্ট অর্থাৎ রেশমী সূত্রে নির্ম্মিত) সূক্ষ্মং বসনং (সূক্ষ্ম বস্ত্র) গৃহাণ (গ্রহণ কর)।

হে মা গৌরি! তোমার বরবপুর বর্ণসুষমা জগতে অতুলনীয়, সুতরাং ঐ অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য দেহকে আবৃত করিবার মত যোগ্য বসন জাগতিক উপাদানে সৃজন করা একান্তই অসম্ভব। তথাপি জীববুদ্ধিতে তোমাকে বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত করার ইচ্ছা রহিয়াছে বলিয়াই যথাসম্ভব পট্টসূত্রাদি নির্ম্মিত বস্ত্র নিবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছি—তুমি তোমার সন্তানের এই দান গ্রহণ কর। ১।

আভরণ ॥—সুরেশ্বরি (হে দেবদেবি) দিব্যরত্ন সমাযুক্তাঃ (উত্তম রত্ন সমন্বিত) বহ্নিভানুসমপ্রভাঃ (অগ্নি এবং সূর্য্যের প্রভার ন্যায় প্রভাযুক্ত) অলঙ্কারাঃ (অলঙ্কার সমূহ) গাত্রানি শোভয়িষ্যন্তি (তোমার গাত্রকে শোভান্বিত করিবে)।

যিনি ত্রিদিববাসিগণেরও আরাধ্যা, এ মর জগতের জীব তাঁহাকে আর কি ভূষণে সজ্জিত করিবে? সে ত্রিদশেশ্বরীর দিব্য দেহের সজ্জার জন্য কথঞ্চিৎ যোগ্যতাসম্পন্ন সামগ্রীর সন্ধান করিতে হইলে মায়েরই সৃষ্ট অভিজাত মণি, প্রবালাদি রত্ন, বহ্নি কিম্বা সূর্য্য সোম আদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর কথাই স্বভাবত মনে পড়ে। নিজের সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে মা আমার

গন্ধঃ—ওঁ জানাম্যদ্য শরীরং তে * চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ।
মর়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্ ॥১॥

ওঁ শান্তিঃ ক্ষান্তিঃ সুশীলতা সরলতা নির্ম্মৎসরত্বাদয়ঃ।
অঙ্গালেপনচারুচন্দনমিদং দেব্যাঃ প্রদেয়ং প্রিয়ম্ ॥২॥

যে নিত্যালঙ্কৃতা এই অনুভব প্রাণে আনিতে পারিলেই মাকে অলঙ্কার অর্পণ করা হয়। ১।

গন্ধ॥—জানামাদ্য শরীরং তে (আজ তোমার শরীরের পরিচয় জানিলাম) চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ (কিন্তু কিরূপে চেষ্টা অর্থাৎ কর্ম্ম করিলে এই শরীরকে সজ্জিত করা যায় তাহা আমার জানা নাই) ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ (আমার দ্বারা নিবেদিত এই গন্ধানুলেপন) প্রতিগৃহ্য (গ্রহণ করিয়া) বিলিপ্যতাং (শরীরে লেপন কর)।

প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার ফলে ঐ প্রতিমাকে কেন্দ্র করিয়া পূজক যখন বিশ্বময় মায়ের অস্তিত্ব দর্শন করিতে অভ্যস্ত হয় তখন মায়ের শরীর আর তাহার কাছে অজ্ঞাত থাকিতে পারে না; কিন্তু ব্যাপকভাবে মাকে এইরূপ অনুভব করিয়াও একান্তভাবে তাঁহাতে আত্মনিবেদন করিতে তখনও সে সমর্থ হয় না—তাই আর্ত্তভাবে সে বলিয়া উঠে 'চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ'। তখন অগত্যা পূজক বলিতে বাধ্য হয়—আমি নিজের চেষ্টায় তোমাতে আত্মহারা হইতে না পারিলেও তুমি নিজগুণে সন্তানকে বুকে টানিয়া লইয়া তোমার মাতৃত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখ। ১।

শান্তিঃ (মানসিক প্রসন্নতা) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) সুশীলতা (সচ্চরিত্রতা) সরলতা (কুটিলতার অভাব) নির্ম্মৎসরত্বাদয়ঃ (দ্বেষরাহিত্য প্রভৃতি গুণনিচয়) দেব্যাপ্রিয়ং (দেবীর প্রীতিপ্রদ) ইদং অঙ্গালেপনচারুচন্দনং

* প্রচলিত পাঠ—শরীরং তে ন জানামি।

পুষ্পং—ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবসেবিতং।
হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্ ॥১॥

(এই সকল দেহের অনুলেপনকল্পে মনোজ্ঞ চন্দনরূপে) প্রদেয়ং (প্রদান করার বিধান আছে)।

সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া যত সুরভি নির্য্যাসই বাহির করিয়া মায়ের দিব্য অঙ্গে ম্রক্ষণ করনা কেন উহাতে মায়ের আমার তাদৃশ তৃপ্তির শতাংশের একাংশও হইবে না—যাদৃশ তৃপ্তি তাঁহার সঞ্জাত হইবে তাঁহার প্রিয় সন্তানের ব্যবহার ও প্রকৃতিতে যদি তিনি পরিচয় পান তাহার চরিত্রের উৎকর্ষের—শান্তি সরলতা, দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া প্রভৃতি শীলের। এই সকল দৈবীসম্পদসমন্বিত সাধককে মা অঙ্গভূষণ রূপে বরণ করেন—আপন করিয়া লন।২।

পুষ্প॥—দেবি, মনোহরং (সুন্দর) দিব্যং (স্বর্গীয়-অনুপম) সুগন্ধি (উত্তম গন্ধযুক্ত) দেবসেবিতং (দেবতাদেরই ভোগ্য) হৃদ্যং (মনোজ্ঞ) অদ্ভুতমাঘ্রেয়ং (অস্বাভাবিক আঘ্রাণযুক্ত) দত্তং (আমি প্রদান করিলাম) গৃহ্যতাম (তুমি গ্রহণ কর)।

দেবপূজার জন্য পরিকল্পিত দেবভূমি স্বর্গলোকেই বুঝি পুষ্পের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, তাই পুষ্প এত নির্ম্মল ও পবিত্র এবং দেবসেবাতে প্রধানতঃ ইহার বিনিয়োগ। পুষ্পের হৃদয়গ্রাহী স্বভাবসুন্দর কমনীয়তায় এবং গন্ধমাধুর্য্যে দেবলোক নিরতিশয় পরিতৃপ্ত। তাই ত্রিদিবেশ্বরি, আত্মনিবেদনের প্রতীকরূপে এই পুষ্প ব্যতীত তোমার পাদপদ্মে আর কি নিবেদন করিব? তুমি আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। ১।

ওঁ ভক্তিঃ প্রেমরসঃ প্রসাদপরমানন্দয়ো যে গুণাঃ।
তৈঃ সর্ব্বৈঃ নিজভাবশুদ্ধ কুসুমৈঃ পুণ্যৈঃ পরৈঃ সুন্দরৈঃ
সম্পূজ্যা পরমেশ্বরি নিজগুণৈর্ভোগাপবর্গপ্রদা ॥২॥

ভক্তিঃ......যে গুণাঃ (ভক্তি, প্রেম, চিত্তপ্রসন্নতা এবং পরমানন্দরূপ যে সকল গুণ জীবে বিদ্যমান থাকে) তৈঃ সর্ব্বৈঃ (তাহাদের সকলের সহিত) পুণ্যৈঃ পরৈঃ সুন্দরৈঃ (পুণ্যকর, শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর) নিজভাবশুদ্ধ-কুসুমৈঃ (আত্মবোধরূপ বিশুদ্ধ পুষ্পসমূহ দ্বারা) পরমেশ্বরি (হে পরমেশ্বরি) সম্পূজ্য (তুমি সম্পূজিতা হইলে) নিজগুণৈঃ (তোমার স্বাভাবিক মাতৃস্নেহবশে) ভোগাপবর্গপ্রদা (তুমি ভোগ অর্থাৎ পার্থিব ও আনুশ্রবিক সুখ এবং অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ দান করিয়া থাক)।

ভক্তি, প্রেম, চিত্তপ্রসাদ ও বিশুদ্ধ আনন্দ প্রভৃতি যে সকল গুণে জীব সাধারণতঃ গুণান্বিত থাকে উহা বিশুদ্ধ নিজবোধরূপ কুসুমের সহিত অন্বিত করিয়া যদি তুমি তোমার পুষ্পাঞ্জলি রচনা করিতে পার তবেই উহা পবিত্র সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ উপচারে পরিণত হইবে। অথাৎ ভক্তি প্রেম প্রভৃতি যে সমস্ত দৈব সম্পদে তুমি সম্পন্ন বলিয়া নিজে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছ কিংবা লোকসমাজে সুখ্যাতির ভাজন হইয়াছ ঐ সমস্ত অধিকার তোমার নিজ সামর্থ্যে অর্জ্জন কর নাই, স্বয়ং মাই তত্তৎ গুণখ্যাতিরূপে তোমাতে আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাকে যশোভাক্ করিয়াছেন—এই বুদ্ধিতে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া বস্তু দিয়া যদি মাকেই বরণ করিতে পার তবেই তোমার গুণগরিমার সার্থকতা নিষ্পন্ন হইল। এইরূপে অকৃত্রিম নিজভাবকুসুমাঞ্জলিতে মাতৃপূজা করিতে পারিলে পূজকের ইহ পরকালের যাবতীয় ভার—তাহার যোগক্ষেম মাই নিজহস্তে বহন করিয়া থাকেন। ২।

ধূপঃ—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১॥

ওঁ কর্ম্মজ্ঞানময়ো যদিন্দ্রিয়গণঃ ক্ষিপ্তো বিরাগানলে।
দেব্যাঃ মাতুর্দ্দশাঙ্গদাহসুরভির্ধূপঃ সদা বল্লভঃ ॥২॥

ধূপ ॥—দিব্যঃ (স্বর্গজাত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) গন্ধাঢ্যঃ (সুগন্ধে পরিপূর্ণ) বনস্পতিরসঃ (বৃক্ষজাতরস) অয়ং ধূপঃ (ইহা হইতে ধূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে) সর্ব্ব দেবানাং আঘ্রেয়ঃ (সকল দেবতা ইহা আঘ্রাণ করিয়া থাকেন—যেহেতু) সুমনোহরঃ (ইহা অতিমনোজ্ঞ) প্রতিগৃহ্যতাম্ (মা, তুমি ইহা গ্রহণ কর)।

উৎকৃষ্ট গন্ধসমন্বিত বৃক্ষরস হইতে পরিকল্পিত ধূপসকল দেবতার প্রীতিপদ বলিয়া—মা, তোমার পূজায় আমি এই ধূপ নিবেদন করিতেছি; তুমি গ্রহণ কর। ১।

কর্ম্মজ্ঞানময়ো যদিন্দ্রিয়গণঃ (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় নামে যে দশটি ইন্দ্রিয় আছে) বিরাগানলে ক্ষিপ্তঃ (তাহারা বিষয়বৈরাগ্যরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকিলে) দশাঙ্গদাহসুরভিঃ (এই দশেন্দ্রিয় দাহজনিত যে গন্ধ নির্গত হয়) ধূপঃ (ইহাই ধূপ) দেব্যাঃ মাতুঃ (দেবী মায়ের) সদা বল্লভঃ (সর্ব্বদা প্রীতিকারক)।

জীব সাধারণতঃ বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সংগ্রহ করিয়া যে পরিমাণে জগৎভোগে মুগ্ধ থাকে আত্মলাভের দিক হইতে ক্রমশঃ ততটা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। এই বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়নিচয়কে তাহাদের ভোগ্য বিষয় হইতে অপসারিত করিতে হইলে বৈরাগ্য অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয় পুরুষখ্যাতি অর্থাৎ মায়ের সহিত অপরোক্ষ পরিচয়

দীপং—ওঁ অগ্নির্জ্যোতিরবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতি স্তথৈব চ।
জ্যোতিষামুত্তমো দেবী দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১॥

হইতে। রসনা ও উপস্থের সংযম বৈরাগ্যের বাহ্য লক্ষণ বটে, কিন্তু প্রকৃত পরবৈরাগ্যের উদয় হয় তখনই যখন সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বাবস্থায় বিশুদ্ধ মাতৃসত্তানুভূতি সাধকের আয়ত্ত হয়। এই অব্যাহত মাতৃসত্তা প্রতিষ্ঠার ফলে অনাত্মদর্শন একান্তভাবেই বিলুপ্ত হইতে থাকে। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ হইতে সঞ্জাত এই অনাত্মদর্শনের বিলোপ সাধনই সুরভি ধূপ নিবেদনের তাৎপর্য্য। ২।

দীপ ॥—অগ্নির্জ্যোতিঃ (অগ্নির জ্বলন দীপ্তি) রবির্জ্যোতিঃ (সূর্য্যের প্রকাশশীলতা) চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ (এবং নিশাকরের স্নিগ্ধ চন্দ্রিমা) দেবি (হে দেবি) জ্যোতিষাম্ উত্তমো দীপঃ (সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষ্কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে প্রদীপ) অয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ (এই প্রদীপ তোমা দ্বারা গৃহীত হউক)।

জগতে অন্ধকার নাশক যতপ্রকার তেজো প্রকাশ বিদ্যমান আছে তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—অতিজ্বালাময় বহ্নিতেজ, বিশ্ব-প্রকাশক ভাস্কর সূর্য্যতেজ এবং স্নিগ্ধ শীতল চন্দ্রকিরণ। অধিভূত ও অধিদৈব জগতের এই ত্রিশক্তির প্রকাশ হইতেই ভূতজগতের যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয়, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানকে অপসারিত করিতে এই ত্রিশক্তি পরাভব স্বীকার করে। সাধক-জীবনের সে অজ্ঞান-কুক্ষিকে আলোকমণ্ডিত করিতে একমাত্র জ্ঞানদীপশিখাই সমর্থ। জ্ঞানালোকের প্রতীক এই দীপশিখাকেই 'জ্যোতিষামুত্তমঃ' বলা হইয়াছে। এই জ্ঞানদীপশিখা মাতৃকৃপায় আত্মজীবনে সম্যক্‌রূপে সন্দীপিত করিয়া উহার আলোক সম্পাত জগতে বিকীরণ কর। ১।

নৈবেদ্যং—ওঁ আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং ফলতাম্বুলশোভিতং।
মরা নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্॥১॥

ওঁ যদ্ ভক্ষ্যং প্রিয়মস্যাঃ যস্য পরমা প্রীতির্ভবেদ্ ভক্ষণে
দ্বৈতং তত্তু নিবেদিতং নিয়মিতং নৈবেদ্যমত্যুত্তমম্॥২॥

নৈবেদ্য॥—আমান্নং (অপক্ক—কাঁচা অন্ন) ঘৃতসংযুক্তং (ঘৃতের সহিত অন্বিত করিয়া) ফলতাম্বুলশোভিতং (এবং উহার সহিত নানাবিধ ফল ও তাম্বুল দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া) নৈবেদ্যং (যে নৈবেদ্য রচিত হইয়াছে) ভক্ত্যা ময়া নিবেদিতং (ভক্তি সহকারে উহা আমাকর্ত্তৃক নিবেদিত হইল) প্রতিগৃহ্যতাম্ (তুমি উহা গ্রহণ কর)।

নৈবেদ্য বলিতে অপক্ক তণ্ডুল, ঘৃত, নানাবিধ ফল ও তাম্বুলসহযোগে যে ভোজ্য রচিত হয় তাহাই বুঝায়। এতাদৃশ আমান্ন নৈবেদ্য যাহা দ্বারা সাধক, তোমার ও বিশ্ববাসীর দৈনন্দিন জীবন নিত্য পরিপুষ্ট হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেছে উহা যাঁহার প্রসাদে নিয়ত লাভ করিতেছ তাঁহারই সম্মুখে ধর। ঐ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য সম্ভার তোমার মাকে না দিয়া নিজে গ্রহণ করিলে তুমি স্তেন (চোর) পদবাচ্যই হইবে। ১।

অস্যাঃ (এই আমার মায়ের) যদ্ ভক্ষ্যং প্রিয়ম্ (যে ভোগ প্রীতিপদ) যস্য ভক্ষণে পরমা প্রীতির্ভবেৎ (যে ভোগের গ্রহণে পরম প্রীতি উপচিত হয়) দ্বৈতং তত্তু (সেই দ্বৈতজ্ঞান—একমাত্র মাতৃসত্তা ব্যতীত দ্বিতীয় বোধ) নিয়মিতং (নিয়মিত—সংগৃহীত করিয়া) নিবেদিতং (নিবেদন করা হইল) নৈবেদ্যমত্যুত্তমম্ (এই অনুভূতিই অতি উৎকৃষ্ট প্রকারের নৈবেদ্য অর্পণ)।

মায়ের আমার ইচ্ছা নয় যে তাঁহার কোনও প্রিয় সন্তান একমাত্র সর্ব্বব্যাপিনী মাতৃসত্তা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনপ্রকার প্রত্যয় বা অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হয়। এক কথায়, 'তত্ত্বমসি'—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্বই

তাম্বুলং—ওঁ যন্মৈত্রী করুণা তথাচ মুদিতা পশ্চাদুপেক্ষা ততঃ।
তাম্বুলং বদনপ্রসাদজনকং দেব্যাঃ পুরঃ স্থাপ্যতাম্ ॥১॥

মুমুক্ষু সাধকের কেবলমাত্র বিচরণস্থল। এ তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকরূপে যে অন্য জ্ঞান—যে দ্বিতীয়বোধ উপস্থিত হইবে সন্তান-স্নেহবিহ্বলা মা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাই মহামিলনের পথযাত্রী আত্মকামী পুত্রের একত্বপ্রতিষ্ঠার বিরোধী দ্বিতীয়বোধ সমূহকে মা উপাদেয় খাদ্য সম্ভাররূপে পরম প্রীতির সহিত আত্মসাৎ করিতে নিয়ত যত্নশীলা। মাতৃ উদ্দেশ্যে এই দ্বিতীয় বোধের প্রতীকরূপ বস্তুর নিক্ষেপই মাকে নৈবেদ্য নিবেদনের তাৎপর্য্য। ২।

তাম্বুল ॥—যৎ মৈত্রী (যাহা মিত্রতাবোধ প্রিয়ত্ববোধ) করুণা (দয়া) তথাচ মুদিতা (এবং প্রীতিভাব) ততঃ পশ্চাৎ উপেক্ষা (তারপরে অপরের দ্বারা কৃত অপরাধে উদাসীনতা—প্রতিহিংসা গ্রহণের অনিচ্ছা) তাম্বুলং বদনপ্রসাদজনকং (ইহাই মুখরুচিকর তাম্বুলরূপে অনুভব করিয়া) দেব্যাঃ পুরঃ স্থাপ্যতাম্ (দেবীর সম্মুখে স্থাপন কর)।

সমস্ত দ্বৈতপ্রতীতি নৈবেদ্যরূপে সমর্পিত হইয়া সাধকের হৃদয়ে মায়ের অদ্বৈত স্থিতির সুদৃঢ়-প্রতিষ্ঠা সংসিদ্ধ হইলে আহারের পরে মুখশুদ্ধির জন্য কল্পিত তাম্বুল অর্পণরূপ কর্ম্মের আর প্রয়োজনই থাকে না। কিন্তু পূজা করিতে করিতে একতত্ত্বের আলোক সম্পাত পূজকের হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ নিপতিত হইতে থাকিলেও ক্ষণকাল থাকিয়া আবার প্রকৃতিবশে উহা অপসৃত হইতে বাধ্য হয়—পুনঃ পুনঃ সে অমৃতময় অবস্থা হইতে ব্যুত্থান হইতে থাকে। তাই পুনঃ পুনঃ অর্পণের ব্যপদেশে এই একত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই প্রচেষ্টা কখনও গভীরভাবে আবার কখনও বা লঘুভাবে চলিতে থাকে। কারণ একতান-গভীরতা নিয়া দীর্ঘকাল অনুভবের পরিচালনা করা কঠিন

দুর্গাপূজায় সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে যথাবিহিতভাবে সিংহ, অসুর, অস্ত্রাদি, চৌষট্টি যোগিনী ও অন্যান্য পূজা করিবে।

শিব, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং অন্যান্য পূজাতেও আচমনাদি হইতে সঙ্কল্প পর্য্যন্ত প্রায় এই ক্রমধারায় পূজা করিতে হইবে। কেবল পুংলিঙ্গ স্থানে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ ঠিক রাখিতে হইবে। সঙ্কল্পকালে বার তিথি এবং নক্ষত্রও সেই কাল উপযোগী হইবে। কোন সাধক যদি ভাবের বশে বিধান লঙ্ঘন করে তবে তাহাতে ত্রুটি হইবে না। দেবতাগণ ভাবের বশ। মন্ত্র ও বিধান অপেক্ষা ভাব সর্ব্বদাই শ্রেষ্ঠ। তবে ইচ্ছা করিয়া বিধান ভঙ্গ করা উচিত নহে।

সঙ্কল্পের পর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যানান্তে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ষোড়শোপচারে পূজার কয়েকটি পুংলিঙ্গবাচক মন্ত্র এইখানে দেওয়া হইল।

আসনং—ওঁ স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ-হৃদয়মযোগ্যমাসনং তব।
তথাপি কল্পয়াম্যেতৎ গৃহাণ পরমেশ্বর ॥১॥

ওঁ চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র পূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
তদন্তস্থস্তমেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে ॥২॥

হইয়া পড়ে। তাই নৈবেদ্য নিবেদনছলে সমস্ত দ্বৈতপ্রতীতি নিয়মিত করিয়া ব্যথিত অবস্থায় পূজক আবার মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা, প্রীতি প্রভৃতি মানব চরিত্রের দৈবী বিশিষ্টতাগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের কাছে দিতে থাকে এবং জীবচরিত্রের এই ধর্ম্মগুলিও মায়ের আমার প্রীতিদায়কই হইয়া থাকে। ১।

আসন ॥—স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ং (স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত যে হৃদয়) তব অযোগ্যং আসনং (তাহা তোমার উপবেশনের পক্ষে অযোগ্য আসন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে) তথাপি (তাহা হইলেও) এতৎ (এইরূপ সঙ্কীর্ণ হৃদয়ই) কল্পয়ামি (তোমার উদ্দেশ্যে স্থাপন করিলাম) গৃহাণ পরমেশ্বর (হে পরমেশ্বর তুমি গ্রহণ কর)।

হে পরমেশ! স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা সঙ্কীর্ণ আমার এই হৃদয় তোমার আসনের অযোগ্য তথাপি ইহাই তোমার আসন রূপে কল্পনা করিলাম, তুমি গ্রহণ কর।

নাম রূপের মোহে মুগ্ধ জীব আমি; তাই আমার হৃদয় সদা ক্ষুদ্রত্বের ও স্বার্থের অনুচিন্তনে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমি আজ উন্নত চিন্তায়—মহৎ কর্ম্মে অনভ্যস্ত। হে আমার অন্ধ মন তুমি নেত্র বিস্ফারিত করিয়া তোমার প্রকৃত স্বরূপ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা কর। তোমার অজ্ঞানের ধাঁধা কাটিয়া যাইবে। তোমার হৃদয়াসনে, তোমার অনুভূতিতে আবার তাঁহার আবির্ভাব—নিত্যস্থিতি প্রকট হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ১।

ইদং সর্ব্বং চরাচরং (এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র বিশ্ব) যত্র (যে পরমাত্মসত্তায়) পূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং (সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণরূপে অবস্থিত ছিল) তদন্তস্থঃ (সেথানে প্রবেশ করিয়া) ঈশ (হে পরমেশ্বর) তে (সেই সর্ব্বাধার স্বরূপ তোমাকেই) আসনং কল্পয়ামি (আসন অর্পণের চেষ্টা করিতেছি)।

চরাচর বিশ্ব সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে কারণ বা বীজরূপে যাঁহাতে অবস্থিত ছিল সেই বিশ্বাধার বিশ্বেশ্বর তোমার ক্রোড়ে অবস্থিত থাকিয়া তোমাকেই আবার আসন অর্পণের প্রচেষ্টার কল্পনা করিতেছি। (ইহাকে নিছক কল্পনা বা অভিনয় ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যায়? তাই ঋষি বলিলেন—"আসনং কল্পয়ামি তে")। ২।

স্বাগতং— ওঁ কৃতার্থোঽহমনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতং ইদং বপু॥

এতৎ পাদ্যং—ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণী।
পুনাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎপাদ্যং দদাম্যহম্॥

ইদং অর্ঘ্যং—ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।
অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতৎ দদাম্যহম্॥

স্বাগত॥—পূর্ব্ব ব্যাখ্যা দেখ।

পাদ্য॥—ব্রহ্মরূপিণী গঙ্গা (সর্ব্ববিধ কলুষহরা, সুতরাং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা গঙ্গা) তদ্ভবা (তাঁহার—বিষ্ণুর পাদ হইতে উদ্ভূত হইয়া) যস্য (যে বিষ্ণুর) নির্ম্মলে দিব্যে পাদাম্বুজে পুনাতি (স্বভাবসুন্দর পবিত্র পাদপদ্ম দু'খানি প্রক্ষালিত করিয়া সমধিক পবিত্র বা নির্ম্মল করিয়াছিল) জগৎ পাদ্যং দদাম্যহং (আমি তাঁহার পাদ-প্রক্ষালনের জন্য স্থূল পাদ্যজল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি)।

পতিতপাবনী গঙ্গা যে বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া মন্দাকিনী ভাগীরথী ও ভোগবতী নামক ত্রিধরায় সেই বিষ্ণুর পরম নির্ম্মল দিব্য চরণ-কমলদ্বয়কে প্রথমে বিধৌত করিয়া ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ত্রিপথগামিনী নাম ধারণ করিয়াছিলেন—পরম পুরুষ মহেশ্বরকে পূজা করিতে যাইয়া আজ কিনা আমি তাঁহারই পাদ প্রক্ষালনের জন্য এই জগতের স্থূল জল সংগ্রহ করিয়া পাদ্য দানে উদ্যত হইয়াছি।

অর্ঘ্য॥—দিনে দিনে (প্রত্যহ) ব্রহ্মাদয়ঃ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ) পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি (যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া থাকেন) জগদ্ধাত্রে (বিশ্বের ধারক) অনর্ঘ্যায় (যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূজ্য আর কেহ নাই তাঁহাকে) এতৎ অর্ঘ্যং অহং দদামি (এই অর্ঘ্য আমি প্রদান করিতেছি)।

ইদম্ আচমনীয়ং—ওঁ আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ যেনাগস্ত্যস্বরূপিণা।
দেবায়াসুরনাশায় দদে আচমনীয়কম্॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবসমাজের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁহারা অনুক্ষণ তোমার চিন্তায় বিভোর। এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই সংস্থিত, সুতরাং তোমার অপেক্ষা সমধিক পূজনীয় এ ত্রিভুবনে কেহ নাই। আমি তোমাকে আমার আত্মনিবেদনের প্রতীকরূপে এই অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

আচমনীয়॥—অগস্ত্যস্বরূপিণা যেন (অগস্ত্য ঋষির রূপ ধারণ করিয়া যাঁহার দ্বারা) তীর্থরাজঃ আচান্তঃ (তীর্থের রাজা সমুদ্র আচমনের ছলে নিঃশেষিত হইয়াছিল) দেবায় (কোন অভিপ্রায়ে? না দেবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত) অসুরনাশায় (এবং অসুরদিগের বিনাশের জন্য) দদে আচমনীয়কং (তাঁহাকে আচমনীয় জল দান করিতেছি)।

যিনি একদিন দেবতাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অসুর দৌরাত্ম্য খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে অগস্ত্যমুনির রূপ ধারণ করিয়া এক গণ্ডূষে তীর্থশ্রেষ্ঠ সমুদ্রকে শোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূজায় আচমনীয় উপচার রূপে আমার পক্ষে এক গণ্ডূষ—বড় জোর এক ঘটী বা এক কলসী জল দেওয়া একটি প্রহসনময় ঘটনা নয় কি? তবে এ ক্ষেত্রে আমার উপায় কি? আমার দেয় উপকরণের অপ্রাচুর্য্য বশতঃ আমার পূজা কি নিরুদ্ধ থাকিবে? তাহা নয়। আমি যে সামান্য সসীম উপকরণ সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি তাহা নিয়াই অসীম পুরুষের সমীপস্থ হইতে প্রয়াসী হইব; উদ্দেশ্য—তাঁহারই শক্তিতে তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হইতে হইতে আমার ক্ষুদ্রত্ব, সসীমত্ব দিনের পর দিন নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। আমিও ভূমা—বৃহৎ হইয়া পড়িব।

এষ মধুপর্কঃ— ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥

ইদং পুনরাচমনীয়ং—ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণামাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥

মধুপর্ক॥—সর্ব্বকল্মষহীনায় (সর্ব্ববিধ কলুষ হইতে যিনি মুক্ত) পরিপূর্ণসুখাত্মনে (এবং অখণ্ড সুখ বা আনন্দ যাঁহার স্বরূপ তাঁহাকে) ইমং মধুপর্কং কল্পয়ামি (এই মধুপর্ক রচনা করিয়া নিবেদন করিতেছি) দেব প্রসীদ মে (হে পরমেশ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও)।

সকল কলুষ হইতে যিনি মুক্ত এবং অখণ্ড আনন্দই যাঁহার স্বরূপ, আমি এই মধুপর্ক তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি, হে দেবতা! তুমি প্রসন্ন হও।

মধুপর্ক রচনার উপাদানের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কয়েকটি শ্রেষ্ঠ স্নিগ্ধ মধুর রসের সমবায়ে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই রচনার আকার, বর্ণ, গন্ধ ও রসাস্বাদ সকলই অশেষ তৃপ্তিপ্রদ। তাই যে পরম পুরুষের স্বরূপ কেবল অফুরন্ত আনন্দ—সুতরাং যাঁহাতে সর্ব্বরূপ দুঃখের স্পর্শও নাই বা থাকিতে পারে না তাঁহার পূজায় অর্পণীয় বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপচার রূপে এই মধুপর্ক তাঁহার প্রীতিই উৎপাদন করিবে। এই মধুপর্ক নিবেদনপ্রসঙ্গে পূজক একবার পরম নির্ম্মল ভূমানন্দস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজেকে কিয়ৎপরিমাণেও তৎধর্ম্মে ধর্ম্মী দেখিতে পাইবে। ইহাই ত পূজার ফল।

পুনরাচমনীয়॥—পূর্ব্ব ব্যাখ্যা দেখ।

ইদং স্নানীয়ং—ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়ার্ণব-বিপ্লুতাম্।
উজ্জহার ধরামেতাং স্নাপয়ামি তমম্ভসা ॥ ১ ॥

ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যা মেঘাঃ সম্বর্ত্তকাদয়ঃ।
অভিষিঞ্চন্তি ত্বাং নিত্যং গৃহাণ স্নানীয়ং জলম্ ॥২॥

স্নানীয় ॥—যঃ কোলরূপমাস্থায় (যিনি বরাহদেহ ধারণ করিয়া) প্রলয়ার্ণববিপ্লুতাং এতাং ধরাং (মহাপ্রলয়সমুদ্রে পরিপ্লাবিত এই ধরাতলকে) উজ্জহার (উদ্ধার করিয়াছিলেন) তমম্ভসা স্নাপয়ামি (তাঁহাকে জলদ্বারা স্নান করাইতেছি)।

অসুররাজ হিরণ্যাক্ষের অত্যাচারে যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং প্রলয়ের মহাপ্লাবনে জলরাশি ছাড়া কোথাও কিছু ছিল না তখন যিনি বরাহরূপে দংষ্ট্রাগ্রে বসুন্ধরাকে ধারণ করিয়া উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই পরম পুরুষকে আমি জল দ্বারা স্নান করাইতেছি। এই মন্ত্রে এবং এই প্রকার বহু মন্ত্রেই পূজনীয়ের অখণ্ড শক্তি ও মহিমা এবং পূজকের পদে পদে ক্ষুদ্রতা সসীমতা, উভয়ের এই অসামঞ্জস্য পাশাপাশি দর্শিত হইলেও দুর্ব্বল সন্তান তাহার শক্তিমান জনকের কাছে অসঙ্কোচে অগ্রসর হইবার যেমন পূর্ণ অধিকার রাখে তেমনি সাধক, তুমিও জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম ও তন্নিবন্ধন সংস্কারের ফলে আজ ক্ষুদ্র ও পতিত হইলেও আশা আছে অচিরেই তুমি আবার স্বস্থানে অবস্থিতি লাভ করিয়া ধন্য হইবে। ১।

গঙ্গাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ সরিতঃ (গঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল নদী) সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ (সমুদ্র এবং বৃহৎ জলাশয় সকল) হ্রদাঃ পুণ্যাঃ প্রস্রবণাঃ (হ্রদ এবং পুণ্যপ্রবাহ নির্ঝর সমূহ) মেঘাঃ সম্বর্ত্তকাদয়ঃ (এবং

ইদং বস্ত্রং—ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ।
আচ্ছাদনায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে॥

সম্বর্ত্তকাদি মেঘরাশি) ত্বাং নিত্যং অভিবিঞ্চন্তি (তোমাকে প্রতিনিয়ত স্নাপিত করিতেছে) গৃহাণ স্নানীয়ং জলং (তুমি আমার প্রদত্ত এই জলও স্নানের জন্য গ্রহণ কর)।

সাধারণ জীবকে স্নান করাইতে হইলে স্থানান্তর হইতে স্নানীয় জল সংগ্রহ করিতে হয় অথবা তাহাকে স্বয়ং কোন জলাশয়ে গমন করিয়া ঐ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে হয়। ভগবান কিন্তু ঐরূপ কোন প্রচেষ্টারই অধীনতা স্বীকার করেন না। সপ্ত সমুদ্র, সকল প্রবাহিনী, সরিৎ সরোবর বিশ্বের যত কিছু জলবিস্তার যাঁহার বিশাল দেহের উপর দিয়া প্রবাহিত—বায়ুচালিত আকাশগামী মেঘমালা যাঁহার ইঙ্গিতে বর্ষণশীল, তিনি ত নিয়তই অভিস্নাত—পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন। এ মহাস্নানের সূচনা অনাদি—এর পরিসমাপ্তিও কোনদিন হইবে না। আমি কিন্তু তথাপি তোমার দেহ-বিগলিত স্নান-ধারা হইতেই কথঞ্চিৎ জল সংগ্রহ করিয়া আমার মতন করিয়া তোমাকে আবার স্নান করাইবার চেষ্টা করিতেছি। ২।

বস্ত্র॥—যস্য বিশ্বরূপস্য (যে বিশ্বরূপের) ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ (কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড) সংবৃতি (দেহের আবরণার্থক আচ্ছাদন) সর্ব্বেষাং আচ্ছাদনায় (সর্ব্ব লোকের রক্ষার নিমিত্ত) শুভে বাসসী প্রদদে (শুভ বস্ত্রযুগল প্রদান করিতেছি)।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি, তাঁহার বিরাট দেহ আচ্ছাদিত করিবার মত বস্ত্র কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে? তাই জীব যেমন বাহির হইতে বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করে ভগবানের অপার অনন্ত দেহ তেমনি তাঁহার অফুরন্ত সৃষ্টি সম্ভারেই সমাচ্ছাদিত। তাই বিশ্বনাথের একটি নাম দিগম্বর। দিক্, দেশ, শূন্য তাঁহার অম্বর বা বস্ত্রের কার্য্য

ইদং আভরণঃ—ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত ॥

এষ গন্ধঃ— ওঁ যদঙ্গস্পর্শমরুতঃ সঙ্গান্মলয়জদ্রুমাঃ।
সুগন্ধিরসসম্পন্না স্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥

করিতেছে অর্থাৎ বিরাট শূন্য ছাড়া তাঁহার অনন্ত দেহের আবরক পদার্থান্তর কল্পনারও বহির্ভূত। এইরূপ বিরাটত্বই তাঁহার স্বরূপ ইহা অনুভূতিতে আনিতে পারিলেই 'আচ্ছাদনায় সর্ব্বেষাং' কথার অর্থ সংসিদ্ধ হইয়া পড়ে। বিশ্বের অন্তর্গত আমরা তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গাবরণরূপে নিয়তই তাঁহার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং আমরাও অমৃত—অভয়। ইহাই বস্ত্র নিবেদনের তাৎপর্য্য।

আভরণ॥—স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় (স্বকীয় ভাবের দ্বারা সুন্দর অর্থাৎ শোভিত অঙ্গ যাঁহার অথবা মনোরম এই বিশ্ব প্রকৃতি যাঁহার অঙ্গস্বরূপ) নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে (এবং সর্ব্ববিধ অলৌকিক শক্তির আধার যিনি এমন তোমাকে) হে অমরার্চ্চিত (দেবগণের দ্বারা বন্দিত) বিচিত্রাণি ভূষণানি কল্পয়ামি (বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কার সমূহ নিবেদন করিতেছি)।

যিনি যাবতীয় শক্তির কেন্দ্রভূমি, যাঁহার ঈক্ষণে বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভব এবং যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য দেবসমাজ সর্ব্বদা ব্যগ্র—তাঁহাকে সাধক আজ বিচিত্র ভূষণে সজ্জিত করিতে সচেষ্ট। অভ্যাস ও সাধনার বলে সাধক শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিঃস্বার্থতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি চরিত্রের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক যে গুণসমূহ অর্জ্জন ক'রে আজ পূজাব্যপদেশে নির্গুণ পুরুষের সঙ্গে উহার সংযোজনা করিয়া নিজেও গুণাতীত তত্ত্বের সন্ধানে তৎপর হউক।

যদঙ্গস্পর্শমরুতঃ (যাঁহার শরীর স্পর্শকারী বায়ুর) সঙ্গাৎ (সংস্পর্শ হইতে) মলয়জদ্রুমাঃ (মলয় পর্ব্বত জাত বৃক্ষগণ) সুগন্ধিরসসম্পন্নাঃ

ইদং পুষ্পং—ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥

(উপাদেয় গন্ধ ও রস সমন্বিত হইয়া থাকে) তস্মৈ (বিশ্বব্যাপক শরীরী সেই মহাপুরুষকে) গন্ধানুলেপনং (চন্দনরূপ অনুলেপন নিবেদন করিতেছি)।

চন্দনবৃক্ষ মলয় পর্ব্বতেই জন্মিয়া থাকে একথা অবিসংবাদিত সত্য। তবে এই চন্দনবৃক্ষ, যাহা কেবল সুগন্ধি রস ও গন্ধের উপাদানেই সৃজিত—যে ঘর্ষণে ঘর্ষণে নিজ অঙ্গ হইতে কেবল সুগন্ধি রস নির্গত করিয়াই নিজকে অপরের প্রয়োজনেই বিলাইয়া দেয় সে তাহার এই অফুরন্ত রসভাণ্ডারের অধিকার কোথা হইতে পাইল? ইহার উত্তরে ঋষি বলিলেন—একমাত্র রসস্বরূপ যে পুরুষ তাঁহার অঙ্গ হইতে সুগন্ধি রসপ্রবাহ বহন করিয়া বায়ুদেবতা যে বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়াছেন তাহাই সুগন্ধি রসে সমৃদ্ধ চন্দনবৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়া আবার কৃতজ্ঞতা বশে সেই পুরুষের পরিতৃপ্তির জন্যই নিজ অঙ্গকে অকাতরে ক্ষরিত মথিত করিয়া সেই অঙ্গ-নির্য্যাসে তাঁহাকেই অনুলেপিত করিতে যত্নবান হইয়াছে।

পুষ্প ॥— তুরীয়বনসম্ভূতং (তুরীয় বা সমাধিরূপ উদ্যানে যাহা সঞ্জাত) নানাগুণমনোহরং (বিবিধ গুণের সমন্বয়ে যাহা মনোজ্ঞতা প্রাপ্ত) আনন্দ সৌরভং (আনন্দ বা তৃপ্তিরূপ সুগন্ধ যাহা হইতে নিয়ত নির্গত হয়) উত্তমং পুষ্পং (ইহাই উত্তম পুষ্পের স্বরূপ) ইদং গৃহ্যতাং (এবম্বিধ পুষ্প তুমি গ্রহণ কর)।

দ্রষ্টা—স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই যে দৃশ্যসারূপ্য লইয়া জগৎসাজে বিরাজ করিতেছেন ইহা ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায় অর্থাৎ সমাধিকালে সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। এই অবস্থায় দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত দৃশ্যবর্গের নিজ নিজ বিশিষ্টতা দূরীভূত হইলেও তাহারা এক সর্ব্বব্যাপক অঙ্গীর অঙ্গরূপে তাঁহাতেই লগ্নবৎ থাকে। এই সমষ্টির অঙ্গে ব্যষ্টির বিন্যাস-দর্শনই তুরীয়বনসম্ভূত পুষ্প।

এষ ধূপঃ—ওঁ কর্ম্মজ্ঞানময়ো যদিন্দ্রিয়গণঃ ক্ষিপ্তো বিরাগানলে।
দেবস্যাস্য দশাঙ্গদাহস্থরভির্ধূপঃ সদা বল্লভঃ ॥

এষ দীপঃ—ওঁ স্থপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

ওঁ যস্মিন্নুজ্জ্বলিতে ন তিষ্ঠতি তমো বাহ্যং ন চাভ্যন্তরং।
সোঽয়ং জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমো দীপঃ সমুজ্জ্বাল্যতাম্ ॥

সে দৃশ্য তখন দ্রষ্টাকে মুগ্ধ করিবে এবং এই অনুভূতির আনন্দরসে তাহার হৃদয় মন পরিপ্লাবিত হইবে। এক কথায় সর্ব্বক্ষণ অপ্রতিহত ভগবৎ সত্তায় বিচরণ ও স্থিতিশীল সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভূতিজাত যে অমৃতময় অভিব্যক্তি তাহাই আত্মিক পূজার পুষ্পরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

ধূপ ॥—পূর্ব্ব ব্যাখ্যা দেখ। দেবস্যাস্য (এই দেবতার)।

দীপ ॥—মহাদীপঃ (যাহা শ্রেষ্ঠ প্রদীপ বলিয়া খ্যাত) স্থপ্রকাশঃ (যাহার জ্যোতিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত) সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ (এবং যাহার আলোক সম্পাতে সর্ব্বপ্রকারের অন্ধকার দূরীভূত) সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতিঃ (যাহা স্বকীয় প্রভায় জীবের অন্তর্ব্বাহ্য সকল দিক উদ্ভাসিত করে) অয়ং দীপঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ (এবম্বিধ দীপ তুমি গ্রহণ কর)।

যস্মিন্ উজ্জ্বলিতে (যে জ্ঞান শিখা জ্বলিয়া উঠিলে) তমঃ ন তিষ্ঠতি (অন্ধকার আর থাকিতে পারে না) বাহ্যং ন চাভ্যন্তরং (সে অন্ধকার অন্তরস্থিতই হউক অথবা বাহ্য বিশ্বজাতই হউক) জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমঃ (পরম প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানময়) সোঽয়ং দীপঃ সমুজ্জ্বাল্যতাম্ (সেই দীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত কর)।

শ্রীগুরুর অহৈতুক কৃপাবলে শিষ্যহৃদয়ে যে পরিমাণে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোক সম্পাত হইতে থাকে সেই পরিমাণে অনাত্মদর্শনজাত মলিনতা

ইদং নৈবেদ্যং—

ওঁ যদ্‌ভক্ষ্যং প্রিয়মস্য যস্য পরমা তৃপ্তি র্ভবেদ্ ভক্ষণে।
দৈবতং তত্তু নিবেদয়েন্নিয়মিতং নৈবেদ্যং অত্যুত্তমম্ ॥
ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা ॥

পঞ্চপ্রাণাহুতি—ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা।
ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা।
ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥

অপসারিত হইয়া যায়। সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলনে অভ্যস্ত সাধক তখন দেখে তাহার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া এক অখণ্ড সত্তা, এক নিরঙ্কুশ চৈতন্যই সদা বিদ্যমান। এই বিশ্বরূপে আপাতদৃষ্টিতে যাহা পূর্ব্বে স্থূল বলিয়া লক্ষ্য হইতেছিল উহা বিজ্ঞানময় শ্রীগুরুর "কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং" এই দৃষ্টি সাধকের খুলিয়া গেলে তাহার জগতের সকল ধাঁধা চিরতরে ঘুচিয়া যায়—সে ত্রিলোচনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞানদৃষ্টি—দিব্যচক্ষু লাভ করাই যথার্থ দীপ নিবেদন।

নৈবেদ্য ॥—পূর্ব্ব ব্যাখ্যা দেখ।

অমৃতং (হে অমৃত—অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা) [তুমি] উপস্তরণং অসি (ভুক্ত অন্নের উপস্তরণ অর্থাৎ আধার ও আবরণ স্বরূপ হও)।

হে অমৃতময়ী মা, তোমা হইতে জাত যে অন্নসম্ভার আজ তোমাতে অর্পিত হইল তাহা অমৃতময় আধারস্বরূপ তোমাতেই বিধৃত হউক।

পঞ্চ প্রাণাহুতি ॥—পূজনীয় দেবতার ভোগ নিবেদিত হইলে প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান নামক যে পঞ্চবায়ু অর্থাৎ পঞ্চ অন্তঃকরণ-শক্তিপ্রবাহ জীব দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আহুতি দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের ফলে পঞ্চবিধ চিৎশক্তিপ্রবাহের পরিণামরূপে যে স্থূল শরীর বিশ্ববাসী জীবগণ লাভ করিয়াছে—তাহার গঠন, পোষণ ও সমন্বয়নাদি ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইবে।

পরে প্রণাম করিয়া হোম আরম্ভ করিবে।

হোম।

হোমের অগ্নি প্রজ্জ্বালনের মন্ত্র—

ওঁ অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং।
স্ুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥

অগ্নির আবাহন মন্ত্র—

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ
সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় সাধয় স্বাহা ॥ ২

১। প্রজ্জ্বলিতং অগ্নিং বন্দে (প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদেবকে (আমি) বন্দনা করি—আরাধনা করি) জাতবেদং (যিনি সমস্ত জাত বা সৃষ্ট পদার্থকে জানেন) হুতাশনং (যিনি যাবতীয় হুত বা প্রক্ষিপ্ত বস্তুকে ভক্ষণ করেন) সুবর্ণবর্ণং (যাঁহার বর্ণ সুবর্ণের—স্বর্ণের ন্যায়) অমলং (যাহাতে মলের সংস্রব নাই, কারণ অগ্নি সকল ময়লাকে ভস্মীভূত করিয়া নিজের অমলতা নিত্যই অব্যাহত রাখেন) সমিদ্ধং (যিনি সম্যক্‌রূপে জ্বলনশীল) বিশ্বতোমুখং (যাহার লেলিহান শিখাসমূহ ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া থাকে।

আমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে বন্দনা করি। অগ্নি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং সকল সৃষ্টিই তাঁহার পরিজ্ঞাত। বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা সমূহ তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিময় ও নির্ম্মল। তাঁহার মুখবিবরে যাহা কিছু নিক্ষিপ্ত হউক না কেন উত্তমাধম বিচারশূন্য হইয়া তিনি তাহা সমস্তই গ্রহণ করিয়া নিঃশেষে আত্মসাৎ করেন।

২। বৈশ্বানর (হে অগ্নে) জাতবেদ (তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপে সমগ্র সৃষ্টিকে জান) লোহিতাক্ষ (লোহিত বর্ণ তোমার চক্ষু) ইহ আবহ (এই

অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। অস্য অগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ। যশ্চায়মধ্যাত্মম্ বাঙ্ময়ঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ। অয়মেব সঃ—যোঽয়মাত্মা ইদং ব্রহ্ম ইদং অমৃতমিদং সর্ব্বং স্বাহা ॥ ৩ ॥

স্থানে—এই যজ্ঞস্থলে তুমি সমাগত হও) সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় সাধয় (এবং আমার করণীয় সকল কর্ম্ম তুমি সুসম্পন্ন করাও) স্বাহা (এই প্রার্থনা জানাইয়া তোমার প্রীতি কামনায় এই আহুতি প্রদান করিতেছি)।

অগ্নিকে সর্ব্বদেবময় বলা হয়, তাই অগ্নিকে প্রতীক করিয়া সকল দেবদেবীর পূজা সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। অগ্নি সকল দেবতার যজ্ঞভাগ বহন করিয়া যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়া থাকেন। তাই অগ্নিকে আহ্বান করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, "হে তেজোময় দেবতা, তুমি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, তুমি আমার হইয়া সকল কর্ম্ম সাধন কর। তোমার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আমি তোমাতে আহুতি প্রদান করিতেছি।"

৩। অয়মগ্নি (এই সম্মুখস্থ অগ্নি) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু (সমস্ত ভূতের—জীবের—সৃষ্টপদার্থের মধু প্রিয় বস্তু) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল ভূত বা সৃষ্ট পদার্থ) অস্য অগ্নেঃ মধু (এই অগ্নির প্রিয়বস্তু) অস্মিন্নগ্নৌ (এই অগ্নিতে) যঃ চ অয়ং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ (যে সাক্ষাৎ তেজোময় এবং অমৃতময় পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন) যশ্চায়ং অধ্যাত্মম্ (এবং যে পুরুষ এই অগ্নির আত্মারূপে ইহার সর্ব্ব অবয়বে অণু পরমাণুতে অনুস্যূত) বাঙ্ময়…পুরুষঃ (যিনি কেবল বাক্, তেজ ও অমৃত দ্বারা গঠিত) অয়মেব সঃ (ইনি সেই দেবতাই) ইদং……সর্ব্বং (ইনিই অমৃত—ইনিই স্বর্ব্বস্ব) স্বাহা (সুতরাং এই অগ্নিতে আমার পৃথক সত্তাবোধকে আহুতিরূপে নিক্ষেপ করিতেছি)।

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতবম্ ॥ ৪ ॥

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে
নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৫

এই অগ্নি যেমন সর্ব্বভূতের প্রিয় তেমনিই সকল ভূতও অগ্নির প্রিয়, কারণ অগ্নি সকল ভূত অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুকে সমান সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই অগ্নিতে যে তেজঃপ্রকাশ দেখা যায় এবং ইহার দাহ জ্বালার মধ্যেও যে মধুময়ত্বের অনুভব পাওয়া যায় তাহা হইতে ইনি যে মহাশক্তিধর একজন পুরুষ, শুধু একটি জড় ভূতমাত্র নহেন—এ কথাই প্রকট হইয়া পড়ে। যিনি স্থূলে অগ্নিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত, তিনিই আবার অধ্যাত্মে তেজোগর্ভ বাক্‌রূপে রূপান্তরিত হইয়া যে অর্থ—যে অমৃত উৎপাদনের জন্য উক্ত বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অমৃতের—সেই আনন্দের মূর্ত্তি লইয়া ভিন্ন আকার ধারণ করেন। তাই সম্মুখস্থ অগ্নি আমার—তথা বিশ্বের সাক্ষাৎ আত্মাস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই অমৃত, ইনিই সর্ব্ব।

৪। অগ্নিমীলে [ঈড়ে] (আমি অগ্নিদেবতাকে স্তব করিতেছি) যজ্ঞস্য পুরোহিতং (যিনি যজ্ঞভূমির পুরোভাগে আবহনীয়রূপে অবস্থিত আছেন) দেবং হোতারং ঋত্বিজম্ (যিনি দীপ্যমান এবং দেবতাদের হোতা—ঋত্বিক) রত্নধাতবম্ (যজ্ঞের ফলস্বরূপ রত্নের দাতা)।

যিনি যজ্ঞক্ষেত্রের পুরোভাগে সংস্থাপিত হন, যিনি স্বকীয় তেজে দীপ্যমান, যিনি দেবলোকের হোতা এবং যিনি যজ্ঞফলস্বরূপ রত্নসকলের দানকর্ত্তা সেই অগ্নিদেবকে আমি বন্দনা করি।

৫। হে অগ্নে, আয়াহি (হে অগ্নি, তুমি আমাদের যজ্ঞভূমিতে সমাগত হও) বীতয়ে (হবি ভক্ষণের নিমিত্ত) গৃণানঃ [আমাদের দ্বারা স্তুত হইয়া]

ওঁ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্।
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধি অস্মৎ জুহুরাণং এনঃ ॥ ৬ ॥

হব্য দাতয়ে (দেবতাদের নিকট হবি প্রদানের জন্য) হোতা (দেবতাগণকে হবি গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিতে আসিয়া) বর্হিষি (আস্তীর্ণ কুশে) নিসৎসি (উপবেশন কর)।

হে অগ্নে, তুমি নিজে আমাদের প্রদত্ত আহুতি গ্রহণের জন্য এবং অন্যান্য দেবতাগণকে উহা বহন ও পরিবেশন করিয়া দিবার জন্য এখানে আগমন কর। আমাদের প্রার্থনায় দেবতাগণের আহ্বানকর্ত্তার পদে বৃত হইয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর।

অগ্নি স্বয়ং পূজকের আহুতি ত গ্রহণ করেনই, তদুপরি দেবগণেরও হোতারূপে তাঁহাদের স্ব স্ব যজ্ঞভাগ যথাযথরূপে বহন করিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়াও দিয়া থাকেন।

৬। অগ্নে অস্মান্ নয় (হে অগ্নি তুমি আমাদিগকে লইয়া চল) সুপথা (সুন্দর পথে অর্থাৎ দেবযান মার্গে) রায়ে (ধনের, কর্ম্মফল প্রাপ্তির জন্য)। দেব, [ত্বং] বিশ্বানি (সমস্ত) বয়ুনানি (কর্ম্মসকল) বিদ্বান্ (অবগত আছ) অস্মৎ (আমাদের নিকট হইতে) জুহুরাণং (কুটিল অর্থাৎ অপকারী) এনঃ (পাপ) যুযোধি (নাশ কর)।

হে অগ্নি, সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন আমার যাবতীয় কর্ম্ম তোমার দ্বারা পরিজ্ঞাত। তুমি আমাদের অনিষ্টকর পাপসমূহ বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে সুপথে লইয়া চল।

নামরূপাত্মক জগতের মোহে মুগ্ধ জীব তুমি পথহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে করিতে যদি অবসন্ন হইয়া থাক তবে ইষ্টের

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।

তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ৭ ॥

শরণাপন্ন হও—তিনিই প্রকৃত পথের নির্দ্দেশ দিয়া তোমাকে লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন।

৭। হিরণ্ময়েন পাত্রেন (জ্যোতির্ম্ময় আবরণের দ্বারা) সত্যস্য মুখং অপিহিতং (সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের মুখ আবৃত রহিয়াছে) পূষন্! তৎ ত্বং অপাবৃণু [হে সূর্য্য—(অগ্নি) জগৎপোষক পরমাত্মা, তুমি ঐ আবরণ অপসৃত কর] সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে (সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর আমার দৃষ্টির জন্য)।

নিত্য প্রকাশশীল পরমাত্মার উপলব্ধি অতি স্বাভাবিক, সহজ ও নিত্যসিদ্ধ ঘটনা হইলেও কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় মায়ার আচ্ছাদনে উনি নিয়তই নিজকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। নামরূপাত্মক যে দুর্ভেদ্য আবরণের পরিচ্ছদে তিনি নিরত আচ্ছাদিত থাকিয়া আকর্ষণময় নামরূপের সাজেই জগতের কাছে ধরা দিতেছেন এই নামরূপ জালের আবরণ মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনকামী হইলে যাঁহার আবরণ ঐ নামরূপ তাঁহারই কাছে ঐ আবরণ অপসারণের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়—"হে প্রভো! আর কতদিন ঐ চিত্তাকর্ষক নামরূপের মোহে আমার দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? তোমার বিরহ ও ব্যবধান-জ্বালা যে আমার আর সহ্য হয় না। ঐ ব্যবধানের অন্তরালে অথবা উহাকে আশ্রয় করিয়াই তোমার যে অবিকারী শাশ্বত দীপ্তিমান্ অস্তিত্ব ফুটিয়া রহিয়াছে উহা আমার দৃষ্টিপথে ধর, আমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া ধন্য হই"।

ওঁ প্রাণাপান-ব্যানোদান-সমানা মে শুধ্যন্তাম্
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৮ ॥

৮। প্রাণাপান‥ ‥‥সমানা মে (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামক যে পঞ্চ বায়ুপ্রবাহ আমার শরীরে নিয়ত ক্রিয়াশীল) শুধ্যন্তাম্ (তাহারা বিশুদ্ধ হউক) জ্যোতিরহং (আমি জ্যোতির্ম্ময়—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন বা জ্ঞানময় পুরুষ) বিরজাঃ (রজোগুণ বা বহির্মুখীন নানাবিধ সৃষ্টি-প্রবৃত্তিরহিত) বিপাপ্‌মা (বিগতপাপ অর্থাৎ মোহ ও জড়বুদ্ধি—তমোগুণবিবর্জ্জিত) ভূয়াসং (যেন হইতে পারি) স্বাহা (এইরূপ প্রার্থনা নিয়া আমার সমস্ত মলিনতা কামনা বাসনা, হে অগ্নি! তোমাতে সমর্পণ করিতেছি)॥

প্রাণ অপানাদি পঞ্চবিধ প্রাণবায়ু আমার শরীরের মধ্যে থাকিয়া কেহ আহার্য্য পরিপাক করিতেছে, কেহ বা রস রক্ত মাংস প্রভৃতি সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে, আবার কেহ মল মূত্রাদি শরীর হইতে বহিষ্কার করিতেছে; এইরূপ যে পঞ্চবিধ প্রাণ তাহারা বিশুদ্ধ হউক।

প্রাণাদি বায়ুগণ শুধু আমার এই রক্ত-মাংসময় ধ্বংসপ্রবণ দেহের পুষ্টিবিধানে নিরত না থাকিয়া আত্মাভিমুখী হউক। ইহারা যে আত্মারই সত্তায় সত্তাশীল এবং আমার আত্মজ্ঞান লাভের সহায়তা করিবার জন্য আমার শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশে কার্য্য করিতেছে, এই জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হউক। এতদিন তাহারা আমার দেহে থাকিয়া বহু ভোগ-লালসা চরিতার্থ করাইয়াছে। এবার সেই ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হউক। সৃষ্টির লালসা বা ভোগের লালসা অথবা প্রমাদ আলস্য নিদ্রা প্রভৃতি বা জড়ত্বদৃষ্টি থাকিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, তাই আমি প্রার্থনা করিতেছি, হে অগ্নি! তুমি ইহাদের বহির্মুখীন প্রবৃত্তি এবং জড়তা নষ্ট করিয়া আমি যে জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ জ্ঞানময় পুরুষ এবং এই পঞ্চপ্রাণও যে

ওঁবাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বাঘ্রাণরেতোবুদ্ধ্যাকূতি সঙ্কল্পাঃ মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৯ ॥

জ্ঞানসত্তায়ই সত্তাশীল হইয়া বুঝিতে দাও। আমি আমার এই পঞ্চপ্রাণের সকল মলিনতা ও বিক্ষেপ তোমাতে অর্পণ করিতেছি। তুমি হুতাশন এবং অমল, আমার এই কলুষরাশি গ্রহণ করিয়াও তুমি শুদ্ধই থাকিবে। জীবনের সমস্ত কলুষরাশি নির্ব্বাকে গ্রহণ করিয়া আপন অঙ্গে মিলাইয়া লয় এমন দ্বিতীয় বান্ধব কাহাকেও দেখিতেছি না। একমাত্র তুমিই প্রত্যক্ষ দেবতারূপে আমার সেই বান্ধব। তুমি যেমন শুদ্ধ ও প্রকাশশীল জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, আমাকেও সেইরূপ শুদ্ধ ও দীপ্তিমান্ কর। আমাকে আমার আত্মস্বরূপে পৌঁছাইয়া দাও। আমার রজোগুণ ও তমোগুণ নষ্ট হউক।

৯। বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ (বাক্য, মন, চক্ষু) শ্রোত্র··················সঙ্কল্পাঃ (কর্ণ, রসনা, নাসিকা, বীর্য্য, বুদ্ধি, অভিপ্রায় এবং ইচ্ছাসমূহ) মে শুধ্যন্তাং (আমার শুদ্ধ হউক)। অন্যান্য ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ।

বাক্য মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতি করণবর্গকে জগৎ ভোগে মুগ্ধ জীব নিয়ত ভোগসাধনের নিমিত্ত প্রযুক্ত করিয়া তাহাদের অপব্যবহারই করিতেছে। বাক্য যদি ভগবানের কথা না বলিয়া কেবল জগতের বার্ত্তাই ঘোষণা করিল; চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ যদি প্রতিরূপে ভগবানের রূপ, প্রতিশব্দে তাঁহারই নাম না দেখিয়া বা না শুনিয়া জড়-দৃশ্য বা পার্থিব-শব্দরূপেই গ্রহণ করিল—যাঁহার শক্তিতে আমাদের রসনা বাক্যময়, চক্ষু দর্শনশীল, কর্ণ শ্রবণের যোগ্যতাসম্পন্ন তাঁহার সন্ধান না করিয়া যন্ত্রচালিতবৎ তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছ ব্যবহারে তৎপর হইলে স্রষ্টার সৃষ্টিরহস্যই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তাই বাক্য মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি সঙ্কল্পের বিশুদ্ধি আনয়ন করিতে হইলে যে উৎস হইতে ইহাদের উদ্ভব ও প্রকাশ তাঁহার

ওঁ ত্বক্‌চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্নায়বোঽস্থীনি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১০ ॥

ওঁ শিরঃ পাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠরুদরজঙ্ঘশিশ্নোপস্থপায়বো মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১১ ॥

সঙ্গে যাহাতে ইহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এই পরিচয়—এই সম্বন্ধের অনুভূতি লাভ করিতে হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের যিনি উদ্ভবস্থল সেখানে একটি একটি করিয়া ইহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। তবেই ইহারা বিশুদ্ধ হইবে। তখন সাধক বিরজা বিপাপ্‌মা হইতে পারিবে, অন্যথা নহে।

১০। ত্বক্ (শরীরাবরক বাহ্যচর্ম্ম) চর্ম্ম (তন্নিম্নস্থ সূক্ষ্ম আবরণ) মাংসং রুধিরং (মাংস এবং রক্ত) মেদঃ (শরীরস্থ তৈলাক্ত উপাদান—চর্ব্বি) মজ্জা (অস্থির অন্তর্গত চেতনাবাহী উপাদানবিশেষ) স্নায়বঃ (স্নায়ু বা শিরা সকল) অস্থীনি (অস্থিসমূহ) মে শুধ্যন্তাং (আমার বোধে বিশুদ্ধ হউক)। অন্যান্য ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ।

ত্বক্, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি শারীরিক উপাদান সমূহের স্রষ্টা তুমি নহ এবং উহাদের পরিচালনের উপরও তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। ইহাদের সৃজন, সংরক্ষণ এবং ক্ষয়ের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব যাঁহার হস্তে ন্যস্ত তাঁহার অব্যাহত কর্ত্তৃত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই এই শরীরের উপাদানসমূহ তোমার বিরোধী না হইয়া জীবনময় তোমার অনুকূলেই পরিচালিত হইবে এবং তোমার চিত্ত যাহাতে ভগবন্মুখী হয় তাহার সহায়তায় ইহারা সতত তৎপর থাকিবে। ইহাই শরীরোপাদান ত্বক্‌চর্ম্মাদির বিশুদ্ধিসম্পাদন।

১১। শিরঃ (মস্তক) পাণিপাদৌ (হস্ত ও পদ) পার্শ্ব (শরীরের

৯

ওঁ পৃথিব্যাপোস্তেজো বায়ুরাকাশাঃ মে শুধ্যন্তাং
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১২ ॥

দুই দিক্) পৃষ্ঠঃ (শরীরের পশ্চাদ্ভাগ) উদরঃ (জঠর—পেট) জঙ্ঘা (পদের অংশ বিশেষ) শিশ্নোপস্থৌ (জননেন্দ্রিয়) পায়বঃ (গুহ্যদ্বার)……।

মস্তক, হস্ত, পদ, পায়ু উপস্থ প্রভৃতি জীবশরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলি যখন স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত হয় তখনই তাহারা নানা-প্রকার অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মলিন ও অশুদ্ধ হইয়া থাকে। আবার সাধক তাহার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেই সে দেখিতে পায় যে তাহার মস্তিষ্ক হস্ত পদ পায়ু উপস্থ প্রভৃতি তাহার ইঙ্গিতে চলে বলিয়া আপাতত মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মালিক সে নহে; কারণ তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে কোন অবসরে ইহাদিগকে তাহার অবাধ্য হইতে দেখা যায়। সুতরাং এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর যিনি তাঁহার অব্যাহত কর্ত্তৃত্ব পদে পদে লক্ষ্য করিয়া চলিলেই ইহাদের সত্যিকারের বিশুদ্ধি ঘটিবে। আর যতদিন রজোগুণ ও তমোগুণ অন্তরে প্রবল থাকিবে ততদিনও তাহা সম্ভবপর নহে তাই সাধক বলিবে 'জ্যোতিরহং ভূয়াসং স্বাহা'। জ্যোতিস্বরূপ—বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ যেন আমি হই, হে অগ্নি! তুমি সেই আশীর্ব্বাদ কর।

১২। পৃথিবী (ভূমি) আপঃ (জল) তেজঃ (অগ্নি) বায়ুঃ (বাতাস) আকাশাঃ (ব্যোম) মে শুধ্যন্তাং (আমার বোধে পরিশুদ্ধ হউক)…।

ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতকে যতক্ষণ জড় বস্তুরূপে দেখা যায় ততক্ষণই ইহারা অবিশুদ্ধ, সুতরাং বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। আর চিন্ময়ী মা আমার নিজেই এই পঞ্চভূতের আকারে নিজেকে আকারিত করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন—এই দৃষ্টিতে এই ভূত দর্শন করিতে পারিলেই ভূতশুদ্ধি সংঘটিত হইবে—জগৎভূতের ভয় চিরতরে

ওঁ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ মে শুধ্যন্তাং
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১৩ ॥

ওঁ মনোবাক্‌কায়কর্ম্মাণি মে শুধ্যন্তাং
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১৪ ॥

অপসারিত হইয়া যাইবে। তখন আমরা আবার ঋষির সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারিব, "ত্বং ভূমিরাপোঽনলোঽনিলো নভঃ"। তুমিই ভূমি, জল, অগ্নি বাতাস, আকাশ। সেই চিন্ময়ী তোমাকে যদি আমি সর্ব্বভূতে দেখিতে পাই তাহা হইলেই আমার রজোগুণ ও তমোগুণ নষ্ট হইবে; আমি শুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন এবং ক্রমশঃ গুণাতীত হইতে পারিব। হে অগ্নি! আমি যেন এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারি।

১৩। শব্দ...গন্ধাঃ (শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধরূপ পঞ্চতন্মাত্রা) মে শুধ্যন্তাং (আমার বোধে বিশুদ্ধ হইয়া প্রতিভাত হউক)...।

স্থূল ভূতে চিন্ময় দর্শন অভ্যস্ত হইলে এই ভূতের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মমূর্ত্তিরূপে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধরূপ পঞ্চতন্মাত্রায় মাতৃ-অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে হইবে। যেখানে যত কিছু শব্দ, যত কিছু রূপ রস প্রভৃতি রহিয়াছে সে সকলই একমাত্র আমার মায়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে—এই অনুভব বুকে বসিলেই সাধকের তন্মাত্রশুদ্ধি সিদ্ধ হইল। তখন সেই তন্মাত্রাকে জড় তন্মাত্রা বলিয়া দেখিবার বা তাহাকে নিয়া সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি দূর হইবে।

১৪। মনঃ বাক্ (মন এবং বাক্য) কায়কর্ম্মাণি (এবং আমার শরীর অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মসমূহ) মে শুধ্যন্তাং (আমার বিশুদ্ধ হউক)।

সাধকের ভূতে ভূতে, তন্মাত্রায় তন্মাত্রায় এবং প্রতি অঙ্গে অঙ্গে মাতৃসত্তার মহাপ্লাবন আসিয়া গেলে তখন তাহার মন নিন্দিত বাক্য

ওঁ আত্মা মে শুধ্যতাং
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১৫ ॥
ওঁ অন্তরাত্মা মে শুধ্যতাং
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১৬ ॥

উচ্চারণ কিম্বা গর্হিত কর্ম্মসম্পাদনে নিতান্তই অসমর্থ হইয়া পড়িবে। তখন তাহার বাক্য নিয়ত ভগবদ্ মহিমা কীর্ত্তনেই রত থাকিবে এবং কর্ম্মসমূহ তাঁহার তুষ্টিবিধানেই তৎপর হইবে। ইহাই বাক্য এবং কায়কর্ম্মের বিশুদ্ধিতার তাৎপর্য্য।

১৫। আত্মা মে শুধ্যতাং (আমার আত্মা বিশুদ্ধ হউক)…। পরমেশ্বরের আত্মত্ব অসীম অফুরন্ত। সেই অখণ্ড আত্মত্বের অণু পরিমাণ অংশ লইয়া জীবের—বিশ্বের খণ্ড খণ্ড অসংখ্য আত্মার সৃষ্টি হইয়াছে, তাই বিশ্বে এত ব্যষ্টি জীবত্বের অস্তিত্ব। এই ব্যষ্টি আত্মকণা-সমূহ পৃথক পৃথক জীবশরীর আশ্রয় করিয়া স্বীয় প্রভবভূমির কথা বিস্মৃত হইয়া স্বাধীন স্বেচ্ছাচারীরূপে বিচরণশীল হইয়া যত কিছু দুঃখভোগে লিপ্ত হয়। উৎস হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন—স্বতন্ত্র মনে করিয়া পঙ্কিল কর্দ্দমে নিজ অঙ্গ মলিন করে। তাই জাগতিক দুর্গতির পীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া আবার যখন আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনে সমুৎসুক হয় তখন দেখে তাহার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বলিতে কিছু নাই—সে "সূত্রে মণিগণা ইব" সেই বিশ্বেশ্বরীরই অঙ্গলগ্ন—এই দৃষ্টি হইতেই তাহার আত্মা আবার অনাত্মভাব পরিহার করিয়া আত্মসংস্থ হইতে প্রয়াসী হয়—নিজ রাজ্য ফিরিয়া পায়। এইরূপে জীব-জীবন বিশুদ্ধ হয়।

১৬। অন্তরাত্মা মে শুধ্যতাং (আমার অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ হউক)…। পূর্ব্বমন্ত্রে লিখিত 'আত্মা' শব্দে ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত যে ব্যষ্টি

ওঁ পরমাত্মা মে শুধ্যতাং
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১৭ ॥

জীবচৈতন্য তাহাই সূচিত হইয়াছে। এখানে 'অন্তরাত্মা' শব্দে আত্মত্বের অন্তর্মুখী অনুভবসমূহের যিনি ভোক্তা তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অনুভবে বাহ্য বলিয়া কোনও অস্তিত্ব নাই। তবে এই সুবিশাল বিশ্বরূপে আমার দেহের বহির্ভূত যে সৃষ্টিবিস্তার স্থূল দৃষ্টিতে লক্ষ্য হয় তাহা আমারই অন্তরের—আমারই অনুভবের ব্যাপক চিত্র ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমাননগরী-তুল্যং নিজান্তর্গতং"। নিজেকে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্নরূপে দর্শন না করিয়া সাধকের অনুভবে যখন তাহার ভূমাত্ব—সর্ব্বব্যাপকত্ব সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিতে থাকে "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং" আমাতে সকল জাত, আমাতেই সকল স্থিত, আমিই সর্ব্বস্ব, আমার বাহিরে কোথাও কিছু নাই—সকলই আমি—সকলই আমার অঙ্গীভূত। ইহাই বিশুদ্ধ অন্তরাত্মার পরিচয়—ইহাই তাঁহার স্বরূপ। সাধক! তুমিও এই বোধে স্থিতিলাভ করিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে বিশুদ্ধ কর।

১৭। পরমাত্মা মে শুধ্যতাং (আমার পরমাত্মা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হউক)।

পরমাত্মা অদ্বিতীয় একজনই। তিনি চির বিশুদ্ধ, কখনও কোন মালিন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে পরমাত্মার শুদ্ধির যে আমার কামনা তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে চেতনাবিন্দু আশ্রয় করিয়া আমি ব্যষ্টি জীবের মূর্ত্তি লইয়া নিজেকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনরূপে বিবেচনা করিতেছি সেই ভ্রান্তি আমার ভাঙ্গিয়া যাউক, আমার বহির্ম্মুখীন ক্ষীণ প্রাণধারা মহাপ্রাণসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মহামিলনের তৃপ্তিতে আত্মহারা আমার জীবত্বের—পৃথক অস্তিত্বের চির বিলোপ সংসাধিত হউক।

ওঁ অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময় আত্মা মে শুধ্যতাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১৮ ॥

১৮। অন্নময়…মে শুধ্যন্তাং (আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় আত্মা বিশুদ্ধ হউক)…।

একটি জীবের বাঁচিয়া থাকা মানে তাহার স্থূল শরীরটিকে ধ্বংসের কবল হইতে কেবল রক্ষা করাই নহে। তাহাকে দেখিতে হইবে যে, অন্নাদি গ্রহণের সাহায্যে তাহার স্থূল শরীর যেরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে তদ্রূপ পঞ্চবায়ুপ্রবাহের সমতা প্রভাবে তাহার প্রাণময় শরীর, ইন্দ্রিয় দ্বারা আহৃত বিষয়রূপ আহার্য্যে তাহার মনোময় শরীর, এবং সুখ দুঃখ প্রীতি অপ্রীতি প্রভৃতি নানাপ্রকার অনুভূতিরূপ জ্ঞানসঞ্চয়ে তাহার বিজ্ঞানময় শরীর নিয়ত পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে কিনা। এতদ্ব্যতীত 'আনন্দময়' নামে আর একটি অবস্থা আছে, কিন্তু সে অবস্থায় আত্মা যতক্ষণ বিচরণ করেন ততক্ষণ তিনি বিশুদ্ধাবস্থাতেই থাকেন বলিয়া তাহার আর অতিরিক্ত বিশুদ্ধির প্রয়োজন অভাবে এই মন্ত্রে তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

এখন জীবাত্মার যে এই অন্ন, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধিরূপ চতুর্ব্বিধ ভূমিতে বিচরণ করিয়া করিয়া নিয়ত স্বীয় পুষ্টির জন্য আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়—এই চতুর্ব্বিধ আহাররূপে কে আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাকে পরিপোষণ ও সংরক্ষণ করিতেছে? ইনি যে স্বয়ং অন্নপ্রদান-নিরতা অন্নপূর্ণা মা ছাড়া আর কেহ নহেন—এই অনুভূতি প্রাণ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিলেই এই চতুর্ব্বিধ কোষে বিচরণশীল আত্মা পরিশুদ্ধ হইবে।

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ॥ ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা ॥
ওঁ ধ্রুবায় স্বাহা ॥ ওঁ ধ্রুবক্ষিতয়ে স্বাহা ॥
ওঁ অচ্যুতক্ষিতয়ে স্বাহা ॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ॥
ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা ॥ ওঁ অধর্ম্মায় স্বাহা ॥
ওঁ অদ্ভ্যঃ স্বাহা ॥ ওঁ ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৯ ॥

১৯। অগ্নয়ে স্বাহা (অগ্নির উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করি)। বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ (সকল দেবগণের উদ্দেশ্যে) ধ্রুবায় (যিনি অচল— সনাতন সত্তা তাঁহার উদ্দেশ্যে) ধ্রুবক্ষিতয়ে (যিনি অচল অধিষ্ঠান বা আধাররূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশ্যে) অচ্যুতক্ষিতয়ে (যিনি ক্ষিতি মূর্ত্তিতে বিশ্বকে ধারণ ও সংরক্ষণ ব্যাপারের অন্যথা কখনও করেন না, তাঁহাকে) অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে (সু ইষ্টকৃতে অর্থাৎ যিনি নিয়ত সুষ্ঠুরূপে ইষ্ট বা কল্যাণ করিয়া থাকেন সেই অগ্নিদেবকে) ধর্ম্মায় (ধর্ম্মরূপে যিনি আবির্ভূত হন তাঁহাকে) অধর্ম্মায় (অধর্ম্মের মূর্ত্তি নিয়া যিনি আসেন তাঁহাকে) অদ্ভ্যঃ (জল সমূহকে) ওষধিভ্যঃ (ফল পাকিবার সঙ্গে যে সকল উদ্ভিদের মৃত্যু হয় তাহাদিগকে) বনস্পতিভ্যঃ (বনস্পতি বা বৃক্ষ সমূহকে)।

অগ্নি জাতবেদ। বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু আছে সকলের স্রষ্টা হিসাবে সমস্তই তাঁহার পরিচিত ও পরিজ্ঞাত, এবং তিনি হোতারূপে দেবগণের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ বহন করিয়া যথাযথস্থানে পরিবেশন করিয়া থাকেন। তাই প্রজ্বলিত অগ্নিকে অবলম্বন করিয়া যত দেবদেবী, এবং ভূমি জল ওষধি বনস্পতি ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতি মূর্ত্তিতে বিবিধ নামে ও রূপে জগন্ময়ীর যেখানে যত কিছু প্রকাশ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আহুতি দিবার ব্যবস্থা ঋষি করিয়াছেন।

ওঁ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, য পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা ॥ ওঁ ভূমি সত্য ॥ ২০ ॥

২০। যঃ (যিনি) পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ (পৃথিবীতে—ভূমিতে অবস্থান করিয়াও) পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ (পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র) যং পৃথিবী ন বেদ, (যাঁহাকে পৃথিবী জানে না) যস্য পৃথিবী শরীরং (কিন্তু পৃথিবী যাঁহার শরীর) যঃ পৃথিবীম্ অন্তরঃ যময়তি (যিনি পৃথিবীর সর্ব্বাবয়বে ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত থাকিয়া তাহাকে সম্যকরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন) এষঃ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ (ইনিই অন্তরে তোমার প্রত্যক্ষ অন্তর্য্যামী আত্মা এবং ইনিই অমৃতস্বরূপ) তস্মৈ পরমাত্মনে নমঃ (এবং বিশ্বের পরমাত্মাও তিনিই—সুতরাং তাঁহাকে প্রণাম)……।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের উপরোক্ত মন্ত্র ও পরবর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্র দ্বারা ঋষি পরমাত্মার পরিচয় বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম প্রভৃতি মহাভূত, এবং মন, প্রাণ, বিজ্ঞান প্রভৃতি সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ পরমাত্মা হইতে জাত এবং একমাত্র পরমাত্ম-উপাদানে সৃষ্ট হইলেও ইহারা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র সত্তারূপেই বিদ্যমান বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়; পরমাত্মার অঙ্গস্বরূপ হইয়াও ইহারা তাঁহার সন্ধান রাখে না। প্রতি বস্তুর, প্রতি ভাবের সর্ব্ব অবয়বে, সকল উপাদান রচনায় একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত; সকলের অন্তরে থাকিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছেন এবং মৃত্যুর—লয়ের পরেও যিনি সকলকে বুকে ধরিয়া রাখেন—নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লইবার জন্য অথবা রূপান্তরিত আকারে পুনঃ সৃজনের

ওঁ যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ অদ্ভ্যোঽন্তরো, যমাপো ন বিদুঃ, যস্যাপঃ শরীরং, যোঽপোঽন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা ॥ ওঁ জল সত্য ॥২১॥*

ওঁ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নেরন্তরো, যমগ্নির্ন বেদ, যস্যাগ্নিঃ শরীরং, যোঽগ্নিমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা ॥ ওঁ অগ্নি সত্য ॥২২॥

ওঁ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো, যং বায়ুর্ন বেদ, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যো বায়ুমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা ॥ ওঁ বায়ু সত্য ॥২৩॥

জন্য—সেই সর্ব্বান্তরাত্মা এত বিকারের ও এত বৈচিত্র্যের জনক হইয়াও নিজ স্বরূপের অবিকারিত্ব, নিত্যশুদ্ধত্ব, সনাতনত্ব নিয়ত বজায় রাখিয়াছেন।

এত পরিবর্ত্তন—এত বিপ্লব—এত বৈচিত্র্যের স্রষ্টা পাতা ও নিয়ন্তা হইয়াও নিজে উহা দ্বারা একান্ত ভাবেই অস্পৃষ্ট ও অপরিচ্ছিন্ন। এত বহুত্বের রচনায়—এত বিভাগ-বৈচিত্র্যেও নিজের অসীম অখণ্ডত্ব চিরকাল তাঁহার অব্যাহত রহিয়াছে। সকলের অন্তরে সমানভাবে বিদ্যমান থাকেন বলিয়া তিনি অন্তর্য্যামী বিভু এবং সকলের প্রাণস্বরূপ অমৃতময় আত্মা। ইনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তব্য সামগ্রী—ইঁহাকে নমস্কার।

---

* ২১ হইতে ২৮ সংখ্যক পর্য্যন্ত মন্ত্রগুলির অর্থ "ওঁ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" আদি ২০ সংখ্যক মন্ত্রের ন্যায় হইবে। শুধু পৃথিবীর পরিবর্ত্তে জলের স্থানে জল, অগ্নি স্থানে অগ্নি এইরূপ বুঝিবে।

ওঁ য আকাশে তিষ্ঠন্ আকাশাদন্তরো, যমাকাশো ন বেদ, যস্যাকাশঃ শরীরং, য আকাশমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা ॥ ওঁ আকাশ সত্য ॥২৪॥

ওঁ যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো, যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ, যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা ॥২৫॥

ওঁ যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসো অন্তরো, যং মনো ন বেদ, যস্য মনঃ শরীরং, যো মনোঽন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা ॥২৬॥

ওঁ যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো, যং প্রাণো ন বেদ, যস্য প্রাণঃ শরীরং, যঃ প্রাণমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা ॥২৭॥

ওঁ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা ॥২৮॥

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ॥২৯॥*

* এই মন্ত্রগুলি বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত।

ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ॥৩০॥

ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
আত্মনস্তু কামায় পুত্রা প্রিয়া ভবন্তি ॥৩১॥

ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি ॥৩২॥

ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি।
আত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি ॥৩৩॥

ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায়ঃ ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি ॥৩৪॥

ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি ॥৩৫॥

ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি ॥৩৬॥

ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি ॥৩৭॥

ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
আত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি ॥৩৮॥

ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি।
আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি ॥৩৯॥

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি ॥৪০॥

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো
মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং
সর্ব্বং বিদিতং ॥৪১॥

২৯-৪১॥ পতির প্রয়োজনে কোন স্ত্রীই তাহার পতিকে ভালবাসে না, নিজের তৃপ্তির জন্যই ভালবাসে। কোন স্ত্রীর সুখের জন্য তাহার পতি তাহাকে ভালবাসে না, নিজের সুখের জন্যই স্ত্রীকে ভালবাসে। এইরূপ পুত্র বিত্ত পশু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মানুষ দেবতা বেদ ভূত এমনি কোন কিছুকেই তাহাদের তৃপ্তির জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে না, শুধু নিজের তৃপ্তি বা সুখের জন্য যত ভালবাসার অভিনয় মাত্র।

ব্যাখ্যা—প্রত্যুপকারের জন্য প্রলুব্ধ হইয়া অথবা নিজের সুখ বা তৃপ্তির জন্য—পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে, পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে ভালবাসে; বস্তুত যাহাকে ভালবাসে তাহার তৃপ্তির জন্য আদৌ ভালবাসে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—বুঝি পুত্রের জন্যই পিতা পুত্রকে ভালবাসে, কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যায় যে—না, মানুষ এতটা স্বার্থত্যাগী নহে। কাহারও পুত্র যদি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় অথবা যোগ্য হইয়া বহু ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হয় এবং স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়া স্বতন্ত্রভাবে সুখে বসবাস করে, তাহাতে তাহার পিতামাতা ততটা সুখী হন না যতটা সুখী হন পুত্র উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিলে। এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই। ইহা কেন হয়? তাহার প্রত্যুত্তরে আমরা এই কথাই পাই যে আত্মা অপেক্ষা জগতে অধিক প্রিয় কেহ

দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ॥ ২৪ ॥

নাই—সেই আত্মার তৃপ্তি যেখান হইতে অথবা যাহার দ্বারা হয় সেই প্রিয় হয়, অন্যে নহে। আত্মাই সকলের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। দেশের জন্য বা পরের জন্য যাহারা প্রাণত্যাগ করে তাহারাও আত্মতৃপ্তির জন্যই উহা করিয়া থাকে। এই আত্মবোধ যখন শরীরের সঙ্গে বিজড়িত থাকে তখন শরীরের যাহারা তৃপ্তি বিধান করে তাহাদিগকেই প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। মনে যাহাদের আত্মবোধ হইয়াছে তাহাদের মনের মতন যিনি ব্যবহার করেন ও কথা কলেন, তিনিই তাহাদের প্রিয় হন। কামপরায়ণ ব্যক্তির কামের সেবা যে করে সেই তাহার প্রিয় হয়। এক কথায় নিজের তৃপ্তি ভিন্ন জীব কাহাকেও ভালবাসে না। নিজ বলিতে দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন লোক দেহকে বুঝিলেও, কামান্ধ লোক কাম্য বস্তুকে বুঝিলেও একমাত্র আত্মাই নিজ—আপন। আত্মাই দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির দেহ—কামান্ধ ব্যক্তির কাম বলিয়া তৎ তৎ কালে প্রতিভাত হয়। স্ফটিক যেমন জবাপুষ্পের সান্নিধ্যে রক্তিমবৎ হয় সেইরূপ আত্মাকেই দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীব দেহবৎ জ্ঞান করে। বস্তুতঃ তিনি দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।

যাহা হউক, এই আত্মার তৃপ্তির জন্যই জীব অজ্ঞাতসারে সংসারভূমিতে বিচরণ করে। এই আত্মাই জীবের একমাত্র দেখিবার শুনিবার এবং ধ্যান করিবার বস্তু। হে মৈত্রেয়ি ! আত্মজ্ঞান লাভ হইলে এই তত্ত্ব সত্য বলিয়া সাধকহৃদয়ে উপলব্ধ হয়।

এই পূজাক্ষেত্রে সেই আত্মার প্রতীক এই অগ্নি—সুতরাং এই অগ্নিতে তোমার বলিতে যত কিছু আছে তাহা সমর্পণ কর।

৪২। হে দুর্গতিহারিণি দুর্গে ! হে রক্ষাকারিণি ! আমি তোমাতে আহুতি দিতেছি—আত্মনিবেদন করিতেছি।

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে ॥৪৩॥
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥৪৪॥
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু ॥ ৪৫ ॥

পূর্ণাহুতি—ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ৪৬ ॥

৪৩। তুমি জয়দায়িনী, মঙ্গলদায়িনী কালী, কল্যাণময়ী কালী, কপালিনী; তুমি দুর্গা, শিবা (শুভা), ক্ষমাস্বরূপা, জগৎ-বিধাত্রী; তুমিই স্বাহা (অর্থাৎ দেবতার প্রীতি উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দিবার মন্ত্রস্বরূপা) তুমিই স্বধা (অর্থাৎ পিতৃলোকের তৃপ্তি উদ্দেশ্যে আহুতি দিবার মন্ত্র স্বরূপা) তোমাকে আমি প্রণাম করি।

৪৪। হে দেবি! তুমি আমাদিগের কল্যাণ কর এবং আমাদিগকে বিপুল শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কর।

৪৫। তুমি আমাকে বিদ্বান্ যশস্বী এবং লক্ষ্মীবন্ত (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবান) কর।

পূর্ণাহুতির মন্ত্র—

৪৬। ব্রহ্মার্পণং (অর্পণ অর্থাৎ অর্পণীয় বস্তুর আধার বা পাত্র ব্রহ্মই—মাই) ব্রহ্মহবিঃ (হবি—ঘৃত বা অর্পণীয় বস্তুও ব্রহ্মই—মাই) ব্রহ্মাগ্নৌ (যে প্রজ্জলিত অগ্নিতে আহুতি দিতে অগ্রসর হইয়াছ উনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কেহ নহেন) ব্রহ্মণা হুতং (আর তুমি যে হোতারূপে—ঋত্বিক্‌রূপে এই যজ্ঞক্ষেত্রে সমাসীন, তুমিও ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপই) ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (সকল বস্তুতে এবং সকল কর্ম্মে যাঁহার ব্রহ্মদর্শন—মাতৃদর্শনের চক্ষু এইরূপ খুলিয়া যায় তাঁহার সকল

ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্য-বস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু। মাং মদীয়ং চ সকলং সম্যক্ শ্রীমদিষ্টদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি স্বাহা ॥ ৪৭ ॥

কার্য্যই ব্রহ্মযজ্ঞে পরিণত হয়) তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং (এবং তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হন)।

সত্যপ্রতিষ্ঠ সাধক পূজার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার যাবতীয় ব্যবহার এবং অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া—সর্ব্ববিধ অর্পণ ও আহুতির মধ্য দিয়া তাহার জীবভাবের বিলয় ও মাতৃত্বের অবাধ প্রতিষ্ঠা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যখন পূজার সর্ব্বশেষ অঙ্গ হোম সমাপন করিল তখন তাহার পূর্ণাহুতি দিবার সুযোগ সমাগত হয়। এতক্ষণ প্রতি বস্তুতে বস্তুতে ব্যষ্টিভাবে—পৃথক পৃথকরূপে সত্য দর্শন করিয়া করিয়া বিশ্বের তথা স্বীয় শরীরের অন্তর-বাহে সর্ব্বত্র পরমাত্মসত্তার মহাপ্লাবন দেখিয়াছে; এইবার সকল বস্তু, সকল উপাদানসহ স্বকীয় মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিসমূহ সমবেত করিয়া 'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং' বলিয়া ব্রহ্ম-সমুদ্রে—সেই 'প্রভবপ্রলয়স্থান'—নিধানক্ষেত্রে ডুবিয়া—তলাইয়া যাইতে অগ্রসর হইল। এইরূপে জীবের ব্যষ্টিচেতনা এবং অনুভবসমষ্টি যাহা নিয়া জীব নিয়ত জগৎব্যবহার করে তাহা আর তুচ্ছ বস্তু নহে, পরিচ্ছিন্ন হইলেও কেবল চৈতন্য উপাদানেই গঠিত—এই জ্ঞানে ইহাদিগকে একীভূত করিয়া সমষ্টি চেতনাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারিলেই সকল জ্বালার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—জীবযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হইয়া যায়।

৪৭। ইতঃ পূর্ব্বং (এই কর্ম্মের পূর্ব্বে) প্রাণবুদ্ধিদেহ-ধর্ম্মাধিকারতঃ (প্রাণ, বুদ্ধি এবং দেহধর্ম্মের প্রয়োজনে) জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু (জাগরণ, তন্দ্রা ও গভীর নিদ্রাবস্থায়) মনসা বাচা (মন এবং বাক্য দ্বারা) হস্তাভ্যাং (দুই হস্ত দ্বারা) পদ্ভ্যাং (দুই পদ দ্বারা) উদরেণ (জঠর জ্বালায়) শিশ্না (জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনাবশে) যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং (যখন যাহা স্মরণ করিয়াছি, বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছি কিম্বা স্থূলে অনুষ্ঠিত করিয়াছি) তৎ সর্ব্বং (তাহা সমুদায়) ব্রহ্মার্পণং ভবতু (ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যাউক)। মাং মদীয়ং চ সকলং (আমাকে এবং আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা সকল) শ্রীমৎ ইষ্ট দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি (আমার চির আরাধ্য পরমাত্মায় সম্যক্‌রূপে নিবেদন করিতেছি)।

এই কর্ম্ম করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি অবলম্বনে জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের যে কোনও অবস্থায় বা এই তিন অবস্থাতেই হস্ত পদ উদর শিশ্ন প্রভৃতি স্থূল অঙ্গদ্বারা কিম্বা মন বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম করণ সাহায্যে আমার দ্বারা যত প্রকার কর্ম্ম চিন্তা বা বাক্য অনুষ্ঠিত বা প্রযুক্ত হইয়াছে তৎসমুদয় আজ ব্রহ্মযজ্ঞের অঙ্গীভূত আহুতি-রূপে ব্রহ্মাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যাউক;—এখন হইতে আমার কৃত কোন কর্ম্ম বাক্য বা চিন্তা যেন আর অনাত্ম জগতে স্থান না পায়। এই ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফলে আমার ভবিষ্যজ্জীবনের সকল কর্ম্ম আজ হইতে ব্রহ্মময়ীর পূজাঙ্গরূপে পরিচালিত ও অনুষ্ঠিত হইতে থাকুক—আমার অনাত্মভূমিতে বিচরণ চিরতরে ঘুচিয়া যাউক। আমি আজ 'আমার' বলিতে যত কিছু আছে তাহার দায়িত্ব, আমার জীবনের সেই একান্ত আরাধ্য দেবতা ব্রহ্মময়ীর পদপ্রান্তে রাখিয়া দিয়া তাঁহার আনন্দময় বক্ষে মহামিলনের তৃপ্তিতে আত্মহারা হইয়া যাই!

অগ্নি প্রণামের মন্ত্র—

ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪৮ ॥

জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপনের মন্ত্র—

ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ, পৃথ্বি, ত্বং শীতলা ভব ॥ ৪৯ ॥

তারপর 'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং—পাঠ করিবে।

৪৮। সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ (তাঁহার হস্ত এবং পদসকল দিকে দিকে বিস্তৃত) সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ (এবং তাঁহার মস্তক মুখ এবং চক্ষুসকল চতুর্দ্দিকে প্রসারিত) বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ (এবম্বিধ মহান্ অগ্নির শরীর এই বিশ্বই) সর্ব্বকর্ম্মসু প্রণীতঃ (সকল কর্ম্মেই এই অগ্নিদেবতার পূজা হইয়া থাকে)।

প্রজ্জলিত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই হস্ত, পদ, শির, মুখ এবং চক্ষুময়। বস্তুতঃ অগ্নির যে কোনও অংশকেই তাঁহার হস্ত, পদ, অক্ষি, শির ও মুখ বলা চলে। যেহেতু অগ্নির যে কোনও অংশেরই হস্তের ন্যায় গ্রহণশক্তি, পদের ন্যায় গতিশক্তি, শিরের ন্যায় উর্দ্ধে বিস্তার, মুখবিবরের ন্যায় আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা এবং চক্ষুর ন্যায় দর্শনযোগ্যতা বিদ্যমান; তাই অগ্নিকে সর্ব্বশক্তিধর বা মহান্ না বলিয়া গত্যন্তর নাই। অধিকন্তু উত্তাপরূপে যাবতীয় সৃষ্টির অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া বিশ্বের জীবনীশক্তি প্রদান করায় অগ্নিকে বিশ্বরূপ বলা হইয়াছে। এই অগ্নির বিনিয়োগ—প্রয়োজন সকল কর্ম্মেই হইয়া থাকে, তাই ইঁহাকে প্রণাম।

৪৯। অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ (অগ্নি, তুমি এবারে সমুদ্রে গমন কর) পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব (আর পৃথিবী! তুমিও শীতল হও)।

সর্ব্বাধার মাতৃরূপা পৃথিবীর বক্ষে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া সাধক, এতক্ষণ তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলে। যজ্ঞান্তে যজ্ঞাগ্নিকে বিসর্জ্জন দিতে গিয়া তাঁহাকে সমুদ্রে প্রবেশ করিতে বলা হইল, এবং উত্তপ্ত পৃথিবীকে দধি এবং জল সিঞ্চনে সুশীতল হইবার জন্য প্রার্থনা করা হইল।

ভোগনিবেদনের মন্ত্র।

ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ অমৃতং সত্যং ॥
ওঁ অমৃতং ওঁ অমৃতং ওঁ অমৃতং ॥ ১ ॥

১॥ ওঁ তৎ সৎ (এই বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই সৎস্বরূপ পরমাত্মাই) হরিঃ ওঁ (তিনিই সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা হরি—অর্থাৎ যিনি সকলের চিত্ত তাঁহার দিকে হরণ—আকর্ষণ করেন) অমৃতং সত্যং (অন্নরূপে—ভোগরূপে মা, তোমার সম্মুখে যাহা দর্শন করিতেছি তাহা তোমার —সেই পরমাত্মারই প্রকাশরূপে সাক্ষাৎ অমৃত অর্থাৎ মৃতুসম্পর্করহিত বস্তু) ওঁ অমৃতং ওঁ অমৃতং ওঁ অমৃতং (এই অন্ন তোমার সত্তা ও চৈতন্য দিয়া গড়া, সুতরাং সাক্ষাৎ তোমারই মূর্ত্ত বিগ্রহ)।

সত্যপ্রতিষ্ঠ পূজক সারাদিন মায়ের পূজা করিবার ফলে বিশ্বময় মাতৃ-অস্তিত্ব দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া মায়ের সম্মুখে আনীত ভোগ সামগ্রী সেই অমৃতময়ীর মূর্ত্ত প্রকাশরূপেই দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠে "অমৃতং অমৃতং অমৃতং"। মা, তোমার ভোগরূপে—আহার্য্য সামগ্রীরূপে যে অন্ন আমি আজ তোমার সম্মুখে সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিয়াছি ইহা তোমারই আত্মস্বরূপ—তুমিই নিজে এই মূর্ত্তি নিয়া আজ—এইক্ষণে তোমার সম্মুখে তোমার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছ। হে অন্নপূর্ণে, তোমার এই অন্নমূর্ত্তি দর্শনে আজ আমি ধন্য কৃতকৃতার্থ।

ওঁ তেজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূঃ। ওঁ দ্যৌস্ত্বা পরিদদাতু। ওঁ পৃথিবী ত্বা গৃহ্নাতু। ওঁ অন্নপতে অন্নস্য [ভাগং] নো ধেহি। অনমীবস্য শুষ্মিনঃ। প্রপ্রদাতারাং তারিষ। ওঁ উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥২॥

২॥ তেজোঽসি (হে অন্ন, তুমি তেজ অর্থাৎ বীর্য্যস্বরূপ) সহোঽসি (তুমি সহ অর্থাৎ উৎসাহস্বরূপ) বলমসি (তুমি সমগ্র বিশ্বের শক্তি বা সামর্থ্যস্বরূপ) ভ্রাজোঽসি (তুমি দীপ্তিস্বরূপ) দেবানাং ধামনামাসি (তোমাকে দেবতাদিগের ধাম—আলয় বলা হইয়া থাকে) বিশ্বমসি (তুমি চরাচর বিশ্বরূপে বিদ্যমান) বিশ্বায়ুঃ (আবার বিশ্বের আয়ুঃ বা জীবনস্বরূপ তুমি) সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ (তুমিই সকল এবং সকলের আয়ুস্বরূপ) অবিভূঃ (শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন তুমি সর্ব্ববিধ খাদ্যের কর্ত্তা বা অভিভাবক) দ্যৌঃ ত্বা পরিদদাতু (সর্ব্বভূতের আদি সৃষ্টি আকাশ তোমাকে জগতের প্রয়োজনে প্রদান করুন) পৃথিবী ত্বা গৃহ্নাতু (এবং পৃথিবী—বিশ্ববাসী জীব তোমাকে গ্রহণ করুক) অন্নপতে অন্নস্য [ভাগং] নঃ ধেহি (হে অন্নাধিষ্ঠাতৃদেবতা! অন্নের ভাগ আমাদিগকে তুমি প্রদান কর) অনমীবস্য (কিরূপ অন্নের?—অনীব অর্থাৎ পাপ বা দুঃখ নাই যাহাতে এরূপ অন্নের) শুষ্মিনঃ (এবং শুষ্ম বা বল আছে যাহাতে এমন অন্নের) প্রপ্রদাতারং তারিষ (যিনি প্রকৃষ্টরূপে এইরূপ অন্নদান করেন তাঁহাকে বর্দ্ধন কর) [আর] নঃ (আমাদিগের) দ্বিপদে (বিশ্ববাসী লোক সকলকে) চতুষ্পদে (এবং গবাদি চতুষ্পদ জন্তুদিগকে) উর্জ্জং [অন্নং] (বলকারক অন্ন) ধেহি (প্রদান কর)।

হে অন্ন তোমাকে আত্মসাৎ করিয়া বিশ্ববাসী জীব তেজ, বীর্য্য,

ওঁ ভুবঃ পতয়ে নমঃ, ওঁ ভুবনপতয়ে নমঃ, ওঁ ভূতানাং পতয়ে নমঃ ওঁ অন্নায় নমঃ, ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ য আত্মসম্মিতং অন্নং অশ্নাতি তন্ন হিনস্তি। ওঁ অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি, তদ্ ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

উৎসাহ, কান্তি প্রভৃতি যাবতীয় শক্তি লাভ করিয়া থাকে। তোমাকে গ্রহণ করিয়া জীবজগৎ ক্ষয় অর্থাৎ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায় তাই তোমাকে দেবধাম বা অমৃতের আলয় বলা হইয়া থাকে। বিশ্বের যত কিছু সৃষ্ট পদার্থ তৎসমুদয়ই অন্নপদবাচ্য। স্থূল খাদ্য ও পানীয় ব্যতীত আকাশ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্তুসমূহও জীব দেহকে সতত রক্ষণ ও পোষণ করে বলিয়া ইহারাও অন্নপর্য্যায়ভুক্তই। বস্তুতঃ সর্ব্বরূপে—বিশ্বরূপে স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু নেত্রগোচর হয় সকলই অন্ন, সুতরাং বিশ্ববাসীর প্রাণরক্ষাকর অপরিহার্য্য উপাদানই। হে অন্ন! তোমার অভাবে যখন কাহারও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না তখন তুমিই সকলের অভিভাবক—রক্ষক। হে অন্ন, আকাশ জল বর্ষণ করিয়া তোমাকে পৃথিবীবক্ষে সৃজন করিয়াছে; তোমাকে গ্রহণ করিয়া বিশ্ববাসী জীব বল সঞ্চয় করিয়া সর্ব্ববিধ রোগ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। এতদ্বিধ বিশ্বহিতকর অন্নের যিনি দাতা তাঁহাকে অন্নরূপিণী অন্নপূর্ণেশ্বরী মা স্বয়ং রক্ষা করুন, এবং তাঁহারই প্রসাদে আমাদের কাছে অন্নপ্রার্থী হইয়া মনুষ্য বা গবাদি পশু যে কেহ আগমন করুক না কেন, তাহাদিগকে যেন প্রার্থিত অন্নদানে সমর্থ হই।

৩। ভুবঃ পতয়ে নমঃ (আকাশলোকের যিনি কর্ত্তা তাঁহাকে প্রণাম) ভুবনপতয়ে নমঃ (এই ধরাতলের অধিপতিকে প্রণাম) ভূতানাং পতয়ে

নমঃ (ভূত অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টজীবের যিনি পতি তাঁহাকে নমস্কার) অন্নায় নমঃ (অন্নকে প্রণাম) পরমাত্মনে নমঃ (পরমাত্মাকে প্রণাম)। যঃ আত্মসম্মিতং অন্নং অশ্নাতি (যিনি আত্মাদ্বারা পরিশোধিত অন্ন ভক্ষণ করেন) তন্ন হিনস্তি (তিনি আমাদিগকে যেন কখনও হিংসা করেন না)। অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে) অন্নাৎ হি এব (অন্ন হইতেই) খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই ভূতসমূহ—জীবসকল নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করে) অন্নেন জাতানি জীবন্তি (অন্নের দ্বারা জাত জীব বাঁচিয়া থাকে) অন্নং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি (আবার দেহান্তে মৃত্যুরূপ অন্নকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়) তৎ ব্রহ্ম (উনিই ব্রহ্ম, জীবন ও মৃত্যুর কারণ যিনি তিনি ব্রহ্ম)।

অন্ন ব্রহ্মনির্ম্মিত, সুতরাং ব্রহ্মময়—এইরূপ দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া সাধক আরও দেখে এই অন্নের সৃজনে যে ভূমি ক্ষেত্ররূপে নিজ বিশাল দেহ বিস্তৃত করিয়া বিলাইয়া দিয়াছিল এবং যে আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত বারিবর্ষণে শস্য ও ওষধিসকল প্রাণলাভ করিয়াছিল সেই ভূ এবং ভুবলোকের যিনি অধিপতি তাঁহাকে প্রণামরূপ কৃতজ্ঞতা না জানাইলে অপরাধ হইবে। তাই ভুবনলোক ও ভুবর্লোকের অধিপতিকে প্রণাম করিয়া অন্নকে—জীবন রক্ষাকর খাদ্যকে প্রণাম করিতে হয়। তদনন্তর যিনি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা তাঁহাকে প্রণাম করিবে। এইরূপে যে অন্নকে আত্মাদ্বারা পরিশোধিত অর্থাৎ আত্মময় করিয়া দর্শন করে, গ্রহণ করে, তাহাকে কেহ হিংসা করে না।

অন্নকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে সমাদর করিবে, যেহেতু অন্ন হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্ট হয়। অন্নেতে বিশ্ববাসী জীবিত থাকিয়া পরিশেষে মৃত্যুরূপ অন্নে দেহের পরিসমাপ্তি ঘটায়। যাহা গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ গ্রাহ্য তাহাই অন্ন—এই যুক্তি অনুসারে জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু যাহা জীব পর্য্যায়ক্রমে

ওঁ (অন্নং) তৎ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং ॥ ৪ ॥

ওঁ তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ৫ ॥

ওঁ যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৬ ॥

গ্রহণ করিয়া জীবনলীলা সম্পাদন করে তাহা সকলই অন্নপদবাচ্য। সুতরাং এই অন্নকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম—পরমাত্মারূপেই গ্রহণীয়।

৪॥ বিষ্ণোঃ (সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের) যৎ পরমং পদং (যে শ্রেষ্ঠ পদ বা ঐশ্বর্য্য) বিপন্যবঃ (বিশেষরূপে স্তবকারী ভগবদেকচিত্ত সাধুগণ) জাগৃবাংসঃ (সর্ব্বদা জাগরূক অর্থাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সংশয়রহিত) বিপ্রাসঃ (জ্ঞানিগণ) তৎ (সেই—ভগবদ্ ঐশ্বর্য্য বা মহিমা) সমিন্ধতে (সকলের কাছে প্রদীপ্ত করিয়া ধরেন) [অন্নং] (সেই জ্ঞান—সেই অনুভব, অন্নরূপে—গ্রহণীয়রূপে প্রাণে ধারণ করিতে হইবে)।

সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের যাহা শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ত্ব তাহা জ্ঞানী সাধকগণের চিত্তে সদা জাগরূক থাকে এবং এই মহাজ্ঞানের প্রভাবে তাঁহারা সংশয়রহিত হইয়া উজ্জ্বল দীপ্তি বিশ্বে বিকীরণ করেন। এই যে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক ইহাই সাধকের নিকট শ্রেষ্ঠ অন্নরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

৫॥ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা আচমন মন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

৬॥ যৎ করোষি (যাহা তুমি কর) যৎ অশ্নাসি (যাহা তুমি ভক্ষণ কর) যৎ জুহোষি (যাহা আহুতিরূপে তুমি অগ্নিতে অর্পণ কর) দদাসি যৎ

ওঁ অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৭ ॥

(যাহা তুমি দান কর) যৎ তপস্যসি (তোমার তপস্যার ফলস্বরূপ যাহা লাভ করিয়া থাক) কৌন্তেয় (হে কুন্তিপুত্র অর্জ্জুন) তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব (তাহা আমাতে অর্পণ কর)

সাধক! তুমি যে কোন কর্ম্মই কর না কেন, তাহা তোমার যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি আত্মিক কর্ম্মই হউক অথবা অশন ভূষণ প্রভৃতি দৈহিক কর্ম্মই হউক উহার প্রাপ্তির সমগ্র অধিকার একমাত্র ভগবানেরই। তিনি ব্যতীত কোন দানের বা কর্ম্মফলের গ্রহীতা বলিতে দ্বিতীয় কেহ নাই—এই বুদ্ধিতে সমগ্র কর্ম্মরাশি তাঁহারই উদ্দেশ্যে করণীয়। কারণ এই বিশ্বের যেখানে যাহা সংঘটিত বা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা বিশ্বনাথের বিশ্বযজ্ঞেরই অংশভূত, সুতরাং সে যজ্ঞভাগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী একমাত্র তিনিই।

৭॥ অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা (আমি বৈশ্বানর নামক জঠরাগ্নিরূপ ধারণ করিয়া) প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ (জীবগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া) প্রাণাপান সমাযুক্তঃ (প্রাণ এবং অপান বায়ু সহায়ে) চতুর্ব্বিধং অন্নং পচামি (চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি)।

আহার প্রধানতঃ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় এই চারিভাগে বিভক্ত দেখা যায়। এই অন্ন জীব ক্ষুধাবশে জঠরে প্রবিষ্ট করাইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু সে ভাবিয়া দেখে না কে তাহার অন্তরে থাকিয়া তাহার জঠরাগ্নিরূপে—পরিপাকশক্তিরূপে তাহার গৃহীত অন্নরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া রস রক্ত বীর্য্য শক্তি মেধা প্রভৃতি ধাতুতে পরিণত করিয়া তাহাকে জীবন দান করিল। এই জীবদেহস্থিত বৈশ্বানরমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ

ওঁ অন্নং ব্রহ্মা রসো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো গুরুঃ স্বয়ং *।
(অন্নং ব্রহ্মা রসো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো গুরুঃ স্বয়ম্) ॥ ৮ ॥

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ৯ ॥

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু ॥ ১০ ॥

পরমেশ্বরীরই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখিতে পাও না কি? সাধক! ওঁকে স্বীকার কর, ওঁর উদ্দেশ্যে শতবার প্রণতিপরায়ণ হও।

৮॥ অন্নং ব্রহ্মা (অন্নকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপে দর্শন করিবে) রসো বিষ্ণুঃ (অন্নের অভ্যন্তরস্থ রসকে বিষ্ণুরূপে গ্রহণ করিবে) ভোক্তা দেবঃ গুরুঃ স্বয়ং (এবং এই অন্ন ও রসের ভোক্তা—গ্রহীতা সাক্ষাৎ শিবরূপী গুরু বলিয়া জানিবে)।

স্থূল অন্ন নামরূপাত্মক, সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং মনের গ্রাহ্য। তাই স্থূলের স্রষ্টা ব্রহ্মা ইহার অধিপতি—পালক। এই স্থূল অন্নের অন্তর্নিহিত যে রসপ্রবাহ—যে আস্বাদন তাহার অনুভব হয় হৃৎক্ষেত্রে—বিষ্ণু স্থানে, এবং এই আস্বাদনের অনুভব সর্ব্বদেহময় বিশালতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রাণদেবতা বিষ্ণুই ইহার আধিপত্য করিয়া থাকেন। আর এই স্থূল এবং সূক্ষ্মবোধ যে ভূমিতে বিধৃত হয় উহা বিজ্ঞানময় গুরুর জ্ঞান ভূমি তাই অন্নরসের ভোক্তা জ্ঞানরাজ্যের দেবতা মহেশ্বর গুরুই।

৯। হোমের মন্ত্রে ইহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০। আমার সমস্ত অর্পণ ব্রহ্মময় হউক।

---

* স্ত্রী দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিতে হইলে "ভোক্ত্রী দেবী মাতা স্বয়ং" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

প্রণাম—ওঁ প্রিয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ ॥১১॥

ওঁ মাতা পিতা ভয়ত্রাতা জননী জনতারিণী।
সঙ্কটে ত্রাহি শঙ্করি ক্ষেমঙ্করি নমোঽস্তু তে ॥১২॥

১১। পুণ্ডরীকাক্ষ (পুণ্ডরীক বা নীল পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চক্ষু যাঁহার) সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরঃ (এবং সকল যজ্ঞের অধীশ্বর যিনি) হরিঃ (যিনি হরি—সকলের চিত্ত হরণ করেন) প্রীয়তাং (তিনি প্রীত—সন্তুষ্ট হউন) [কারণ] তস্মিন্ তুষ্টে (তিনি তুষ্ট হইলে) জগৎ তুষ্টং (ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত হয়) প্রীণীতে (তিনি প্রীত হইলে) জগৎ প্রীণীতং (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রীত হয়)।

যাঁহার দৃষ্টি অচঞ্চলভাবে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিস্ফারিত সেই সর্ব্ব-ব্যাপক পরমেশ্বর আমার নিবেদিত অন্ন গ্রহণে তৃপ্ত হইলে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত বিশ্বসংসার অন্নাভাবজনিত দুঃখ জ্বালা হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করিবে।

১২। মাতা পিতা ভয়ত্রাতা (তুমি একাধারে আমার পিতা মাতা এবং ভয় হইতে ত্রাণকর্ত্তা) জননী জনতারিণী (তুমি বিশ্বের জননী এবং বিশ্ববাসীর পরিত্রাণকারিণী) শঙ্করি (হে মঙ্গলময়ী মা) ক্ষেমঙ্করি (সতত কল্যাণকারিণি) সঙ্কটে (ভবসাগরে নিমজ্জমান আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে) ত্রাহি (রক্ষা কর) নমোঽস্তু তে (তোমাকে নমস্কার)।

সংসারের দুঃখ তাপে জর্জ্জরিত সন্তান আজ মাকে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকে পিতা মাতা ভয়ত্রাতা বলিয়া নানা অভিধানে প্রাণের আবেগে সম্বোধন করিতেছে। উদ্দেশ্য—তাহার জীবত্বের এই মহাপাশরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মাতাপুত্র মিলনের অমৃতময় রসসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে; জীবত্বের জ্বালা—বন্ধনের পীড়া চিরতরে অবসান প্রাপ্ত

শান্তি মন্ত্র ঃ—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥১৩॥

ওঁ পূর্ণম্। ওঁ পূর্ণম্ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিরোম্ ॥১৩ক ॥

হইবে; মুক্তিমন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থিতিলাভ করিয়া জীবনধারণ সার্থক করিবে।

১৩॥ পূর্ণং অদঃ (ঐ পরমাত্মা পূর্ণ) পূর্ণং ইদং (এই আমি ও বিশ্ব-সংসারও পূর্ণ) পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে (ঐ পূর্ণ ব্রহ্ম হইতেই এই পূর্ণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে) পূর্ণস্য পূর্ণং আদায় (পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে) পূর্ণং এব অবশিষ্যতে (পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে)।

ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির অগম্য পরমাত্মসত্তা নিজের দ্বারা নিজে পরিপূর্ণ; এবং এই পরমাত্মা হইতেই অর্থাৎ এই পরমাত্ম-উপাদানেই এই দৃশ্য-বিশ্ব সৃষ্ট হওয়ায় এই বিশ্ব বা বিশ্ববাসী জীবও পূর্ণ অর্থাৎ তাহার উৎস পরব্রহ্মের পূর্ণতা লাভের সম্পূর্ণ অধিকারী। আর এই পূর্ণব্রহ্ম নিজ উপাদানে এই বিশ্ব সৃজন করিয়াও নিজ অঙ্গহানিরূপ দোষ বা বিকারে দুষ্ট বা বিকৃত হন না। কারণ পূর্ণ সত্তা হইতে কিছু গৃহীত হইলেও সে সত্তার পূর্ণতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। জাগতিক বস্তুতে এতাদৃশ দোষ দৃষ্ট হইলেও পরমাত্মক্ষেত্র এই দোষ হইতে চিরনির্মুক্ত, ইহাই পরমাত্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

১৩ক॥ এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান অধিগত হইলে জগতের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ জ্বালা হইতে চিরশান্তি পাওয়া যায়।

বীজ, গায়ত্রী, ধ্যান ও প্রণামের মন্ত্র।

গণেশের বীজ—গং

গণেশের গায়ত্রী—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

গণেশের ধ্যান—ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্।
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরম্।
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥

প্রার্থনা— ওঁ বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্য্যকোটিসমপ্রভ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু মে দেব শুভকার্য্যেষু সর্ব্বদা॥

ধ্যানের অর্থ॥—যিনি খর্ব্বাকৃতি, স্থূলদেহবিশিষ্ট, গজেন্দ্রবদন (গজরাজের মুখই যাঁহার মুখ), লম্বোদর, সুন্দর এবং ভ্রমরগণ যাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত মদের (Ichor) গন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া তদীয় গণ্ডস্থলকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে এবং যিনি দন্তাঘাতে রিপুগণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহার রক্তে সিন্দুর বর্ণে শোভিত হইয়াছেন সেই পার্ব্বতীসুত সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধিদাতা, মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী গণপতিকে আমি বন্দনা করি।

প্রার্থনা—হস্তিশুণ্ডসমন্বিত হওয়ায় তোমার আনন বক্রভাবাপন্ন; তুমি বিরাট দেহবিশিষ্ট, কোটিসূর্য্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন দেবতা, তুমি সর্ব্বদা আমার শুভ কর্ম্মসমূহ বিঘ্নশূণ্য কর। (তোমার প্রসাদে আমার শুভ কর্ম্মসমূহ যেন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারি)॥

প্রণাম—দেবেন্দ্র-মৌলিমন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজ-রেণবঃ॥

শিবের বীজ—হৌং

শিবের গায়ত্রী—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

শিবের ধ্যান—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

প্রণাম—যাঁহার পাদপদ্মরেণু দেবরাজ ইন্দ্রের শিরে বিন্যস্ত মন্দার পুষ্পের মধুকণায় রঞ্জিত হইয়াছে সেই বিঘ্নবিনাশক গণপতির পদরেণু (আমাদের) বিঘ্ন হরণ করুক!

ধ্যানের অর্থ—যিনি মহেশ্বর, রজত পর্ব্বতসদৃশ শুভ্র বর্ণ যাঁহার, শিরে চারু চন্দ্র ভূষণরূপে যিনি ধারণ করিয়াছেন, রত্নতুল্য উজ্জ্বল যাঁহার দেহ, চারি হস্তে কুঠার মৃগমুদ্রা বর ও অভয় যিনি ধারণ করিয়াছেন, যিনি নিয়ত প্রসন্ন, পদ্মের উপর উপবিষ্ট, যাঁহাকে চারিদিক হইতে দেবতাগণ স্তব করিতেছেন, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, বিশ্বের আদি এবং বিশ্বের বীজ, সকল ভয়নাশক, পঞ্চমুখ ও ত্রিলোচন তাঁহাকে নিত্য ধ্যান করিবে।

প্রণাম—নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ॥

প্রার্থনা—করচরণকৃতং বা কায়জং * কর্ম্মজং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম্
বিহিতং অবিহিতং ‡ বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

প্রণাম—করণ, উপাদান ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ কারণের হেতু, মঙ্গলময় শান্ত শিব তোমাকে আমি আত্মনিবেদন করিতেছি—আমার নিজেকে তোমার চরণে উৎসর্গ করিতেছি, তুমি একমাত্র গতি।

শিব জ্ঞানময় পুরুষ মৃত্যুঞ্জয়—তিনিই মুক্তিদাতা। শান্তিকামী জীবের তিনিই আশ্রয়। এই শিব ভিন্ন—গুরু ভিন্ন—জ্ঞান ভিন্ন জীবের অন্য কোথাও শান্তি নাই।

প্রার্থনা—হস্ত পদ প্রভৃতি দেহের অঙ্গ অথবা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল সঙ্গত বা অসঙ্গত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি তাহা তুমি (কৃপাপূর্ব্বক) ক্ষমা কর। হে দয়ার সাগর, বিশ্বেশ্বর শম্ভু, তোমার জয় হউক।

---

*পাঠান্তর—বাক্কায়জং। ‡ পাঠান্তর—বিদিতং অবিদিতং।

শিবরাত্রি পূজার বিশিষ্ট মন্ত্র—

১। প্রথম প্রহরে—স্নান—দুগ্ধদ্বারা—ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ

জলদ্বারা—ওঁ পশুপতয়ে নমঃ। (প্রতিবারেই এই মন্ত্র পড়িয়া এক একবার জল দিয়াও স্নান করাইবে)।

অর্ঘ্য—ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপ-পরায়ণঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর ॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শিবায় নমঃ ॥ (প্রতিবারেই)

২। দ্বিতীয় প্রহরে—স্নান—

দধিদ্বারা—ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ।

অর্ঘ্য—ওঁ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ ॥

৩। তৃতীয় প্রহরে—স্নান—

ঘৃতদ্বারা—ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ।

অর্ঘ্য—ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত গৃহাণ মে ॥

১। হে দেবদেব মহেশ্বর, পূজা ও জপতৎপর আমি বিধিমত শিবরাত্রি ব্রত পালন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

২। যিনি সর্ব্বরূপ পাপ বিনষ্ট করেন সেই মঙ্গলময় প্রশান্ত পুরুষকে আজ এই শিবরাত্রিতে অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।—হে উমাপতি, তুমি প্রসন্ন হও।

৩। হে পার্ব্বতীনাথ, আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া জগদ্ভোগ হইতে সুখ শান্তি সঞ্চয় করিব এই প্রত্যাশা করিয়া বিফল মনোরথ

৪। চতুর্থ প্রহরে—স্নান—

মধুদ্বারা—ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ।

অর্ঘ্য—ওঁ ময়াকৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা—

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, প্রাণ ও জীব এই অষ্টবিধ শিবমূর্ত্তি। শিবই—জ্ঞানই এই অষ্টাকারে আকারিত, এই জ্ঞানে পূজা করিতে হইবে।

ওঁ সর্ব্বায় সর্ব্বানন্দায় নমস্তে ক্ষিতিচিন্ময়।
ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ভূমি সত্য ॥১॥
ওঁ ভবায় ভবানন্দায় নমস্তে জলচিন্ময়।
ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ জল সত্য ॥২॥
ওঁ রুদ্রায় রুদ্রানন্দায় নমস্তে অগ্নিচিন্ময়।
ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ অগ্নি সত্য ॥৩॥
ওঁ উগ্রায় উগ্রানন্দায় নমস্তে বায়ুচিন্ময়।
ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ বায়ু সত্য ॥৪॥

হইয়াছি। জগতের সঙ্গে ব্যবহারময় হইতে গিয়া ভাগ্যে মিলিয়াছে ত্রিবিধ জ্বালা—যত কিছু দুঃখ দৈন্য, তাই নিরুপায় হইয়া আজ এই শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে তোমায় আত্মনিবেদন করিতেছি, হে উমাকান্ত, তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

৪। হে শঙ্কর, আমি ইহ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহু পাপ সঞ্চয় করিয়াছি—তুমি তাহা হরণ কর। হে উমাকান্ত, আজ এই শিবরাত্রিতে প্রদত্ত আমার অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর। তোমাকে প্রণাম।

ওঁ ভীমায় ভীমানন্দায় নমস্তে ব্যোমচিন্ময় ।
ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ । ওঁ আকাশ সত্য ॥৫॥
ওঁ সোমায় সোমানন্দায় নমস্তে মনঃ চিন্ময় ।
ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ । ওঁ মন সত্য ॥৬॥
ওঁ সূর্য্যায় সূর্য্যানন্দায় নমস্তে প্রাণচিন্ময় ।
ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ । ওঁ প্রাণ সত্য ॥৭॥
ওঁ জীবায় জীবানন্দায় নমস্তে জীবচিন্ময় ।
ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ । ওঁ পূজক সত্য ॥৮॥

ব্রহ্মার ধ্যান—পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ
অক্ষমালাং স্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্
বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ ॥

মন্ত্র ।— ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।

প্রণাম ।— ওঁ বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সূরয়ে ।
কমণ্ডলু মালা স্রুক্ স্রুব্ হস্তায় তে নমঃ ॥

ব্রহ্মার ধ্যানের অর্থ ॥—ব্রহ্মাকে পদ্মাসনে আসীন, শিরে জটাভার-মণ্ডিত ও চারিহস্তযুক্তরূপে চিন্তা করিবে। তাঁহার চারিহস্তে যথাক্রমে রুদ্রাক্ষমালা, যজ্ঞে আহুতি-প্রদান-সাধক দারুময় স্রুব্, বেদগ্রন্থ ও কমণ্ডলু বিদ্যমান। তাঁহার পরিধানে মৃগচর্ম্ম এবং পার্শ্বে হংস রহিয়াছে।

প্রণামের অর্থ ॥—যিনি বেদকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ বেদবিজ্ঞান যাঁহার করতলগত, যিনি অতিশয় পণ্ডিত, যাঁহার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য ত্রিজগৎ নিয়ত সমুৎসুক সেই কমণ্ডলু, রুদ্রাক্ষমালা, স্রুক্ ও স্রুব্ (যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান-সাধক দারুময় পাত্র বিশেষ) ধারী ব্রহ্মাকে প্রণাম।

অগ্নির ধ্যান—পিঙ্গভ্রূ শ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।

প্রণাম— ওঁ সর্ব্বতঃ পানিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

পার্থসারথির বীজ—ওঁ ক্লীং

পার্থসারথির গায়ত্রী—ওঁ বিশ্ব-বিমোহনায় বিদ্মহে পরিত্রাতায়
ধীমহি তন্নঃ শান্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

পার্থসারথির ধ্যান—

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা।
শল্য-গ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্ত্তিনী।
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥

অগ্নির ধ্যানের অর্থ ॥—অগ্নিদেবের ভ্রূ, শ্মশ্রু (দাড়ি), চুল ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণের শরীর ও উদর স্থূল, বর্ণ লোহিতাভ। তিনি ছাগবাহন, অক্ষমালাধারী, সপ্তশিখাযুক্ত ও প্রভূত শক্তির ধারক।

প্রণামের অর্থ ॥—তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, শির ও মুখ সর্ব্বতোপ্রসারী অর্থাৎ বিশ্বের যেখানে যত বস্তুনিচয় আছে তাহার সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বাবয়ব অগ্নির অর্থাৎ তেজের অস্তিত্বে ভরপুর। তাই ইনি বিশ্বরূপ ও মহান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে ইহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

ধ্যানের অর্থ ॥—কুরুক্ষেত্ররূপ যে রণ-নদীতে ভীষ্ম দ্রোণ দুইটি তীর জয়দ্রথ জল, গান্ধাররাজ নীলপদ্ম, শল্য কুম্ভীর, কৃপ খরস্রোত, কর্ণ উত্তাল তরঙ্গ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ভয়ঙ্কর মকরদ্বয় এবং দুর্য্যোধন আবর্ত্ত রূপে ছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ার জন্য পাণ্ডবগণ সেই রণনদী

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

পার্থসারথির প্রণাম—কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্তং অগতীনাং গতির্ভব।
সংসারার্ণব-মগ্নানাং প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥

বিষ্ণুর বীজ—ওঁ

বিষ্ণু-গায়ত্রী—ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

বিষ্ণুর ধ্যান—ওঁ শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশম্।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্ ॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্ ॥

নিশ্চিন্তরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। (সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি ধ্যান করিতেছি সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য।)

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও পবনদেব দিব্য স্তব দ্বারা যাঁহার স্তব করেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্ সহিত বেদ দ্বারা যাঁহার মহিমা গান করেন, যোগিগণ ধ্যানে তদ্গত-চিত্ত হইয়া যাঁহাকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরগণ যাঁহার তত্ত্ব অবগত নহেন, সেই পরম দেবতাকে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে) প্রণাম করি ॥

প্রণাম—হে কৃষ্ণ! তুমি দয়াময়, যাহাদের কোন গতি নাই তাহাদের তুমি গতি স্বরূপ! হে পুরুষোত্তম! যাহারা সংসাররূপ সাগরে মগ্ন তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হও ॥ (আমার প্রতিও প্রসন্ন হও।)

প্রণাম— মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ত্বৎসমো নাস্তি পাপহা।
ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্দ যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥

নারায়ণের বীজ—ওঁ

নারায়ণের গায়ত্রী—ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

নারায়ণের ধ্যান—ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী,
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্র ॥

প্রণাম— ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

বিষ্ণুর ধ্যানের অর্থ॥—যিনি প্রশান্ত, অনন্তশয্যায় শায়িত, যাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি, যিনি সুরেশ্বর, বিশ্বের আধার এবং গগন সদৃশ ভূমা, যাঁহার শুভ অঙ্গের আভা মেঘবর্ণবৎ, সেই কমলনয়ন যোগিগণের পরমধ্যেয় ভবভয়হারী শ্রীপতি সর্ব্বলোকপ্রভু শ্রীবিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি।

বিষ্ণুর প্রণামের অর্থ॥—হে গোবিন্দ! আমার মত পাতকী আর কেহ নাই, তোমার মত পাপহারীও আর কেহ নাই, ইহা বুঝিয়া আমার যে ব্যবস্থা করা উচিত, তাহাই তুমি কর।

ধ্যানের অর্থ॥—যিনি সূর্য্যমণ্ডলে (জ্যোতিঃরূপে) অবস্থিত, যাঁহার বাহুতে কেয়ূর (বাজু), কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, মস্তকে মুকুট এবং বক্ষে হার বর্ত্তমান রহিয়াছে, যিনি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল দেহবিশিষ্ট এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ, তাঁহাকে ধ্যান করিবে।

প্রণামের অর্থ॥—যিনি আমার প্রিয়তম পরমাত্মা, যিনি গো,

কৃষ্ণ বীজ— ক্লীং

কৃষ্ণের গায়ত্রী—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।

কৃষ্ণের ধ্যান—ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংশশ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

প্রণাম— ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥১॥

ব্রাহ্মণ এবং জগতের একান্ত হিতকারী সেই পরমাত্মা গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বারবার প্রণাম করি।

ধ্যানের অর্থ॥—প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের ন্যায় যাঁহার অঙ্গের কান্তি, চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার মুখ, যিনি ময়ূরপুচ্ছকে শিরে ভূষণরূপে ধারণ করেন, যাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, যিনি বৃহৎ কৌস্তুভমণি গলদেশে ধারণ করিতেছেন, যিনি পীতবসনধারী ও সুন্দর, গোপিগণ নীলপদ্মসদৃশ নিজ নিজ চক্ষু দ্বারা যাঁহার রূপ ধ্যান করে, যিনি গো ও গোপসমূহে পরিবেষ্টিত, যিনি সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বেণুবাদনে নিরত এবং সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট ভূষণধারী সেই গোবিন্দকে (আমি) ভজনা করি।

প্রণাম॥—১॥ যিনি কৃষ্ণ—ভক্তের হৃদয়কে কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, যিনি বাসুদেব—(বাসুদেব সর্ব্বমিতি) অনন্তরূপ বস্তুতে—পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন, যিনি হরি—জীবের পাপ তাপ হরণ করেন, যিনি পরমাত্মস্বরূপ, যিনি দুঃখনাশক সেই গোবিন্দকে প্রণাম করি।

ওঁ অনন্তসংসার-মহাসমুদ্রে
নিমগ্নমপ্যুদ্ধর বাসুদেব।
অনন্তরূপে বিনিযোজয়স্ব
অনন্তরূপায় নমো নমস্তে ॥২॥

প্রণাম— ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩॥

সূর্য্যের বীজ—হ্রীং

সূর্য্য-গায়ত্রী—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি
তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

ধ্যান— ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥

২। এই অকূল সংসারমহাসমুদ্রে আমি নিমগ্ন, হে বাসুদেব, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। এই সংসার সমুদ্রে আমায় ডুবাইয়া না রাখিয়া—আমার ভোগ্য বলিয়া জগতকে ভোগ করিতে না দিয়া, তুমিই যে অনন্তরূপে সাজিয়া রহিয়াছ ইহা বুঝিতে দাও। হে অনন্তরূপময়! তোমার লীলার—তোমার রূপের সীমা আমি কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

৩। পূর্ব্ব ব্যাখ্যা দেখ।

ধ্যান—যিনি রক্তিম পদ্মাসনে উপবিষ্ট, অনন্ত মহিমার একমাত্র সিন্ধু, যিনি নিজ করকমলে বর ও অভয়রূপ দুইটি পদ্ম ধরিয়া রাখিয়াছেন

প্রার্থনা—মাকরী সপ্তমী তিথিতে—

যদ্ যদ্ জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু
তন্মে রোগং চ শোকং চ মাকরী হন্তু সপ্তমী।
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্! অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

সূর্য্যার্ঘ্য— ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়॥

যাঁহার শিরে মণি-মাণিক্য শোভা পাইতেছে, যাঁহার অঙ্গজ্যোতি অরুণাভ এবং যিনি ত্রিলোচন—সমস্ত বিশ্বের অধীশ্বর সেই সূর্য্যদেবকে আমি ভজনা করি।

প্রার্থনা॥—যে যে জন্মে আমি যে সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছি (তাহা আমি জানি বা না জানি) রোগ শোকাদিরূপ আমার সেই সমস্ত পাপরাশি মাকরী সপ্তমী ধ্বংস করুক। (অর্থাৎ মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিকে অবলম্বন করিয়া যে শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেই শক্তি আমার মধ্যে আজ আবির্ভূত হইয়া আমার পূর্ব্ব সপ্ত অর্থাৎ অসংখ্য জন্মের অনুষ্ঠিত জ্ঞাত বা অজ্ঞাত পাপকর্ম্মসকল বিনাশ করুক এবং তাহারই ফলে আমি যেন নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ হইতে পারি।

জ্যোতির্ম্ময় পাত্রদ্বারা অর্থাৎ তথাকথিত সৌন্দর্য্যময় বহুত্বদ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আবৃত আছে। হে পূষন্—বিশ্বের পরিপোষক সূর্য্য! তুমি সেই দ্বার উন্মুক্ত কর, সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ আমি তাহা দর্শন করি।

ওঁ নমো জগৎসবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে।
জগৎ-প্রসূতি-স্থিতি-নাশহেতবে, বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥

প্রণাম— ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

ব্রহ্ম বীজ— ওঁ

ব্রহ্ম গায়ত্রী—ওঁ পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি
তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ ॥১॥
ওঁ সৎস্বরূপায় বিদ্মহে চিৎস্বরূপায় ধীমহি
তন্ন আনন্দঃ প্রচোদয়াৎ ॥২॥

ব্রহ্ম ধ্যান— ওঁ হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জনন-মরণভ্রংশি সচ্চিদানন্দরূপং
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ॥

সূর্য্যার্ঘ্য ও প্রণাম—পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে দেখ।

তুমি জগতকে প্রসব করিয়াছ অর্থাৎ তুমি তোমার আত্ম-উপাদানেই এই বিশ্বকে সৃজন করিয়াছ। তুমি জগতের একমাত্র চক্ষু অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা জীব যেমন বস্তুসমূহ দর্শন করে তেমনি তোমার আবির্ভাবে জগত প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাই তুমিই যথার্থ জগতের চক্ষুস্বরূপ। তুমি ত্রয়ীময় অর্থাৎ প্রকাশ গতি ও রূপ এই ত্রিভাবময়। সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণাভিমানিনী চেতনাকে তুমিই ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, সুতরাং বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের তুমি কারণ। তাইঋষি তোমাকে ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরাত্মক বা জন্ম পালন ও নিয়মন-শক্তির অভিমানী আত্মা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। তোমাকে প্রণাম করি।

প্রণাম— ওঁ নমো বেদান্তবেদ্যায় ভাবাভাবপরায় চ।
সৎ-চিৎ-আনন্দরূপায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥

হৈমবতী মা'র বীজ—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রীং।

হৈমবতী মা'র গায়ত্রী—ওঁ হৈমবত্যৈ বিদ্মহে মোক্ষদায়ৈ ধীমহি
তন্নঃ মোক্ষঃ প্রচোদয়াৎ।

হৈমবতী মা'র আবাহন মন্ত্র—আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে
ব্রহ্মবাদিনী,
গায়ত্রী-চ্ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি-নমোঽস্তুতে॥

হৈমবতী মায়ের ধ্যান—তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং
হৈমবতীং শরণমহং প্রপদ্যে।
সুতরসি তরসে স্বাহা॥

ব্রহ্মধ্যানের অর্থ—যিনি হৃৎপদ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, নির্ব্বিশেষ, নিশ্চেষ্ট, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যাঁহাকে জানেন, যোগিগণ ধ্যানদ্বারা যাঁহাকে অনুভব করেন, যিনি জন্মমৃত্যু নিবারণ করেন, সত্য জ্ঞান ও আনন্দই যাঁহার স্বরূপ ও যিনি সমস্ত ভুবনের বীজস্বরূপ সেই চৈতন্যময় ব্রহ্মকে আমি ভজনা করি।

প্রণাম—বেদের অন্তে যিনি অনুভবযোগ্য অর্থাৎ বেদন বা অনুভূতির চরম সীমায় পৌঁছাইলে যাঁহার আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, সমস্ত ভাব ও অভাবের উর্দ্ধে যিনি অবস্থিত, যিনি সত্তা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ সেই পরমাত্মা ব্রহ্মকে আমি প্রণাম করি।

হৈমবতী মার ধ্যান—জীবের কর্ম্মফলের দ্বারা সেবিতা হইয়া (অর্থাৎ

হৈমবতী মায়ের ২য় ধ্যান—য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

প্রার্থনা— কেবলানুভবানন্দরূপেন পরমেশ্বরী।
আবির্ভূয় পরং ব্রহ্ম কুরু মাং মুক্ত-বন্ধনং ॥

সূক্ত—ওঁ উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষাইব। মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ। ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রীং হৈমবত্যৈ স্বাহা ॥

জীবের কর্ম্মফলের দোষে) যিনি (যে আত্মা) দীপ্তিহীনা হন এবং পুনঃ তপস্যা প্রভাবে যিনি অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন, সেই হৈমবতী মায়ের আমি শরণ লইতেছি। হে জননি! আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর। আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

২য় ধ্যান—যিনি এক ও বর্ণবিহীন, যিনি নানা বিচিত্র শক্তির সহায়ে সৃষ্টিকালে অনেক প্রকার পদার্থ বিধান করেন, প্রলয়কালে যাঁহাতে বিশ্ব বিলীন হয় এবং স্থিতিকালে যাঁহাতে অবস্থান করে—তিনিই স্বয়ংজ্যোতি পরমাত্মাস্বরূপ। তিনি আমাদিকে শুভবুদ্ধিতে যুক্ত রাখুন।

প্রার্থনা—হে পরমেশ্বরি জননি! তুমি কেবল নির্ম্মল আনন্দস্বরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাকে জীবত্বের বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত কর।

সূক্ত—হে ইন্দ্র! তুমি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রভাতকালীন সূর্য্য যেমন জগৎকে আলোকিত করে, তুমি সেইরূপ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই দুই লোককে নিজ প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছ। এমন যে তুমি সেই

প্রণাম— প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ পুত্রবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি হৈমবতি নমোঽস্তুতে॥

দুর্গা বীজ— হ্রীং

দুর্গা গায়ত্রী— ওঁ মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥১॥
ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে চণ্ডীকায়ৈ ধীমহি
তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ॥২॥

দুর্গার আবাহন—আগচ্ছ পরমানন্দে জগদ্‌ব্যাপিনি জগন্ময়ি।

দুর্গার বোধনমন্ত্র—উত্তিষ্ঠ মাতঃ স্বগুণৈর্মহিম্না।
পুত্রান্ প্রবুদ্ধান্ কুরু নিজশক্ত্যা ॥

তোমাকে এই মঙ্গলময়ী জননী জন্মদান করিয়াছেন অর্থাৎ তুমি এই চিন্ময়ী আনন্দময়ী মায়ের সত্তা হইতে জাত হইয়াছ। তুমি যখন আমার এই মা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তখন তিনি নিশ্চয়ই ভদ্রা জননী। সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়-কারিণী হৈমবতী মাকে আত্মনিবেদন করিতেছি।

আবাহন॥—হে পরমানন্দস্বরূপিণি, বিশ্বব্যাপিনি, বিশ্বেশ্বরি তুমি এস, আমার হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ কর।

বোধন মন্ত্র॥—মা! তোমাকে জাগাইবার মত শক্তি আমাদের বিন্দুমাত্রও নাই, তুমি নিজগুণে—নিজ মহিমায় উঠ—জাগ। তোমার অজ্ঞ সন্তানদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য—আত্মজ্ঞানের অমল আলোকে আলোকিত করিবার জন্য তুমি তোমার আত্মশক্তির প্রকাশ কর। আমরা নিজের শক্তিতে জাগিতে পারি না—তোমাকে বুঝিতে পারি না, তুমি তোমার শক্তিতে আমাদিগকে জাগাও—স্বীয় মহিমা বুঝাইয়া দাও।

দুর্গার ধ্যান—ওঁ জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্ ।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্ ।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্ ॥
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ ॥
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্ ॥
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্য্যদন্ত্রবিভূষিতম্ ।
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্ ॥
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটি-ভীষণাননম্ ।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥

ধ্যান ॥—যিনি জটাজুটসমন্বিতা (অর্থাৎ ভোগ বা নিম্নাভিমুখিগতি-রূপ জটা এবং অপবর্গ বা মুক্তিমুখিগতি-রূপ জুটদ্বারা যাঁহার শিরোদেশ সুশোভিত), যাঁহার শিরে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে (অর্থাৎ কেবল সত্তারূপিণী নির্ব্বিকারা মা হইয়াও নামরূপাত্মক বিশ্ববৈচিত্র্যকে যিনি শিরোভূষণরূপে আদরে ধারণ করিয়াছেন), যিনি ত্রিনয়নী (অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই ত্রিকাল যিনি যুগপৎ দেখিতে পান কিম্বা

দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দুর্গাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥

স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন অবস্থা যাঁহাতে যুগপৎ বিধৃত), যাঁহার অঙ্গকান্তি অতসীপুষ্পের ন্যায় (হরিদ্রাভ), যাঁহার অবস্থিতি সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁহার নয়নের দৃষ্টি অতিশয় স্নেহ-ব্যঞ্জক, যিনি (চির-পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়াও) চিরযৌবনসম্পন্না, 'সর্ব্ব' অর্থাৎ বহুত্বরূপ আভরণে যিনি নিত্য অলঙ্কৃতা, যাঁহার দন্তসমূহ অতি কমনীয় এবং (পুত্রস্নেহের পীড়নে) যাঁহার উন্নত স্তনযুগল ভারাক্রান্ত হইয়া ক্ষরণোন্মুখ হইয়াছে, (ভাব বাক্য ও রূপ এই ভঙ্গিমাত্রয়ে আত্মপরিচয় দিতে গিয়া) যাঁহার দেহ ত্রিভঙ্গিময় আকার ধারণ করিয়াছে, যিনি (জীবত্বের অহঙ্কাররূপ) মহিষাসুরকে মর্দ্দিত করিয়াছেন, যাঁহার দক্ষিণ দিকের হস্তসমূহে—ত্রিশূল এবং তাহার নিম্নে যথাক্রমে খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি-অস্ত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাঁহার বাম হস্তেও খেটক (ঢাল), ধনু, পাশ, অঙ্কুশ (হস্তীশাসনের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রবিশেষ) এবং ঘণ্টা বা কুঠার রহিয়াছে; সেইরূপ যাঁহার নিম্নদিকে শিরহীন মহিষ দৃষ্ট হইতেছে—এই বিচ্ছিন্নশির মহিষের দেহ হইতে খড়্গহস্তে এক দানব উদ্ভূত হইয়াছে, সেই দানবের বক্ষস্থল শূলাঘাতে নির্ভিন্ন হওয়ায় বহিরাগত অস্ত্রসমূহের (নাড়িভুঁড়ির) দ্বারা সে বিভূষিত হইয়াছে, তাহার অঙ্গ রুধিরপাতে রক্তাক্ত হইয়াছে, তাহার ক্রোধকষায়িত নেত্র হইতে যেন রক্ত বিচ্ছুরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, দেবীর নাগপাশে তাহার দেহ বেষ্টিত হওয়ায় সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছে—তাহাতে তাহার মুখমণ্ডল ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে এবং সে মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতেছে। দেবীর সঙ্গে তাঁহার

স্তুক্ত ॥—উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব। মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ। ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা ॥

বাহনস্বরূপ একটি সিংহও রহিয়াছে; দেবীর দক্ষিণপাদ (অর্থাৎ অনুকূল দৃষ্টি, সমভাবে এই সিংহের উপর স্থিত রহিয়াছে; এবং তাঁহার বামপদের অঙ্গুষ্ঠ (অর্থাৎ প্রতিকূল দৃষ্টি) কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মহিষের উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে। যিনি দৈত্য দানবের দর্প নাশ করিয়া সতত শত্রু নিধন করিয়া থাকেন, ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা সেই দুর্গাকে এইরূপে ধ্যান করিতে হয়।

প্রত্যেক উপচার অর্পণের সময় দুর্গা পূজার উপরে লিখিত সূক্ত পাঠ করিয়া উপচার অর্পণ করিতে হয়।—

সূক্ত ।।—ইন্দ্র (হে ইন্দ্র!) যৎ (যে তুমি) উভে রোদসী (স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই দুই লোককে) উষা ইব আপপ্রাথঃ (সূর্য্যালোকে উষার মত নিজের তেজের দ্বারা পরিপূরিত করিতেছ) মহীনাং মহান্তং (দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) চর্ষণীনাং সম্রাজং (মানবগণের ঈশ্বর) ত্বা (তোমাকে) জনিত্রী দেবী (জন্মদায়িনী দেবী) অজীজনৎ (জন্মদান করিয়াছেন), ভদ্রা জনিত্রী (কল্যাণময়ী জননী) অজীজনৎ (জন্ম দিয়াছেন)। ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ (যিনি সতীরূপে শিবহীন—জ্ঞানহীন দক্ষযজ্ঞকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন) মহাঘোরায়ৈ (যিনি অসুর নাশের জন্য মা হইয়াও অতি ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন) যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ (কোটি কোটি শক্তিসহযোগে যিনি প্রলয় ঘটাইয়া থাকেন) ভদ্রকাল্যৈ (অথচ যিনি পরম মঙ্গলময়ী শ্যামা মা) [তিনিই] হ্রীং দুর্গায়ৈ (দুর্গতিহরা হৃদ্‌বিলাসিনী দুর্গা—তাঁহাকে) স্বাহা (আমার সর্ব্বস্ব নিবেদন করি))।

প্রার্থনা— তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে।
সুতরসি তরসে নমঃ ॥

সরস্বতীর বীজ—ঐং

সরস্বতীর গায়ত্রী—ওঁ বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে হংসবাহিন্যৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নরগণের অর্থাৎ মরজগতের তুমিই ঈশ্বর। প্রভাতকালীন সূর্য্য যেমন জগৎকে আলোকিত করে, তুমি সেইরূপ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই দুই লোককে নিজ প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছ; এমন যে তুমি সেই তোমাকে এই (জন্মদায়িনী) দেবী জননী জন্মদান করিয়াছেন অর্থাৎ তুমি এই চিন্ময়ী মায়ের সত্তা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এমন তুমি যখন আমার এই মা হইতে জন্মিয়াছ তখন তিনি নিশ্চয়ই ভদ্রা জননী। যিনি সতীরূপে অসংখ্য যোগিনী অর্থাৎ সহকারিণীশক্তি-সমন্বিত হইয়া অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব দক্ষপ্রজাপতির শিবহীন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত যজ্ঞানুষ্ঠান বিধ্বস্ত করিতে গিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন—তিনিই আবার এত প্রলয়ের, এইরূপ ধ্বংসের কারণ হইয়াও জগতের কল্যাণের জন্য সতত আগ্রহশীলা ভদ্রকালীরূপিণী। এই মঙ্গলময়ী দুর্গতিহরা দুর্গা মাকে আমরা আত্মনিবেদন করিতেছি।

প্রার্থনা।।—জীবের কর্ম্মফলের দ্বারা সেবিতা হইয়া যিনি (যেন) দীপ্তিহীনা হন, এবং তপস্বীর তপস্যাপ্রভাবে যিনি প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন এবং স্বরূপতঃ যিনি অগ্নিবর্ণা অর্থাৎ প্রকাশশীলা—জ্ঞানময়ী সেই

সরস্বতীর ধ্যান— ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ দেবতা নঃ ॥

দেবীকে—দুর্গাকে আমি আত্মনিবেদন করি। ভবসাগর হইতে উত্তম রাজ্যে অর্থাৎ মুক্তি ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার অচ্যুত সারথী তুমি জননী। তোমাকে আমার পরিত্রাণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

ধ্যানের অর্থ॥—যিনি নূতন চন্দ্রকলা ধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্বেতবর্ণা, স্তনভারে—পুত্রস্নেহে যিনি আনত হইয়া পড়িয়াছেন এবং যিনি শ্বেতপদ্মে—ভক্তের সাত্ত্বিক হৃদয়ে উপবিষ্টা ও যাঁহার করকমলে উদ্যত লেখনী ও পুস্তক শোভা পাইতেছে সেই বাগ্‌দেবী সমস্ত জ্ঞানধনে অধিকার দিবার জন্য আমাদিগকে রক্ষা করুন।

সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী, তাঁহার শুভ্রকান্তি—বিশুদ্ধ সত্তা ধ্যানের অগম্য, তাই স্নেহে অন্ধা মা পুত্রদের নিকট ধরা দিবেন বলিয়া চন্দ্রকলা ধারণ করিয়া অর্থাৎ নাম ও রূপময় হইয়া প্রকটিত হন। মায়ের এই রূপ ভক্তের পবিত্র হৃদয়েই ধরা পড়ে, তাই মা শ্বেতপদ্মাসনা। বাক্য ও রূপ জ্ঞানময়ীরই প্রকট ভঙ্গিমা—অন্তরে যাহা জ্ঞান তাহাই বাক্য আকারে প্রকাশিত হয়; এই বাক্যই বর্ণ আকারে গ্রন্থে এবং দৃশ্য আকারে বিশ্বে রূপময় হয়। এই ভঙ্গিমাবিকাশ দেখিয়াই ভক্ত বলিলেন—তাঁহার হাতে লেখনী ও পুস্তক। এমন যে দেবী তিনি আমাদিগকে জ্ঞানধনে ধনী করিবার জন্য রক্ষা করুন। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধন এবং জ্ঞানই মায়ের স্বরূপ। তাই মায়ের নিকট প্রার্থনা করিলেন—মা, অজ্ঞ সন্তানগণকে ধরা দিবার জন্য তুমি নামরূপ-আকারে—বাক্য ও দৃশ্য-রূপে আমাদের কাছে

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা ।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দ্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥

প্রণাম— ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥

লক্ষ্মীর বীজ—শ্রীং

লক্ষ্মীর গায়ত্রী—ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি
তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ ॥

লক্ষ্মীর ধ্যান—ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজশৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্ ॥

আবির্ভূতা হইলেও তুমি আমাদের মুক্তির জন্য তোমার জ্ঞানময় স্বরূপেই আজ দাঁড়াও, তাহা হইলেই আমাদের সত্যিকারের রক্ষা হইবে।

যিনি কুন্দফুল, চন্দ্র ও বরফরাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণা, যিনি শ্বেতপদ্মাসনে সমাসীনা, যাঁহার হস্তদ্বয় শ্রেষ্ঠ বীণাদণ্ড দ্বারা শোভিত, যিনি শুভ্র বস্ত্র-পরিহিতা, যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা নিত্য বন্দিতা, যিনি আমাদের জড়তা নিঃশেষরূপে ধ্বংস করেন—সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

প্রণাম ।।—হে সরস্বতি ! তুমি যাবতীয় ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতা, সাক্ষাৎ বিদ্যা-স্বরূপা এবং পদ্মসদৃশনয়না। হে বিশ্বরূপা ! ব্যাপক-দৃষ্টি-সম্পন্না ! তুমি আমায় বিদ্যা দাও। আমি তোমায় প্রণাম করি।

গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥

প্রাণাম— বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥

অন্নপূর্ণা বীজ—হ্রীং

অন্নপূর্ণা গায়ত্রী—ওঁ ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি
তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ॥

অন্নপূর্ণার ধ্যান—ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াম্
অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥

ধ্যান॥—(লক্ষ্মীদেবীর) দক্ষিণভাগে পাশ ও অক্ষমালা এবং বামভাগে পদ্ম ও অঙ্কুশ, তিনি পদ্মাসনে আসীনা শ্রীস্বরূপা, ত্রিভুবনের মাতা, গৌরবর্ণা, সুরূপা ও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা, তিনি বামহস্তে স্বর্ণপদ্ম ধারণ করিয়াছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বরদান করিতেছেন। এইরূপে লক্ষ্মীকে ধ্যান করিবে।

প্রণাম॥—তুমি বিশ্বরূপের ভার্য্যা, তুমি পদ্মধারিণী, পদ্মবাসিনী ও মঙ্গলপ্রদা। তুমি আমাকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে রক্ষা কর। তোমাকে প্রণাম করি।

ধ্যান॥—যিনি রক্তবর্ণা ও বিচিত্রবসন-পরিধানা, যাঁহার চূড়ায় নবচন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, যিনি অন্নদানে নিরত ও স্তনভারে (স্নেহে) অবনত, চন্দ্রশেখর মহাদেবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া যিনি আনন্দিত, সেই ভবদুঃখহারিণী ভগবতীকে ভজনা করি।

অন্নপূর্ণার পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—

এষ অন্নময়ঃ কোষো রক্তমাংসাদি নির্ম্মিতঃ
যদন্নস্য পরিণামস্তদন্নং ত্বং হি চিন্ময়ি।
ন কেবলমেতজ্জন্ম জন্মান্তর শতান্যপি
ত্বয়ৈবান্ন স্বরূপিণ্যা পরিপুষ্টা তনুর্ম্মম ॥
মাতরজ্ঞ কৃতঘ্নোঽহং পুত্রস্তে পরমেশ্বরি
আগতো মলিনঃ শ্রান্তো গৃহাণ কুসুমাঞ্জলিং ॥১॥
এষ প্রাণময়ঃ কোষঃ সদাপব্যয়িতোঽপি মে
পরিপুষ্ট স্ত্বয়া নিত্যং প্রাণশক্তিস্বরূপিণি।
ন কেবলমেতজ্জন্ম জন্মান্তর শতান্যপি
ত্বয়ৈব প্রাণরূপিণ্যা রক্ষিতঃ পোষিতো ভৃশম্ ॥
মাতরজ্ঞঃ কৃতঘ্নস্তে পুত্রোঽহং পরমেশ্বরি
আগতো মলিনঃ শ্রান্তো গৃহ্যতাং কুসুমাঞ্জলিঃ ॥২॥

পুষ্পাঞ্জলি ॥—১। রক্তমাংসময় আমাদের এই স্থূল দেহ যে পার্থিব অন্ন গ্রহণের ফলে নিত্য পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, হে চিন্ময়ি! সেই অন্নমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ তুমিই বিরাজিতা, শুধু আমাদের এই বর্ত্তমান জন্মেই নহে, এইরূপে শত শত পূর্ব্ব জন্ম জীবনেও অন্নস্বরূপিণী মা তোমাদ্বারাই আমাদের শরীর পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মা! আমি অকৃতজ্ঞ, অজ্ঞান বলিয়া এ তত্ত্বের সন্ধান না রাখিলেও তোমার ক্লিষ্ট ও মলিন সন্তানের পুষ্পাঞ্জলি তুমি গ্রহণ কর।

২। হে প্রাণরূপিণী মা! আমাদের যে প্রাণশক্তি নিজ নিজ কর্ম্মদোষে নিয়ত অপব্যয়িত হইতেছে তাহার ক্ষয় ক্ষতি পরিপূরণ তোমার প্রভাবেই

এষ মনোময়ঃ কোষঃ পরিপুষ্ট স্তয়ৈব হি
বিষয়াহাররূপেন নিত্যমিন্দ্রিয় গামিনা।
ন কেবলমেতজ্জন্ম জন্মান্তর শতান্যপি
সংকল্পাদি স্বরূপিণ্যা ত্বয়ৈব পোষিতো ভৃশম্ ॥
মাতরজ্ঞ কৃতঘ্নোঽহং পুত্রস্তে পরমেশ্বরি
আগতো মলিনঃ শ্রান্তো গৃহাণ কুসুমাঞ্জলিং ॥৩॥
কোষোবিজ্ঞানময়াখ্য কোটিজন্ম সুসঞ্চিতঃ
সুখ দুঃখ স্বরূপেন জ্ঞান স্তন্যেন সর্ব্বদা।
এষোঽহমকৃতী পুত্রঃ কৃতঘ্নো মলিনোদীনঃ
আগতশ্চরণে মাতো গৃহাণ কুসুমাঞ্জলিং ॥
অজ্ঞানান্ধ সুতে মাতঃ কৃপয়া দেহি দর্শনং ॥৪॥

সংসাধিত হইয়া থাকে। কেবল এই জন্মেই নহে, শত শত পূর্ব্ব জীবনেও মা তোমার বিরাট প্রাণশক্তি সঞ্চারে আমাদের প্রাণময় দেহ রক্ষা পাইয়া পুষ্টিলাভ করিয়া আসিতেছে। এ জ্ঞানহীন সন্তানের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর।

৩। নিয়ত ইন্দ্রিয়পথে বিষয় আহরণ করিয়া করিয়া জাগতিক জ্ঞান সঞ্চয়রূপ যে মনোময় শরীর আমার তৈয়ারী হইয়াছে ও নিয়ত হইতেছে তাহার মূলে ও ব্যবস্থাপনায় মা একমাত্র তুমিই বিরাজিতা, আমার ইন্দ্রিয়শক্তি ও মননক্রিয়া এবং বাহ্যবিষয় রূপে যে সর্ব্বত্র তুমিই প্রকাশিতা, এ তত্ত্ব যেন আমার নিয়ত উপলব্ধিগম্য হয়। মা, আমার পুষ্পাঞ্জলি রূপে জীবনের সকল অবসাদ ও মালিন্য গ্রহণ কর।

৪। সুখদুঃখময় অসংখ্য জীবনের পুঞ্জীভূত সংস্কারে গড়া আমার দুঃসহ এ জীবনভারে আমি আজ প্রপীড়িত, কিন্তু তথাপি জননী অগ্রগতি ও ঊর্দ্ধগমনের দুর্ব্বার বাসনা আমাকে আজ তোমার রাতুল চরণ

কোষ আনন্দময়াখ্য অনাদি জন্মমূলকঃ
ত্বয়ৈব সিঞ্চিতো মাতর্বিষয়ানন্দ বিন্দুভিঃ।
যাবন্ন পরিপুষ্টোঽহয়ং সম্যগ্ ভবতি চিন্ময়ি
তাবন্নোচ্ছিদ্যতে মূলং ততো যাচে মহেশ্বরি।
কেবলানুভবানন্দ রূপেন পরমেশ্বরি
আবির্ভূয় পরং ব্রহ্ম কুরু মাং মুক্তবন্ধনং ॥৫॥

প্রণাম— অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি ॥

অন্নপূর্ণার স্তব—

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশ-পাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥১॥

সমীপে নিয়া আসিয়াছে। মা, তুমি আমার অজ্ঞানান্ধ চক্ষু জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত কর, আমার পূজা গ্রহণ কর।

৫। কোন্ অনাদি জন্মের আরম্ভ থেকে বিন্দু বিন্দু সঞ্চয়ের ফলে যে আনন্দময় তনু আমার সৃষ্টি হইয়াছে, হে আনন্দস্বরূপিণি জননি, তোমার প্রসাদে উহা যতদিনে না সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করে, ততদিন জীবত্বের মূল উৎপাটিত হইবে না। হে দেবি, তুমি কেবল নির্ম্মল আনন্দস্বরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাকে জীবত্বের বন্ধন হইতে চিরমুক্তি দাও।

প্রণাম॥—জগদম্বিকা অন্নপূর্ণাকে আমি প্রণাম করি। হে দীন দয়াময়ি! তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমাকে ভক্তি-অবনত হইতে দাও।

১। তুমি নিত্যানন্দকারিণী, বর ও অভয়দায়িনী, সৌন্দর্য্যের আকর-

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মৈকনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥২॥
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থ-গোচরকরী ওঁকার-বীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৩॥
দৃশ্যাদৃশ্য-প্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞান-দীপাঙ্কুরী।

স্বরূপা, জাগতিক যাবতীয় পাপ বিধৌত করিয়া তুমি জীবকে পবিত্র করিয়া থাক। তুমি সাক্ষাৎ মাহেশ্বরী, হিমালয় বংশের পবিত্রতাকারিণী, কাশীপুরের অধিশ্বরী, তুমি কৃপাময়ী জননী অন্নপূর্ণা ; তুমি আমাকে (জ্ঞান) ভিক্ষা দাও।

২। তুমি যোগানন্দদায়িনী, শত্রুবিনাশিনী, ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাদায়িনী, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি ভাসমান তরঙ্গের ন্যায় তোমা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তুমি ত্রিভুবনপালিনী, সমস্ত ঐশ্বর্য্যদায়িনী ও মনোরথপূর্ণকারিণী, কাশীপুরের ঈশ্বরী কৃপাময়ী মাতা অন্নপূর্ণা, তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর।

৩। তুমি কৈলাসগিরিগহ্বরবাসিনী, গৌরী, উমা, শঙ্করী, কৌমারী, বেদের অর্থ প্রকাশকারিণী, ওঙ্কার-বীজরূপিণী, মোক্ষদ্বারের কপাট উন্মোচনকারিণী, কাশীপুরের ঈশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণা, তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর।

শ্রীবিশ্বেশ-মনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৪॥
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি।
মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ং ॥৫॥

জগদ্ধাত্রী বীজ—দুং

জগদ্ধাত্রী গায়ত্রী—ওঁ মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ (সিংহবাহিন্যৈ)
ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান—ওঁ সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥
শঙ্খশার্ঙ্গ সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ দধতীং দক্ষিণে করে ॥

৪। তুমি সমস্ত দৃশ্যাদৃশ্য বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাতে ধরিয়া রাখিয়াছ; তুমি বিশ্বলীলারূপ নাটকের অবসান ঘটাইয়া থাক, ভক্তের হৃদয়ে বিজ্ঞানালোক প্রজ্জলিত করিয়া তুমি বিশ্বেশ্বরের চিত্তে তৃপ্তিদান করিয়া থাক। কাশীপুরের ঈশ্বরী কৃপাময়ী মাতা অন্নপূর্ণা, তুমি আমাকে ভিক্ষা দাও।

৫। হে শঙ্করি, অন্নপূর্ণেশ্বরি মা আমার! তোমাতে কখনও কোন কিছুর অভাব নাই বা থাকিতে পারে না, তাই জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং আত্ম-লাভরূপ-সিদ্ধিকামী আমি আজ ভিখারীরূপে তোমার দ্বারে সমাগত। হে পার্ব্বতি! তুমি আমাকে আত্মজ্ঞান ভিক্ষা দিয়া এই জ্বালাময় সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর, আমার জন্মজীবন সার্থক হউক।

রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীং তনুম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥
ত্রিবলী-বলয়োপেত-নাভিনাল-মৃণালিনীম্।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভগগেহিনীম্॥

প্রণাম—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ধ্যানের অর্থ—যিনি সিংহের স্কন্ধে (পৃষ্ঠে) আরূঢ়া, নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, যাঁহার চারিটি বাহু, যাঁহার বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনু এবং যিনি দক্ষিণহস্তে চক্র ও পঞ্চবাণ ধারণ করিতেছেন; যিনি নাগকে যজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি রক্তবস্ত্র পরিহিতা, নারদাদি মুনিগণের দ্বারা অর্চ্চিতা এবং সংসার মধ্যে অতি সুন্দরী, প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে মৃণালের ন্যায় ত্রিবিধ বলী বলয়াকারে শোভা পাইতেছে; (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নামীয় ত্রিবিধ নাড়ী উর্দ্ধে ও নিম্নে বলয়াকারে—আঁকিয়া বাঁকিয়া রহিয়াছে), যিনি সংসার সাগরস্থিত ভক্তের দেহরূপ দ্বীপে হৃদয়-সিংহাসনে ভক্তিরূপ প্রস্ফুটিত পদ্মে সমাসীনা, ভবগেহিনী (ভবই গৃহ যাঁহার) সেই মহাদেবীকে ধ্যান করিবে।

প্রণাম—তুমি সর্ব্ববিধ মঙ্গলেরও মঙ্গলরূপিণী ও কল্যাণদায়িনী এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন তোমা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। তুমি আশ্রিত-পালিকা এবং ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান এই তিন কাল যুগপৎ তোমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। হে গৌরি, তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপা, তোমাকে প্রণাম।

জগদ্ধাত্রী স্তব—

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥ ১ ॥
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ২ ॥
জয়দে জগদানন্দে জগদেক-প্রপূজিতে।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৩ ॥
পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদি-স্বরূপিণি।
স্থূলাতি-সূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৪ ॥
সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৫ ॥

১। হে জগদ্ধাত্রি! তুমি আধার ও আধেয়স্বরূপা, তুমি জগতের ধৃতিশক্তিরূপা এবং জগতের ধুর অর্থাৎ ভার তুমিই বহন করিয়া থাক, তুমি ধ্রুবা, ধ্রুবপদা এবং ধীরা; তোমাকে প্রণাম।

২। তুমি শবাকারা, শক্তিরূপিণী, শক্তিতে তুমি স্থিত, তুমি শক্তিবিগ্রহ, শক্তিপূজকের তুমি প্রিয়; হে দেবি জগদ্ধাত্রি! তোমাকে প্রণাম করি।

৩। তুমি জয়দাত্রী, জগদানন্দরূপা, তুমিই একমাত্র জগতে পূজিত হইয়া থাক, তুমি সর্ব্বময়ী দুর্গা; হে জগদ্ধাত্রি! তোমাকে প্রণাম করি।

৪। তুমি ব্যষ্টিরূপে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু-স্বরূপা এবং দ্বি-অণুকাদি স্বরূপিণী, অর্থাৎ বহু অণু নির্ম্মিত স্থূলবস্তুরূপা, তুমি স্থূল ও অতি সূক্ষ্মরূপা; হে জগদ্ধাত্রি! তোমাকে প্রণাম করি।

৫। তুমি সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্মরূপা, এবং প্রাণ ও অপানাদি পঞ্চবায়ু

কালাদিরূপে কালেশে কালাকাল বিভেদিনি।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥ ৬॥

কালী বীজ—ক্রীং

কালীর গায়ত্রী—ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি
তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥

কালীর ধ্যান—ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃ পাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥

রূপিণী, তুমি ভাব ও অভাবস্বরূপা, হে জগদ্ধাত্রি! তোমাকে প্রণাম করি।

৬। তুমি কালাদিস্বরূপা, কালের ঈশ্বরী, কাল ও অকালের বিভেদ-কারিণী, সর্ব্বস্বরূপা ও সর্ব্বজ্ঞা; হে জগদ্ধাত্রি! তোমাকে প্রণাম করি।

ধ্যান॥—যিনি করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ-কালিকা নামে অভিহিতা, দিব্যা ও মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, যাঁহার বামদিকের নিম্ন ও ঊর্দ্ধদেশস্থ পদ্মসদৃশ হস্তে সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ড ও খড়্গ আছে, এবং দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন হস্তে অভয় ও বরদান করিতেছেন, যিনি মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও দিগ্‌বসনা, গলদেশস্থ মুণ্ডমালা হইতে নিঃসৃত

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিলম্বমানকচোচ্চয়াং।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

রক্তে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অভিরঞ্জিত হইয়াছে, শবদ্বয়কে কর্ণভূষণরূপে ধারণ করিয়া যিনি ভয়ঙ্কর হইয়াছেন, যাঁহার দন্ত ও মুখবিবর ভয়ঙ্কর; যাঁহার উন্নত স্তনদ্বয় স্নেহভরে স্ফীত হইয়াছে, যিনি শবসকলের হস্তসমূহ দ্বারা নিজ কটিদেশকে ভূষিত করিয়াছেন; যিনি হাস্যময়ী, ওষ্ঠ প্রান্ত হইতে রক্তধারা নিঃসৃত হওয়ায় যাঁহার মুখ ভয়ঙ্কর হইয়াছে; যাঁহার রব ভয়ঙ্কর ও মূর্ত্তি অতি ভীষণা; শ্মশান যাঁহার আবাসস্থল; যাঁহার লোচনত্রয় তরুণ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় রক্তিম, যাঁহার দন্ত উন্নত; যাঁহার কেশদাম দক্ষিণ অঙ্গকে আবৃত করিয়া লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে; যিনি শবরূপী মহাদেবের বক্ষোপরি অবস্থিতা; এবং ভীষণ শব্দকারী শৃগাল যাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, যিনি মহাকালের সহিত কেবল আত্মরতিতে নিরতা রহিয়াছেন; যাঁহার মুখ আনন্দে প্রসন্ন হইয়াছে, এবং সদাই হাস্যযুক্ত; সেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদায়িনী কালীকে এইরূপ ধ্যান করিবে।

শিবাষ্টকম্ ।

প্রভুমীশ মনীশমশেষ গুণং, গুণহীন মহীশ গরাভরণম্ (ক)
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ । ১ ।
গিরিরাজ সুতান্বিত বামতনুং তনুনিন্দিত রাজত ভূমিধরং
বিধি বিষ্ণু শিরোধৃত পাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ । ২ ।
শশলাঞ্ছন রঞ্জিত সন্মকুটং, কটিলম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটং
সুর শৈবলিনীকৃত পূতজটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ । ৩ ।
নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখম, মুখপদ্ম বিনিন্দিত কোটিবিধুম্
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ । ৪ ।
বৃষরাজ নিকেতনমাদিগুরং গরলাশনমার্ত্তিবিনাশ করম্ (খ)
বরদাভয় শূল বিষাণ ধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ । ৫ ।
মকরধ্বজ মত্ত মাতঙ্গ হরং করিচর্ম্ম বিলাস বিশেষকরং
স্ফুরদদ্ভুত কীকসমাল্যধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ । ৬ ।
জগদুদ্ভব পালন নাশ করং ত্রিদিবেশ শিরোমণি ঘৃষ্টপদম্ (গ)
প্রিয় মাধব সাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ । ৭ ।

পাঠান্তর ঃ—

(ক) অহীশ গণাভরণম্ (শ্রেষ্ঠ সর্প সমূহ দ্বারা বিভূষিত)

(খ) "আজি বিষাণধরং" (রণস্থলে বাজাইবার জন্য শৃঙ্গ যিনি ধারণ করিয়াছেন ।)

(গ) "করুণেশ গুণত্রয় রূপধরম্" (যিনি করুণা বিতরণে সমর্থ এবং সত্ত্ব; রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় অবলম্বনে ত্রিমূর্ত্তিধারী) ।

ন দেয়ং পুষ্পং সদা পাপচিত্তেঃ (ঘ) পুনর্জ্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো ভজতোঽখিল দুঃখসমূহ হরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌। ৮।

ইতি শ্রীব্যাস বিরচিতং শ্রীশিবাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্‌।

(ঘ) প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং, মুনি-যোগি-মনোঽম্বুজ ষট্‌পদকং (যিনি প্রমথ (শিবসহচর)) দিগের অধিপতি, ভক্তদিগের আনন্দবর্দ্ধক, মুনিযোগিগণের মানসকমলে ভ্রমরের ন্যায় বিচরণশীল)।

১। যিনি প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহ সক্ষম), যিনি সকলের অধিপতি, যাঁহার উপরে কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই, যিনি সকল গুণের আকর হইয়াও তত্ত্বত ত্রিগুণাতীত, সমুদ্রমন্থনে নাগরাজ বাসুকির উদ্গিরিত হলাহল যিনি নিজে গ্রহণ করতঃ বিশ্বকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিয়া নীলকণ্ঠ নামে আখ্যাত হইয়াছেন, যিনি যুদ্ধে ত্রিপুর নামক অপরাজেয় অসুরকে নিহত করিয়াছেন, সেই মঙ্গলদানে নিয়ত তৎপর কল্পতরু স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি।

২। যাঁহার বামভাগে পার্ব্বতী বিরাজিতা, যাঁহার দেহের সমুজ্জ্বল আভায় রজতগিরিও অনুজ্জ্বল প্রতিভাত হয়, যাঁহার পাদযুগল ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই………।

৩। যাঁহার সুন্দর মুকুট চন্দ্রদ্বারা সুশোভিত, বস্ত্ররূপে সুন্দর ব্যাঘ্র-চর্ম্ম যাঁহার কটিদেশে বিলম্বমান, গঙ্গাদেবী যাঁহার জটাজালকে বিধৌত করিয়া পবিত্র করিতেছেন সেই………।

৪। যাঁহার মনোহর বদনমণ্ডল তিনটী লোচনদ্বারা সুশোভিত, যাঁহার মুখপদ্মের সৌন্দর্য্যের কাছে কোটি চন্দ্রের সমষ্টিগত সুষমাও পরাভব স্বীকার করে, যাঁহার ললাটদেশে চন্দ্রকলা শোভা পায়, সেই…।

৫। (ধর্ম্মরূপী) বৃষভরাজের উপরে যিনি অবস্থান করেন, যিনি

ত্রিলোকের আদিগুরু, যিনি জগতের বিনাশকর যাবতীয় কলুষ নিজে আত্মসাৎ করিয়া বিশ্বকে নিয়ত রক্ষা করিতেছেন, যিনি ত্রিশূল ও শৃঙ্গ ধারণ করিয়া শরণাগত সাধককে নিয়ত বর ও অভয় দান করেন সেই... ।

৬। উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় অপরাজেয় মদনকে যিনি ভস্ম করিয়াছেন, যাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বমান হস্তীচর্ম্ম বিধৃত হওয়ায় উহার সবিশেষ শোভা হইয়াছে, যিনি সমুজ্জ্বল ও অদ্ভুত রকমের নরকঙ্কাল দ্বারা মালা রচনা করিয়া উহা ধারণ করিয়াছেন, সেই...... ।

৭। যিনি জগতের সৃজন, পালন ও সংহারের কর্ত্তা, প্রণতিতৎপর স্বর্গনিবাসী দেবগণের মস্তকভূষণগুলি যাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়, যিনি মাধবের একান্ত প্রিয় এবং সাধুজনের একমাত্র গতি সেই· ... ।

৮। যাহারা তোমার তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় সদা পাপপঙ্কে নিমগ্ন তাহারাই তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তোমার প্রয়োজনত ঠাকুর তাদের জন্যই সমধিক ; তাই, হে শম্ভো, তাদৃশ পাপীদিগকে পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু গ্রহণের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর। যে তোমার শরণাগত ভক্ত হয়, তাহার যাবতীয় দুঃখভার তুমি হরণ কর। তাই মঙ্গল দানে নিয়ত তৎপর কল্পতরুস্বরূপ শিব, তোমাকে প্রণাম করি।

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রম্।

বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধ-সময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ১ ॥
বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্‌ নির্ব্বিকল্পং পুন-
র্ম্মায়াকল্পিত দেশ-কাল-কলন-বৈচিত্র্য-চিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—

১। নিদ্রাবস্থায় অন্তরস্থ সংস্কাররাশি যেমন বাহ্যদৃশ্যরূপে অনেকটা প্রত্যক্ষরূপেই প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ মায়াচ্ছন্ন হইয়া যিনি নিজান্তর্গত এই বিশ্বরচনা, দর্পণে প্রতিফলিত নগরীর ন্যায় নিজেতেই বাহ্যদৃশ্যরূপে দর্শন করেন; পুনঃ আত্মস্থ অবস্থাতে কেবল অদ্বয় আত্মস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তারূপে আর কিছু উপলব্ধি করেন না সেই শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি পরম করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই আমি প্রণাম করি।

২। (সৃষ্টির) পূর্ব্বে বীজান্তর্গত বৃক্ষাঙ্কুরের ন্যায় যে বিশ্ব অপ্রকাশিত ছিল, পুনঃ মায়াপ্রভাবে তাহা দেশ কালাদি নানা বৈচিত্র্যে চিত্রিত হইয়া স্থূল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যে মহাযোগী স্বীয় ইচ্ছাবলে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এই প্রপঞ্চময় বিশ্বরূপে আত্মবিস্তার করিতেছেন সেই পরম করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই আমি প্রণাম করি।

যস্যৈক-স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে
সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥
নানাচ্ছিদ্র-ঘটোদরস্থিত মহাদীপ প্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৪ ॥
দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্ত্যা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়াশক্তি-বিলাস-কল্পিত-মহাব্যামোহ-সংহারিণে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৫ ॥

৩। যিনি কেবল সৎস্বরূপ হইয়াও 'অসৎ' রূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহার মূলে রহিয়াছেন, যিনি জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা-জ্ঞাপক "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বেদবাক্যের দ্বারা শরণাগতজনকে সত্যোপলব্ধি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন; যে তত্ত্ব অধিগত হইলে এ জগতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই পরম করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই আমি প্রণাম করি।

৪। অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট ঘটের মধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভার ন্যায় যাঁহার সমুজ্জ্বল জ্ঞান চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বার অবলম্বনে বহিঃ প্রকাশ পায়; যিনি "আমি জানি" এবম্বিধ বেদনে সতত বেদনময় এবং যাঁহার প্রকাশে যেখানে যত কিছু আছে তৎসমুদয়ের প্রকাশ, সেই পরম করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই আমি প্রণাম করি।

৫। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও চঞ্চল বুদ্ধিরূপে স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয় পরমাত্মস্বরূপে উহার কোনই অস্তিত্ব নাই। "আমি স্ত্রী" "আমি

রাহুগ্রস্ত-দিবাকরেন্দু সদৃশো-মায়াসমাচ্ছাদনাৎ
সন্মাত্র করণোপসংহরণতো যোঽভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান ।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥
বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা ।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৭ ॥

বালক" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা "আমিকে" ভ্রান্তিবশতঃ স্ত্রী, বালক, জড়বস্তুর সহিত অন্বিত করিবার যে প্রচেষ্টা ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিপ্রসূত বলিয়া জানিবে। মায়াশক্তির প্রভাবে সৃষ্ট সাধকহৃদয়ের এই নিদারুণ ভ্রান্তি যিনি সমূলে উন্মূলিত করেন সেই পরম করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তকে এই আমি প্রণাম করি।

৬। যেখানে যাহা কিছু সত্তা আছে, তাহাই যাঁহার স্বরূপ, তিনিই আবার রাহুগ্রস্ত সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় যেন মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া সকল ইন্দ্রিয় সংহরণ পূর্ব্বক নিশ্চল সুষুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়েন; সুষুপ্তির অন্তে "আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম" এইরূপ জ্ঞানে পুনঃ যিনি আত্মস্বরূপে ফিরিয়া আসেন, সেই পরম করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই আমি প্রণাম করি।

৭। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং মানব জীবনের অন্যান্য অবস্থা সমূহ পরস্পর বিভিন্ন রূপ নিয়া সমাগত হইলেও যিনি এই বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া ('সূত্রে মণিগণা ইব') আমি রূপে নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছেন; প্রপন্ন শিষ্যের নিকট যিনি মঙ্গলময়

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৮॥
ভূরম্ভাংস্যনলোঽনিলোঽম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমান্
ইত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকম্।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎ পরস্মাদ্ বিভো-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৯॥
সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিন স্তবে
তেনাস্যশ্রবণাৎ তথার্থমনাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ
সিধ্যেত্তৎ পুনরষ্টধা পরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্ ॥ ১০॥

চিহ্ন দ্বারা আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন, সেই পরম করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই আমি প্রণাম করি।

৮। যিনি মায়াবশে প্রভাবিত হইয়া জাগ্রত অথবা স্বপ্নাবস্থায় এই জগৎকে ভেদবুদ্ধিতে মায়াকারণ রূপে, আমি আমার রূপে, গুরুশিষ্য রূপে, পিতা পুত্রাদি রূপে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই পরম করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই আমি প্রণাম করি।

৯। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ব্যোম, সূর্য্য, চন্দ্রমা ও জীব যাঁহার অষ্টমূর্ত্তি, যাঁহার ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত সমন্বয়ে এই বিশ্ব রচনা সম্ভবপর হইয়াছে কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যেখানে পরম বিভু ব্যতীত দ্বিতীয় কোন অস্তিত্বই নাই সেই পরম করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই আমি প্রণাম করি।

১০। পরিদৃশ্যমান্ নামরূপময় সকলই যে আত্মস্বরূপ এই তত্ত্ব এই

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জনন-মরণ-দুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥১১॥
চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥১২॥
ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥১৩॥

স্তবে যেহেতু প্রকটিত করা হইয়াছে, সেই জন্য এই স্তবের শ্রবণ মনন ও কীর্ত্তন করিলে 'সকলই যে আত্মস্বরূপ' এই মহান্ জ্ঞান বিভূতিরূপে জীবনে আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে। ক্রমে ঈশিত্বের আবির্ভাব হয়, তখন অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও প্রসঙ্গতঃ নিশ্চিতরূপে সাধক সমীপে সমাগত হইয়া থাকে।

১১। যিনি বটবৃক্ষের নিকটস্থ ভূমিভাগে (বুদ্ধিতত্ত্বে) সমাসীন, যিনি অচিরে সকল মুনিগণের হৃদয়ে জ্ঞানদানে সমর্থ, যিনি ত্রিজগতের গুরু, ঈশ্বর ও করুণাময় ইষ্টদেব এবং যিনি জন্মমৃত্যুজনিত (দুঃসহ) দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ তাঁহাকে প্রণাম।

১২। কি সুন্দর দৃশ্য! (মহত্তত্ত্বরূপ) বটবৃক্ষের মূলে (বিকাররাহিত্য বশতঃ) চিরতরুণ গুরু, আর (জরামরণধর্ম্মী) বৃদ্ধ শিষ্যগণ। গুরু নির্ব্বাক, তথাপি তাঁহার মৌন সংস্থান হইতেই শিষ্যগণ পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের নিঃসন্দিগ্ধরূপে সমাধান করিয়া লইতেছেন।

১৩। যিনি প্রণবের অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয়স্বরূপ, বিশুদ্ধ জ্ঞানই যাঁহার একমাত্র মূর্ত্তি যিনি নির্ম্মল ও প্রশান্ত সেই করুণাময় গুরুমূর্ত্তিকে প্রণাম।

নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিনাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥১৪॥
মৌনব্যাখ্যা-প্রকটিত পরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥১৫॥

১৪। যিনি যাবতীয় বিদ্যার আকর, যিনি জন্মমৃত্যুরূপ ভবব্যাধির চিকিৎসক, যিনি সর্ব্বলোকের গুরু, সেই করুণাময় গুরুমূর্ত্তিকে প্রণাম।

১৫। যিনি নির্ব্বাক্ ব্যাখ্যানের দ্বারা শিষ্যহৃদয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ, যিনি নিজে তরুণ হইলেও বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, যিনি আচার্য্যশ্রেষ্ঠ, যাঁহার হস্ত জ্ঞানমুদ্রা চিহ্নিত, যিনি আনন্দস্বরূপ ও আত্মাতেই সতত রমণশীল এবং যাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দোদ্ভাসিত, এবম্বিধ করুণাময় গুরুমূর্ত্তিকে স্তব করি।

গুরু বীজ—ঐং

গুরুর ধ্যান—

ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং,
শ্বেতাম্বর পরিধানাং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্,
বরাভয়-করং শান্তং করুণাময়-বিগ্রহং।
বামেনোৎপল ধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত বিগ্রহং
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্ট দায়কং।

প্রণাম— গুরু স্তোত্রে দ্রষ্টব্য।

গুরু বন্দনা।

ভবসাগর তারণ-কারণ হে! রবিনন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে!
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥১॥

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে! তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে!
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥২॥

মনবারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে! নরত্রাণ তরে হেরি চাক্ষুষ হে!
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৩॥

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে! হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে!
মম মানস চঞ্চল রাত্রিদিনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৪॥

রিপুসূদন মঙ্গল-নায়ক হে! সুখশান্তি বরাভয়-দায়ক হে!
ত্রয়তাপ হরে তব নাম-গানে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৫॥

অভিমান-প্রভাব-বিনাশক হে! গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে!
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৬॥

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে! পতিতাধম-মানব-পাবক হে!
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৭॥

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে! ভবরোগ-বিকার বিনাশক হে!
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥৮॥

গুরুস্তোত্রাণি।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২॥

অনেকজন্মসংপ্রাপ্ত-কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান-প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিবষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৪॥

১। আমরা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন—নামরূপের মোহে অন্ধ জীব। যিনি আত্মজ্ঞানরূপ-কজ্জলানুলিপ্ত শলাকা দ্বারা আমাদের এই অন্ধ বা নিমীলিত চক্ষুর আবরণ অপসারিত করিয়া দেন সেই গুরুকে আমি প্রণাম করি।

২। যিনি এই চরাচর বিরাট বিশ্বে অখণ্ড—অসীম মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত বা পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুকে কেন্দ্র করিয়া যিনি আপনার আত্মত্বের অনন্ত পরিধিতে ছড়াইয়া রহিয়াছেন এবং এইরূপ ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্মমহিমা যিনি দেখাইয়া দেন সেই ব্রহ্মস্বরূপ গুরুকে আমি প্রণাম করি।

৩। অসংখ্য জন্ম ব্যাপিয়া অসংখ্য কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্মের বা কর্ম্মফলের বন্ধনে বিজড়িত জীবের বন্ধন যিনি আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা বিদগ্ধ করিয়া দেন সেই গুরুকে আমি প্রণাম করি।

৪। গুরু বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, গুরু জগৎপালক বিষ্ণু, এবং গুরু সৃষ্টিবীজ ধ্বংসকারী মহেশ্বর, আবার গুরুই ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা, তাঁহাকে প্রণাম করি।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৬॥
সর্ব্বশ্রুতি শিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজং।
বেদান্তাম্বুজ সূর্য্যোঽয়ং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৭॥
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতং।
(ভক্তি) ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮॥

৫। তৎস্বরূপ ব্রহ্মের মহিমাই তত্ত্ব; গুরুই সাক্ষাৎ এই তত্ত্বস্বরূপ, কারণ তাঁহা হইতে আর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নাই। গুরু অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ তপস্যার বস্তুও নাই। গুরুই তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ, কারণ তত্ত্বজ্ঞান হইতে কোনও শ্রেষ্ঠজ্ঞান আর নাই। এমন গুরুকে আমি প্রণাম করি।

৬। যিনি আমার অধীশ্বররূপে আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার জীবনকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনি সমস্ত বিশ্বেরও অধীশ্বর এবং নিয়ন্তা। যিনি আমার গুরু—আমার আত্মস্বরূপের একমাত্র প্রকাশক, তিনি সমগ্র বিশ্বেরও গুরু। আমি পরমেশ্বরের সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে একটী জীবমাত্র হইলেও আমার আত্মস্বরূপই সমস্ত ভূতের আত্মস্বরূপ (যেহেতু আমরা প্রত্যেকেই উপাদানক্ষেত্রে—আত্মক্ষেত্রে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্')। আমার আত্মদেবতা সেই গুরুকে আমি প্রণাম করি।

৭। সমস্ত উপনিষদ যাঁহার পাদপদ্মে রত্নরাজির ন্যায় বিরাজিত, সূর্য্যের উদয়ে পদ্ম প্রকাশের ন্যায় যাঁহার প্রকাশে বেদান্ত জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

৮। গুরু নিরভিমান বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। তিনি যখন 'জানিতেছি'

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৯॥
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১০॥
ধ্যানমূলং গুরোমূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥১১॥
মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণো মদ্দেহো গুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১২॥

এইরূপ অভিমানাত্মক জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানক্রিয়াকে আশ্রয় করেন তখন তাহাতে মুল প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, তখন তিনি এই তত্ত্বসমুহের দ্বারা মাল্যবৎ বিভূষিত হন। তিনি ভোগ (বা ভক্তি) এবং অপবর্গ উভয়ই প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রণাম করি।

৯। যে চিন্ময় পরমেশ্বর এই চরাচর ত্রিভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাঁহার চিন্ময় পদ যিনি দেখাইয়া দেন, সেই গুরুকে আমি প্রণাম করি।

১০। যিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক (অর্থাৎ স্থিতিশীল ও গতিশীল সমস্ত পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন সেই তৎস্বরূপ ব্রহ্মপদ যিনি দেখাইয়া দেন সেই গুরুকে প্রণাম করি।

১১। গুরুর মূর্ত্তিই একমাত্র ধ্যানের বস্তু, (প্রজ্ঞাই—জ্ঞানই—আত্মাই গুরুর এই স্থূলদেহ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছেন এই জ্ঞানে যিনি গুরুকে দেখিতে পান তাঁহার ধ্যানই ঠিক হয়) গুরুর পদই পূজার মূল বস্তু (পদ মানে গতি—শক্তি, জ্ঞানের শক্তিরূপে লীলা দর্শন করিলে পূজার যথার্থ অধিকার হয়) গুরুর বাক্যই মন্ত্র এবং গুরুর কৃপাই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

১২। আমার প্রাণই গুরুর প্রাণ, আমার দেহই গুরুর মন্দির (দেহ)

গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্ব্বিশ্বং নমস্তেঽস্তু বিশ্বগুরুং নমাম্যহম্ ॥১৩॥
গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা মাতৃমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্ম্মাতা নমস্তেঽস্তু মাতৃগুরুং নমাম্যহম্ ॥১৪॥
ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥১৫॥

(এবং) যিনি আমার অন্তর ও বাহির অর্থাৎ বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন সেই পূর্ণব্রহ্ম গুরুকে প্রণাম।

১৩। গুরুর মধ্যেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বেতে গুরু স্থিত অর্থাৎ চিন্ময় গুরুর বুকেই জগৎ অবস্থিত এবং জগৎ আকারে গুরুই রহিয়াছেন, এমন যে বিশ্ব-গুরু এবং গুরুরূপে বিশ্ব তাঁহাকে প্রণাম করি।

১৪। যে মহতী চিতিশক্তি হইতে এই বিশ্ববৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিতেছে তিনিই মাতা—তিনিই প্রসবিত্রী। আর এই বিশ্বপ্রবাহের ধাঁধা দূর করিয়া যিনি পুনরায় আমাদিগকে আত্মস্বরূপে উপনীত করেন তিনিই গুরু। এই গুরুর অন্তরেই মাতা বা প্রসবশক্তি রহিয়াছে, আবার মায়েরই অন্তরে গুরু বা সৃষ্টিবীজ-ধ্বংসকারিণী জ্ঞানশক্তি রহিয়াছে। তাই গুরুই মাতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিশ্বলীলা ঘটান, আবার বিশ্বলীলাময়ী মা-ই আত্মলীলা সমাপ্ত করিয়া নির্ব্বিকল্প সত্তাস্বরূপ গুরুরূপ ধারণ করেন। আমি গুরু ও মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়া প্রণাম করিতেছি।

১৫। ব্রহ্মানন্দং (নিজে ব্রহ্মে—পরমাত্মসত্তায় বিচরণ করিয়া যিনি নিয়ত আনন্দ পান) পরমসুখদং (যিনি আত্মতত্ত্ব বিতরণ করিয়া অপরকে

পরম সুখ দান করেন) কেবলং (পরমাত্মসত্তায় নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার ফলে যাহার ব্যষ্টিত্ব একান্তভাবে বিলুপ্ত হইয়া বিরাট ভূমা অস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে) জ্ঞানমূর্ত্তিং (একমাত্র জ্ঞানই যাঁহার শরীরের উপাদান) দ্বন্দ্বাতীতং (যিনি দ্বিতীয় বোধহীন) গগনসদৃশং (যিনি আকাশের ন্যায় অসীম ও ব্যাপক) তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং ('তৎ ত্বম্ অসি'—'তুমি তিনিই'—এইরূপ দর্শন যাঁহার প্রধান লক্ষণ) একং (তিনিই একমাত্র আছেন এই বোধে যিনি স্থিত) নিত্যং (এবং চিরদিন তিনিই আছেন, ছিলেন এবং থাকিবেন এইভাবে যিনি ভাবান্বিত) বিমলং (যাহাতে কোনরূপ মলিনতা, পাপ বা দুঃখের স্পর্শ নাই) অচলং (যিনি নিত্য স্থির) সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং (সর্ব্বজীবের বুদ্ধিক্ষেত্রে যিনি সমানভাবে বিরাজ করিতে সমর্থ) ভাবাতীতং (এত ব্যাপারের কর্ত্তা ও সাক্ষী হইয়াও যিনি একান্ত-ভাবেই অবিকৃত ও নির্লিপ্ত থাকেন) ত্রিগুণরহিতং (সকল গুণের—সর্ব্ববিধ বিকারের স্রষ্টা ও পরিপোষক হইয়াও যিনি উহাদের দ্বারা অপরামৃষ্ট থাকিয়া উহাদের ঊর্দ্ধেই নিয়ত বিরাজ করেন) সদ্ গুরুং তং নমামি (তিনিই সৎ অর্থাৎ একমাত্র অস্তিত্বরূপী গুরু—তাঁহাকে নমস্কার)।

আনন্দময় পরমাত্মসত্তায় নিয়ত অবস্থানের ফলে স্বকীয় আনন্দময়ত্বে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যিনি সেই আনন্দের অংশ শিষ্যহৃদয়ে সঞ্চারিত করেন, যিনি বিশ্বকে তথা নিজেকে জ্ঞানের জমাট বিগ্রহরূপেই দর্শন করিয়া সর্ব্বব্যাপক 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তত্ত্বে অচঞ্চল অবস্থিতির ফলে নিজের পৃথক সত্তা—জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ববোধ নিঃশেষে হারাইয়া ফেলেন এবং এই অদ্বয়ক্ষেত্রে অনুক্ষণ বিচরণের দরুণ জীবব্রহ্মের বিভিন্নতা-বোধ বিলুপ্ত হওয়ায় সকল ভাববৈচিত্র্যের—সকল বিকারের হাত হইতে চিরতরে অব্যাহতি পাইয়া যিনি নিজের একত্ব ও নিত্যত্ব সর্ব্বদা অনুভব করেন সেই নির্ম্মল নিষ্কল সর্ব্বভাব ও গুণের অতীত সর্ব্বেশ্বর পুরুষই

সৎরূপী-গুরু-পদবাচ্য, অর্থাৎ জগৎ বলিতে অস্তিত্ব বলিতে তিনিই আছেন—তাঁহাকে প্রণাম।

এখানে একটি কথা লক্ষ্য করিবার এই যে, সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাই জীবোদ্ধারের জন্য—শিষ্যকে নিজ অঙ্গে নিঃশেষে একীভূত করিয়া লইবার জন্য কখন কখন মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই মনুষ্য দেহাবলম্বন করিয়া ধরাতলে আসিতে হইলেই মনুষ্যশরীরের যে গুলি অপরিহার্য্য ধর্ম্ম—যথা, রোগ শোক জন্ম মৃত্যু—তাহার অধীনতা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবতারগণকেও এইরূপ অনিবার্য্য মানব-দেহোচিত অশেষ ক্লেশ, লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাই মনুষ্যবুদ্ধি পরিহার করিয়া দেহধারী গুরুকে স্বয়ং পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ বিগ্রহরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারিলেই ঐ দেহাশ্রিত পুরুষ হইতেই দিব্যজ্ঞানের অধিকার সহজেই লাভ করা যায়। তবে সাবধান—গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীসত্যদেবাষ্টকম্ ।

গুরুং প্রশান্তং ভবভীতিনাশং
বিশুদ্ধবোধং কলুষাপহারম্ ।
আনন্দরূপং নয়নাভিরামং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥১॥

অজ্ঞাননাশং নিয়তপ্রকাশং
সচ্চিৎস্বরূপং জগদেকমূর্ত্তিম্ ।
বিশ্বাশ্রয়ং বিশ্বপতিং পরেশং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥২॥

স্বয়ম্ভূবং শান্তমনন্তমাদ্যং
ব্রহ্মাদিবন্দ্যং পরমর্ষিপূজ্যম্ ।
কালাত্মকং কালভূবং শরণ্যং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥৩॥

অণুং মহান্তং সদসৎ পরং চ
যোগৈকগম্যং করুণাবতারং ।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥৪॥

ভোগাপবর্গ-প্রতিদান-শক্তং
বন্ধুং সখায়ং সুহৃদং প্রিয়ঞ্চ।
শান্তিপ্রদানং ভবদুঃখহানং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥৫॥

প্রেমাম্বুধিং প্রেমরসায়নঞ্চ
প্রেমপ্রদানং নিধিমদ্বিতীয়ম্।
মৃত্যুঞ্জয়ং মৃত্যুভয়াপহারং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥৬॥

জ্যোতির্ম্ময়ং পূর্ণমনন্ত শক্তিং
সংসারসারং হৃদয়েশ্বরঞ্চ।
বিজ্ঞানরূপং সকলার্ত্তিনাশং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥৭॥

স্নেহং দয়াং বৎসলতাং বিধায়
চিত্তং প্রমুগ্ধং কৃতমত্র যেন।
তং দীননাথং ভবসিন্ধুপোতং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥৮॥

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব প্রণীত উপাসনা পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টকম্ ।

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা শৃঙ্গারহারাবলি,
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।
ত্বত্তীরে বসতস্তদম্বু পিবতস্ত্বদ্ বীচিমুৎপ্রেঙ্খত
স্ত্বন্নাম স্মরত স্তদর্পিত দৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয় ।।১।।
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গোবরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ ।
নৈবান্যত্র মদান্ধ সিন্ধুর ঘটা সংঘট্ট ঘণ্টা রনৎ-
কার ত্রস্ত সমস্ত বৈরিবনিতা-লব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ।।২।।

১। হে মা, তুমি হিমালয় দুহিতা পার্ব্বতীর সপত্নী, তুমি ধরিত্রীর আনন্দদায়ক কণ্ঠভূষণ (হার) রূপে তাহার অঙ্গকে (অংশ বিশেষকে) শোভামান করিয়া রাখিয়াছ, তুমি স্বর্গে আরোহণকারী (সাধক) জন-গণের পুরোগামিনী বিজয় পতাকা, তোমাকে ভগীরথ মর্ত্ত্যে আনিয়াছেন তাই তুমি ভাগীরথী নামে খ্যাতা ; তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, যেন তোমার তীরে বাস করিতে করিতে তোমার পবিত্র জল পান করিতে করিতে তোমার তরঙ্গের উপরে ভাসিয়া চলিতে চলিতে, তোমার নাম স্মরণ করিতে করিতে এবং তোমার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিতে থাকিতে আমার দেহত্যাগ হয় ।

২। হে গঙ্গে, যেহেতু তুমি নরকবারিণী সেইজন্য তোমার তীরস্থ বৃক্ষের কোটরে পক্ষী হইয়া কিম্বা তোমার জলে মৎস্য অথবা কচ্ছপ হইয়া থাকাও শ্রেয়ঃ কিন্তু গঙ্গাহীন দেশে, যাহার (যে রাজার) মদোন্মত্ত

কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃকবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং।
দিব্যস্ত্রী-কর-চারু-চামর-মরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথিস্বংবপুঃ ॥৩॥

অভিনব বিসবল্লী পাদ পদ্মস্য বিষ্ণো
র্মদনমথন মৌলের্মালতীপুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষ লক্ষ্য
ক্ষয়িত কলিকলঙ্কা জাহ্নবী মাং পুনাতু ॥৪॥

হস্তিগণের অসংযত গতি হইতে সঞ্জাত গলঘণ্টা ধ্বনিতে ভয় পাইয়া পলায়নপর শত্রুগণের বধূরা স্বীয়পতির উদ্ধারার্থে প্রার্থনা করিতেছে— এবম্বিধ রাজা হওয়াও শ্রেয় মনে করি না।

৩। হে ত্রিপথগামিনি (স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী নামে পরিচিতা) ভাগীরথি তোমার প্রসাদে কতদিনে আমার এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন কালে আমি দেখিব যে স্বর্গবাসিনী নারীগণ সুন্দর চামর হস্তে আমায় বীজন করিতেছে এবং সেই অবস্থায় আমি দেখিতে পাইব যে কাকেরা আমার মৃত দেহটাকে ঠোকরাইতেছে; কুক্কুরেরা কবলিত করার চেষ্টা করিতেছে; কখনও তোমার ঢেউএর উপরে আন্দোলিত হইতেছে; আবার স্রোতবেগে চালিত হইয়া কখনও বা তটভূমি সংলগ্ন হইতেছে এবং শৃগালেরা সেখানে উহা নিয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে।

৪। তুমি বিষ্ণুর পাদপদ্মের রুচি (কোমল) মৃণাল স্বরূপ এবং মদন ভস্মকারী হরমস্তকে মালতী পুষ্পরচিত মালার ন্যায় শোভা পাইতেছ। তুমি মরণ জন্মের পতাকারূপে উড্ডীন থাকিয়া জীবকে মুক্তির পথে

বত্তৎ তাল তমাল শাল সরল ব্যালোল বল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দু কুন্দোজ্জ্বলং।
গন্ধর্ব্বামর-সিদ্ধ-কিন্নর-বধূ-তুঙ্গ স্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গ্যং জলং নির্ম্মলং ॥ ৫ ॥
গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতং
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাং ॥ ৬ ॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূর-প্রচারি গিরিরাজ-গুহা-বিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি
গাঙ্গ্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ ৭ ॥

পরিচালিত কর। হে কলিকলুষহারিণি, জহ্নুনন্দিনি আমাকে পবিত্র করিয়া উদ্ধার কর।

৫। যে জল তীরস্থ তাল তমাল, শাল ও অন্যান্য সরল বৃক্ষ রাজির আন্দোলিত শাখাগুলি আশ্রয় করিয়া যে লতাসমূহ বিরাজ করিতেছে তাহাতে আচ্ছন্ন থাকিয়া সূর্য্য কিরণের উষ্ণতা হইতে বিমুক্ত হইয়া শীতল রহিয়াছে; যাহা শঙ্খ, চন্দ্র এবং শুভ্র কুন্দ পুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল এবং যাহা স্নানকালে গন্ধর্ব্ব অমর সিদ্ধ ও কিন্নর রমণীগণের কমনীয় বপু (পীন পয়োধর) দ্বারা আলোড়িত হইয়া তাদের দেহ বিলিপ্ত দিব্য চন্দন কুঙ্কুম গন্ধে সুবাসিত হয় তাদৃশ নির্ম্মল গঙ্গাজলে প্রতিদিন আমার স্নানের সুযোগ ঘটুক।

৬। বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভূত, শঙ্করের শিরোদেশে বিহরণকারি পাপনাশি মনোহর গঙ্গাবারি আমাকে পবিত্র করুক।

৭। যে গঙ্গা তরঙ্গায়িত হইয়া হিমালয়ের গুহা বিদীর্ণ করিয়া, দেশ

বরমিহ গঙ্গাতীরে সরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবব কোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥ ৮ ॥
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনাং বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽপি কলিকল্মষ পঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥
ইতি বাল্মীকি-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

দেশান্তর বিধৌত করিয়া বিপুল বেগে চলিয়াছে, যাঁহার পূতজল বর্ত্তমান এবং সঞ্চিত সর্ব্ববিধ পাপবিনাশে সমর্থ সেই শ্রীবিষ্ণুর পদরজ লইয়া প্রবহমাণ পরম কল্যাণকর গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুক।

৮। এই গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে কৃকলাস, কাক কিম্বা কৃষকায় কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি গঙ্গাহীন দূরদেশে কোটি সংখ্যক উত্তম হস্তীর অধিপতি রাজা হওয়াও কাম্য নহে।

সংযতচিত্তে প্রভাতে যে ব্যক্তি বাল্মীকি বিরচিত শুভকর এই গঙ্গাস্তব পাঠ করে তাহারও কলিসঞ্জাত সর্ব্ববিধ পাপ এবং মালিন্য অচিরে বিধৌত হইয়া যায়। সে পুনর্ব্বার ভবসাগরে নিপতিত হইবার ভয় বিমুক্ত হইয়া মোক্ষপদের অধিকারী হয়।

মাতৃ-লীলা।*

সঙ্গীত।

(তিলক কামোদ)

১। সত্য জ্ঞানানন্দময়ী মা
২। অদ্বয় ব্রহ্ম সনাতনী মা
৩। অব্যক্তা মূল প্রকৃতি মা
৪। সত্ত্বরজস্তমো গুণময়ী মা
৫। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী মা
৬। বিশ্বলীলা-রসময়ী মা
৭। মহদাত্ম-স্বরূপিণী মা
৮। অহমাত্ম-বিলাসিনী মা
৯। পঞ্চতন্মাত্রাত্মিকা মা
১০। শব্দময়ী মা ব্যোমময়ী মা
১১। স্পর্শময়ী মা বায়ুময়ী মা
১২। রূপময়ী মা তেজোময়ী মা
১৩। রসময়ী মা জলময়ী মা
১৪। গন্ধময়ী মা ক্ষিতিময়ী মা
১৫। কর্ণবাগিন্দ্রিয়ময়ী মা
১৬। ত্বচাপাণীন্দ্রিয়ময়ী মা
১৭। চক্ষুঃপাদেন্দ্রিয়ময়ী মা
১৮। রসনোপস্থেন্দ্রিয়ময়ী মা
১৯। নাসিকা পায়্বিন্দ্রিয়ময়ী মা
২০। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ময়ী মা
২১। কল্পনারূপিণী মনোময়ী মা
২২। দেশ কালস্বরূপিণী মা
২৩। প্রাণাপানরূপিণী মা
২৪। ব্যানোদান স্বরূপিণী মা
২৫। সমানশক্তিরূপিণী মা
২৬। পঞ্চপ্রাণস্বরূপিণী মা
২৭। পঞ্চীকৃত মহাভূতময়ী মা
২৮। নামরূপক্রিয়াময়ী মা
২৯। ষড়্ভাববিকাররূপিণী মা
৩০। অন্নময়কোষরূপিণী মা
৩১। প্রাণময়কোষরূপিণী মা
৩২। মনোময়কোষরূপিণী মা
৩৩। বিজ্ঞানময়কোষরূপিণী মা
৩৪। আনন্দময়কোষরূপিণী মা
৩৫। পঞ্চকোষ প্রাবৃতা মা
৩৬। জাগরস্বপ্ন সুষুপ্তি মা

* 'উপাসনা' পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

৩৭। কল্পিতাভিমানিনী মা
৩৮। বিশ্বতৈজস রূপিণী মা
৩৯। প্রাজ্ঞনামধারিণী মা
৪০। রাগদ্বেষ স্বরূপিণী মা
৪১। স্বর্গরূপিণী সুখময়ী মা
৪২। নরকরূপিণী দুঃখময়ী মা
৪৩। বদ্ধজীব-স্বরূপিণী মা
৪৪। জন্মমৃত্যুপীড়িতা মা
৪৫। নানাযোনিচারিণী মা
৪৬। অতৃপ্তিরূপিণী সংসৃতি মা
৪৭। ত্রিতাপতপ্তা আর্ত্তা মা
৪৮। দীনা মলিনা কাঙ্গালিনী মা
৪৯। কাতর প্রার্থনা রূপিণী মা
৫০। আশীর্ব্বদায়িনী স্নেহময়ী মা
৫১। শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-রূপিণী মা
৫২। শিষ্যস্তেঽহং-ভাষিণী মা
৫৩। সদ্‌গুরুরূপিণী কৃপাময়ী মা
৫৪। মাভৈর্মাভৈর্ঘোষিণী মা
৫৫। নহিনহি বদ্ধ শ্রাবিণী মা
৫৬। সত্যং ত্বং ভোর্বাদিনী মা
৫৭। আশ্বাস-দায়িনী স্নেহময়ী মা
৫৮। স্নেহস্তন্য পায়য়িনী মা
৫৯। বুদ্ধিযোগপ্রদায়িনী মা
৬০। সত্য-প্রতিষ্ঠারূপিণী মা
৬১। চিদাকাশ-স্বরূপিণী মা
৬২। ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদিনী মা
৬৩। প্রাণ-সন্ধান-দায়িনী মা
৬৪। প্রাণরূপিণী প্রাণময়ী মা
৬৫। প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপিণী মা
৬৬। জড়ত্বদৃষ্টি নাশিনী মা
৬৭। কৃতজ্ঞ ভাবোদ্বোধিনী মা
৬৮। বিষ্ণু-গ্রন্থি-ভেদিনী মা
৬৯। চিন্ময়ী মা চিন্ময়ী মা
৭০। অন্তর্ব্বাহ্যব্যাপিনী মা
৭১। চিন্ময়ী মা চিন্ময়ী মা
৭২। ভক্তি-রস-পরিসিঞ্চিতা মা
৭৩। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা
৭৪। আদরিণী মা স্নেহময়ী মা
৭৫। মহতী-বুদ্ধিরূপিণী মা
৭৬। অনুভূতি মা অনুভূতি মা
৭৭। অস্মিতারূপিণী ঈশ্বরী মা
৭৮। সর্ব্বদুঃখহারিণী মা
৭৯। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা
৮০। সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী মা
৮১। জ্ঞানস্তন্য-প্রদায়িনী মা
৮২। আনন্দপ্রতিষ্ঠারূপিণী মা
৮৩। বিশুদ্ধবোধ-স্বরূপিণী মা
৮৪। সাক্ষাদাত্ম-স্বরূপিণী মা

৮৫। পরমানন্দরূপিণী মা
৮৬। নিরন্তভেদ-প্রতীতি মা
৮৭। নির্ম্মলশান্তিরূপিণী মা
৮৮। বিশুদ্ধসত্তা স্বরূপিণী মা
৮৯। অবাঙ্‌মনো গোচরা মা
৯০। মধুময়ী মা প্রেমময়ী মা
৯১। অজ্ঞান বন্ধন-হারিণী মা
৯২। মধুময়ী মা প্রেমময়ী মা
৯৩। রুদ্রগ্রন্থি-ভেদিনী মা
৯৪। সর্ব্বসংশয় ছেদিনী মা
৯৫। সর্ব্ব-কর্ম্ম-ক্ষয়করী মা
৯৬। মধুময়ী মা প্রেমময়ী মা
৯৭। জন্মমৃত্যু নাশিনী মা
৯৮। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা
৯৯। কেবলানন্দরূপিণী মা
১০০। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা
১০১। অন্তর্ব্বাহ্য পূরিতা মা
১০২। নান্তর্ব্বাহ্য পূরিতা মা
১০৩। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা
১০৪। মোক্ষদায়িনী আদরিণী মা
১০৫। পুনরাবৃত্তি-নাশিনী মা
১০৬। মধুময়ী মা প্রেমময়ী মা
১০৭। জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা
১০৮। জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা

জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা
জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা
জয় গুরু জয় মা জয় গুরু জয় মা
জয় গুরু জয় মা জয় গুরু জয় মা
মা মা মা মা মা মা মা মা
মা মা মা মা মা মা মা মা

প্রার্থনা।

অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যো র্মা অমৃতং গময় ॥১॥

ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুঃ সখা ত্বমেব ॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ॥২॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৩॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥৪॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥৫॥

১। অসৎ (নামরূপ) হইতে আমাকে সৎ এ (সত্তায়) লইয়া চল, অন্ধকার (অজ্ঞান) হইতে আমাকে আলোকে (চিন্ময়জ্ঞানে) লইয়া চল এবং মৃত্যু (নিরানন্দ) হইতে আমাকে অমৃতে (আনন্দে) লইয়া চল।

২। তুমিই আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, তুমিই আত্মজ্ঞানরূপ বিদ্যা, তুমিই ধন। হে দেবেশ ! আমার যাহা কিছু আছে তাহা সকলই তুমি (তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই, কিছু নাই)।

৩। এই বিশ্বে সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, শির, মুখ এবং কর্ণ রহিয়াছে। এইরূপে যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় তিনিই সমস্ত আবৃত করিয়া রহিয়াছেন।

৪। সমস্ত ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সমস্তকে ভরণ করিয়াও নির্লিপ্ত এবং সর্ব্বগুণের ভোক্তা হইয়াও নির্গুণ (কোনও দোষ গুণ দ্বারা বিজড়িত হন না)।

পঞ্চরত্ন স্তোত্রম্।

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥১॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥২॥

৫। তুমি আমাদের জীবনের একমাত্র গতি-স্বরূপ, তুমি আমাদের ভরণ বা পালনকর্ত্তা, তুমি প্রভু অর্থাৎ সমস্ত কর্তৃত্ব তোমাতেই রহিয়াছে, তথাপি তুমি সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছ। আমরা তোমারই স্নেহময় বিরাট বক্ষে বসবাস করি। তুমি আমাদের একান্ত আশ্রয়স্বরূপ, তুমি আমাদের আন্তরিক বন্ধু, বিশ্বের সমুদয় বস্তু তোমা হইতেই জাত হইতেছে এবং পুনরায় সে গুলি প্রলীন হইয়া তোমাতে অবস্থান করিতেছে, তুমিই একান্ত আত্মসমর্পণের উপযুক্ত স্থান, এবং তুমিই বিশ্বের অব্যয় বীজ বা অবিনাশী কারণস্বরূপ।

১। তুমি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় সৎস্বরূপ, তোমাকে প্রণাম করি; তুমি বিশ্বরূপে লীলায়িত চিতিশক্তিস্বরূপ, তোমাকে প্রণাম করি; তুমি অদ্বয়তত্ত্বস্বরূপ সুতরাং মুক্তিদাতা তোমাকে প্রণাম করি; তুমি সর্ব্বব্যাপী গুণাতীত ব্রহ্ম, তোমাকে প্রণাম করি।

২। একমাত্র তুমিই আমাদের আশ্রয়, একমাত্র তুমিই আমাদের বরণীয়, তুমিই একমাত্র জগতের কারণ, এই বিশ্বরূপে তুমিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছ, শুধু তুমিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, তুমিই নিশ্চল এবং তুমিই বিকল্পবিরহিত।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্ ।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেশাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥৩॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য ।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥৪॥
তদেকং স্মরাম স্তদেকং জপাম
স্তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥৫॥

৩। তুমি সমস্ত ভয়েরও ভয়, সমস্ত ভীষণেরও বিভীষিকাদায়ক। তুমিই জীবগণের গতি, জগতে যাহা কিছু পবিত্রকারক বস্তু আছে তাহাদিগকেও তুমি পবিত্র করিয়া থাক, যাঁহারা উচ্চপদমর্য্যাদা-সম্পন্ন তাঁহাদেরও তুমিই একমাত্র নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠসমূহেরও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকগণেরও রক্ষক।

৪। হে পরমেশ্বর ! প্রভো ! হে সর্ব্বরূপময় ! হে অবিনাশিন ! হে ইন্দ্রিয়গোচরাতীত ! হে সত্যস্বরূপ ! হে অচিন্তনীয় ! হে ধ্বংস-রহিত ! হে সর্ব্বব্যাপিন্ ! হে অব্যক্ততত্ত্বস্বরূপ ! হে বিশ্বপ্রকাশক বিশ্বেশ্বর ! আমাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা কর।

৫। আমি একমাত্র তোমাকেই স্মরণ করি, একমাত্র তোমার নামই জপ করি। এই জগতের একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ তোমাকেই প্রণাম করি। তুমিই একমাত্র সত্য, তুমিই আশ্রয়, অবলম্বনরহিত, ঈশ্বর; ভবসিন্ধুর একমাত্র তরণি। আমি তোমার আশ্রয় লইলাম।

বৈদিক স্তুতিঃ

ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি। ত্বমেব কেবলং কর্ত্তাসি।
ত্বমেব কেবলং ধর্ত্তাসি। ত্বমেব কেবলং হর্ত্তাসি।
ত্বমেব সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মাসি। ত্বং সাক্ষাদাত্মাসি নিত্যম্।
ঋতং বচ্মি, সত্যং বচ্মি। অব ত্বং মাম্, অব বক্তারম্,
অব শ্রোতারম্, অব দাতারম্, অব ধাতারম্, অবানুচানমবশিষ্যম্।
অব পুরস্তাৎ, অব পশ্চাত্তাৎ, অবোত্তরত্তাৎ, অব দক্ষিণত্তাৎ,
অব চোর্দ্ধত্তাৎ, অবাধরত্তাৎ, সর্ব্বতো মাং পাহি, পাহি সমন্তাৎ।
ত্বং বাঙ্ময় স্ত্বং চিন্ময়ঃ ত্বম্ আনন্দময়স্ত্বং ব্রহ্মময়ঃ,
ত্বং সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়োঽসি।
সর্ব্বং জগদিদং ত্বত্তো জায়তে, সর্ব্বং জগদিদং ত্বত্তস্তিষ্ঠতি,
সর্ব্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি, সর্ব্বং জগদিদং ত্বয়ি প্রত্যেতি।
ত্বং ভূমিরাপোঽনলোঽনিলো নভঃ।
ত্বং চত্বারি বাক্পদানি। ত্বং কালত্রয়াতীতঃ, ত্বং অবস্থাত্রয়াতীতঃ,
ত্বং দেহত্রয়াতীতঃ, ত্বং গুণত্রয়াতীতঃ। ত্বং মূলাধারস্থিতোঽসি নিত্যম্।

তত্ত্বমসি * শব্দে জীবব্রহ্মের অভেদ ভাবাত্মক যে আত্মস্বরূপের নির্দ্দেশ করে তুমিই সেই প্রত্যক্ষ আত্মা। তুমিই একমাত্র কর্ত্তা, তুমিই একমাত্র ধারক এবং তুমিই একমাত্র সংহারকারী। এই 'সর্ব্ব' রূপে যাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহা ব্রহ্মই এবং সেই ব্রহ্ম তুমিই। তুমিই সাক্ষাৎ আত্মা, তুমিই নিত্য। জগতের কারণরূপে যে সত্য প্রকটিত রহিয়াছেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি—কার্য্যরূপে যে সত্য বিদ্যমান তাঁহাকেও স্মরণ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর; যিনি তোমার কথা বলেন তাঁহাকে তুমি রক্ষা কর; যিনি তোমার

---

* তত্ত্বমসি—তৎ ত্বম্ অসি অর্থাৎ তুমিই তিনি (ব্রহ্ম)।

ত্বং শক্তিত্রয়াত্মকঃ, ত্বাং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যম্।
ত্বং ব্রহ্মা, ত্বং বিষ্ণু স্ত্বং রুদ্র স্ত্বমিন্দ্র স্ত্বমগ্নি স্ত্বং বায়ু
স্ত্বং সূর্য্য স্ত্বং চন্দ্রমাঃ। ত্বং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্॥

কথা শুনেন তাঁহাকে তুমি রক্ষা কর; যিনি তত্ত্বোপদেশ দান করেন তাঁহাকে তুমি রক্ষা কর, যিনি সেই তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহা ধারণ করেন তাঁহাকে তুমি রক্ষা কর; যিনি গুরুর সঙ্গে পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রোচ্চারণ করেন সেই অনুচানকে তুমি রক্ষা কর, গুরুপ্রদত্ত ব্রহ্মবিদ্যা যিনি আয়ত্ত করেন সেই শিষ্যকে তুমি রক্ষা কর। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ, নিম্ন—সমস্ত দিকে থাকিয়া তুমি আমায় রক্ষা কর। সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে আমায় রক্ষা কর। চতুর্দ্দিকে আমায় রক্ষা কর। বাকশক্তিরূপে তুমি, চিতিশক্তিরূপে তুমি, তুমি আনন্দময়, তুমি ব্রহ্মময়, সত্তা জ্ঞান ও আনন্দরূপে তুমিই একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু। তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। জাগতিক সর্ব্ববস্তুর জ্ঞানরূপে তুমি, আবার বিশুদ্ধ আত্ম-জ্ঞানরূপেও তুমিই। এই সমগ্র বিশ্ব তোমা হইতে জাত, এই সমগ্র বিশ্ব তোমাতে প্রতিষ্ঠিত এবং এই সমগ্র বিশ্ব তোমাতে প্রলীন হইয়া পশ্চাৎ তোমাতেই ফিরিয়া আসে। ভূমি, জল, অগ্নি, বাতাস ও আকাশের রূপ ধরিয়া তুমিই বিরাজিত রহিয়াছ। চতুর্ব্বেদরূপেও তুমিই প্রকাশিত। তুমি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের অতীত, তুমি জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত। তুমি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিদেহের অতীত। তুমি সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণের অতীত। তুমি মূলাধার কেন্দ্রে —সাধকের ঘুমন্ত শক্তি-কেন্দ্রে নিত্য বিরাজিত। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই ত্রিশক্তিরূপে তুমিই প্রকটিত। যোগিগণ তোমাকে নিত্য ধ্যান করেন। তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্রমা। তুমিই ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ।

প্রাতঃস্তোত্র।

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥ ১

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ ২

১। হে জগন্মাতঃ! প্রভাত হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে পুনঃ প্রভাত পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু করি তৎসমুদয় যেন তোমারই পূজা-রূপে পর্য্যবসিত হয়। (অর্থাৎ আমার কোন কর্ম্মই আর আমার নিজের তৃপ্তির জন্য যেন অনুষ্ঠিত না হয়। তোমারই তৃপ্তি সাধন উদ্দেশ্যে তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমি যেন সকল কর্ম্ম সম্পাদন করি। (এক কথায় আমার প্রতি কর্ম্ম যেন তোমার পূজারূপে প্রকাশ পায়)।

২। ধর্ম্ম যে কি তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, এবং অধর্ম্ম যে কি তাহাও আমি জানি কিন্তু তাহাতেও আমার নিবৃত্তি বা ত্যাগের ইচ্ছা নাই। হে হৃষীকেশ—হে ইন্দ্রিয়াধিপতি মননশক্তি! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে আমি সেই কর্ম্মই করিব।

তাৎপর্য্য॥ যে চিন্ময়ী শক্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপনার ব্যাপক বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহারই নাম ধর্ম্ম। তাঁহার দিকে লক্ষ্য ফিরাইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করার নাম ধর্ম্মপালন। যতদিন আমরা তাঁহাকে না দেখিয়া জগৎভোগে মুগ্ধ থাকি ততদিন আমরা অধর্ম্মাচরণ করি। কিন্তু হায়! আমরা এমনই মোহগ্রস্ত যে, এ কথা

প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
যৎ স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ ॥ ১

প্রাতর্ভজামি মনসো বচসামগম্যং
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ।
যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা আবোচং
স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্ ॥ ২

জানিয়াও সত্যের দিকে লক্ষ্য ফিরাইতে পারি না। তাই আমাদের দুঃখ দুর্গতিরও শেষ হয় না। কিন্তু যিনি আমাদের অসংখ্য বাসনা কামনার—অনন্ত ইচ্ছা প্রবাহের তলায় তলায় থাকিয়া আমাদিগকে ইচ্ছা বা কামনা করিবার শক্তিদান করেন সেই হৃষীকেশের দিকে যদি আমরা নয়ন মেলিয়া তাকাইতে পারি তাহা হইলে দেখিতে পাইব—আমাদিগকে কিছুই করিতে হয় না, সমস্ত কর্ম্ম তিনিই করিয়া লন। তিনি যন্ত্রী আর আমরা যন্ত্র মাত্র। তাঁহাকে দেখিলেই আমাদের সকল কর্ত্তৃত্বের অভিমান দূর হয়, সুতরাং কর্ম্মের ফলস্বরূপ আগত সুখ দুঃখও ভোগ করিতে হয় না—আমরা শান্ত ও স্বস্থ হই।

১। যাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরমহংসগণের গতি বা চরম আশ্রয়স্থান এবং তুরীয় অর্থাৎ জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত চতুর্থ অবস্থাস্বরূপ, হৃদয়ে প্রকাশমান সেই আত্মতত্ত্ব প্রাতঃকালে আমি স্মরণ করি। যে ব্রহ্ম নিত্য জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও নিষ্কল—পূর্ণ, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, আমি ভূতগণের সমবায়ে গঠিত একটি জীব মাত্র নহি।

প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্।
যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষমূর্ত্তৌ
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ॥ ৩

শান্তি মন্ত্র।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ আবিরাবীর্ম্ম এধি। বেদস্য মা আনীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ত্‌ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্ অবতু বক্তারম্।১
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

২। প্রাতঃকালে বাক্যমনের অতীত পুরুষকে আমি ভজনা করি। বাক্‌শক্তি যাঁহার কৃপায় প্রকাশিত হয় এবং বেদ সকল 'ইহা নয়, 'ইহা নয়' বলিয়া (নামরূপকে ঠেলিয়া) যাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছে পণ্ডিতগণ সেই পরমেশ্বরকে জন্মরহিত ক্ষরণরহিত এবং সকলের আদি বলিয়া থাকেন।

৩। যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত, সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার বর্ণ (অর্থাৎ যিনি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ), যিনি পূর্ণ সেই অবিনাশী ব্রহ্মপদে (অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বকে) প্রাতঃকালে আমি প্রণাম করি। রজ্জুতে যেমন সর্পের অধ্যাস হইয়া থাকে তেমনি সেই অনন্তবিগ্রহ * ব্রহ্মে এই অনন্ত জগত প্রতিভাসিত হইতেছে।

১। বাক্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা (আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক)

* অনন্তবিগ্রহ—মূর্ত্তি বা বিগ্রহ কখনও অনন্ত হয় না, কিন্তু আমার শরীর যেমন আমাকে চিনাইয়া দেয় তেমনি অসীমতা দ্বারাই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই অনন্ততাই তাঁহার বিগ্রহ বা মূর্ত্তি স্বরূপ।

মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং (আমার মন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক) আবিঃ আবিঃ মা এধি (হে স্বপ্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা, তুমি আমাতে আবির্ভূত হও) বেদস্য [প্রতিপাদ্যার্থঃ] (বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ) মা আনীস্থঃ (আমাকে যেন ত্যাগ না করে) শ্রুতং (শ্রুতি প্রতিপাদ্য জ্ঞান) মে মা প্রহাসী (আমাকে যেন পরিহার না করে) অনেন অধীতেন (এই অধ্যয়ন বা পাঠ দ্বারা) অহো রাত্রান্তং (সমগ্র দিবারাত্র) [তং] সন্দধামি (এই বেদ প্রতিপাদ্য অর্থকে সম্যক্‌রূপে ধরিয়া রাখিতে পারি) ঋতং বদিষ্যামি (আমি কারণাত্মক ব্রহ্মকে যেন বলিতে পারি) সত্যং বদিষ্যামি (আমি কার্য্যাত্মক ব্রহ্মকে যেন বলিতে পারি) তৎ মাং অবতু (সেই কার্য্য ও কারণাত্মক সত্য যেন আমাকে রক্ষা করেন) তৎ বক্তারং অবতু (সেই সত্য বক্তা গুরুকে রক্ষা করুন) অবতু মাং (আমাকে রক্ষা করুন) অবতু বক্তারম্ (বক্তা গুরুকে রক্ষা করুন)।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁম্ (আমাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক)।

১। **অনুবাদ**—আমার বাক্য মনে এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা! তুমি আমাতে আবির্ভূত হও। বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য অর্থ যেন কখনও আমাকে পরিত্যাগ না করে। এই বেদাধ্যয়নের ফলে আমি যেন বেদপ্রতিপাদ্য অর্থ (তত্ত্বকে) সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিতে পারি। আমি ঋত এবং সত্য—অর্থাৎ কারণ এবং কার্য্যরূপ ব্রহ্মকে বাক্যরূপে যেন সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে পারি। এই কার্য্য-কারণাত্মক ব্রহ্ম আমাকে ও বক্তা আচার্য্যকে রক্ষা করুন। পুনঃ বলিতেছি—তিনি আমাকে ও আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন। আমাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ২।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ ৩॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণম্

২। ওঁ নৌ (আমাদের দুইজনকে—গুরু ও শিষ্যকে) সহ (এক সঙ্গে) অবতু (রক্ষা কর) নৌ সহ ভুনক্তু (আমাদের দুইজনকে এক সঙ্গে ব্রহ্মানুভূতি ভোগ করাও) সহ বীর্য্যং করবাবহৈ (আমরা দুইজনে একসঙ্গে যেন আত্মজ্ঞান অবধারণের শক্তি লাভ করিতে পারি) নৌ আমাদের দুইজনের) অধীতং (অধ্যয়ন) তেজস্বি অস্তু (তেজ-সম্পন্ন হউক) মা বিদ্বিষাবহৈ (আমরা দুইজনে যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হই)।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্। তুমি গুরু শিষ্য আমাদের দুইজনকে এক সঙ্গে রক্ষা করিয়া উভয়কেই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধিজনিত আনন্দ ভোগ করাও। আমরা উভয়ে একসঙ্গে যেন আত্মজ্ঞান অবধারণের শক্তি লাভ করিতে পারি। আমাদের অধ্যয়ন তেজস্বী হইয়া অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ হউক। আর আমরা পরস্পর যেন বিদ্বেষভাবাপন্ন না হই।

৩। এই মন্ত্রের অন্বয় ও অনুবাদ ভোগনিবেদনের মন্ত্র মধ্যে দ্রষ্টব্য।

৪। ওঁ মম অঙ্গানি (আমার অঙ্গসকল) বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং

মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ৪। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভির্ব্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

(বাক্য, প্রাণ, নেত্র এবং কর্ণ) অথ বলং সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়ানি চ (অনন্তর বল এবং সকল ইন্দ্রিয়) আপ্যায়স্তু (আপ্যায়িত হউক—পুষ্টিলাভ করুক)। সর্ব্বং ঔপনিষদং ব্রহ্ম (সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম [আমার নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠুক]), অহং ব্রহ্ম মা নিরাকুর্য্যাম্ (আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মও যেন) মা (আমাকে) মা নিরাকরোৎ (প্রত্যাখান না করেন), অনিরাকরণং অস্তু (ব্রহ্মের নিকট আমার অপ্রত্যাখ্যান হউক) মে (আমার নিকট) অনিরাকরণমস্তু (ব্রহ্মের যেন প্রত্যাখ্যান না হয়), তৎ আত্মনি নিরতে (সেই পরমাত্মতত্ত্বে নিরত বা সমাহিত হইলে) যে উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ (উপনিষৎ প্রতিপাদ্য যে ধর্ম্মসকল প্রতিভাত হয়) তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু (তাহারা সকলে যেন আমাতে আবির্ভূত হয়)।

৪। **অনুবাদ**—আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ আপ্যায়িত হইয়া পুষ্টিলাভ করুক। উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউন। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার অপ্রত্যাখ্যান অব্যাহত থাকুক। আর আত্মনিষ্ঠ হওয়ার ফলে উপনিষৎ প্রোক্ত ধর্ম্ম সমূহ আমাতে প্রতিফলিত হউক।

৫। দেবাঃ (হে দেবগণ !) কর্ণেভিঃ (কর্ণসকল দ্বারা) ভদ্রং শৃণুয়াম (মঙ্গলজনক শব্দ যেন শ্রবণ করি) যজত্রাঃ (উপাসনা-পরায়ণ হইলে)

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমি স্বস্তি ন বৃহস্পতির্দধাতু। ৫।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ॥

ওঁ পুনাতু নঃ পুষণ্। পুনন্তু পিতরঃ। পুণ্যা নো ভবন্তু দেবাঃ। অগ্নে নঃ পুনাতু। পুনাতু বায়ো। নমস্তস্মৈ পরমাত্মনে। নমস্তুভ্যং পুরুষায়। নমো মহ্যং যজমানমূর্ত্তয়ে। ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি।

অক্ষভিঃ (চক্ষু দ্বারা) ভদ্রং পশ্যেম (মঙ্গলকর দৃশ্যই যেন দর্শন করি) তুষ্টুবাংসঃ (তোমাদের স্তুতি করিতে করিতে) স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তনুভিঃ (সুস্থির অঙ্গে ও সুস্থ শরীরে) দেবহিতং যৎ আয়ুঃ (দেবতাদের বাঞ্ছিত যে আয়ু অর্থাৎ সুদীর্ঘ জীবন) [তৎ] ব্যশেম (তাহা যেন লাভ করিতে পারি)। বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্রঃ (যিনি সতত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন সেই ইন্দ্র) নঃ স্বস্তি (আমাদিগের স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গল দান করুন) বিশ্ববেদাঃ (যিনি বিশ্বের সমস্ত অবগত আছেন, এমন) পুষা (সূর্য্য দেব) নঃ স্বস্তি (আমাদের মঙ্গল [দায়ক হউন]) অরিষ্টনেমিঃ তার্ক্ষ্যঃ (সমস্ত অশুভকে যিনি পরিধিগত করিয়া নাশ করিতে সমর্থ অর্থাৎ যাঁহার অস্ত্রক্ষেপে সকলে বশ্যতা স্বীকার করে সেই তুমি গরুড়) নঃ স্বস্তি (আমাদের কল্যাণ কর)। বৃহস্পতিঃ নঃ স্বস্তি দধাতু (আর দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন)।

৫। অনুবাদ—হে দেবগণ! আমরা কর্ণের দ্বারা সতত যেন মঙ্গলজনক শব্দই শ্রবণ করি এবং উপাসনা করিতে যাইয়া চক্ষুদ্বারা কেবল শুভ রূপই যেন দর্শন করি। তোমাদের স্তুতিমঙ্গল গান করিতে করিতে আমরা সুস্থির অঙ্গে ও রোগশূন্য শরীরে যেন দেবকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি। সতত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণশীল ইন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যদেব,

ত্বমেব প্রত্যক্ষং প্রাণোঽসি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। ত্বং মাং পুনাতু। তদ্বক্তারম্ পুনাতু। পুনাতু মাম্। পুনাতু বক্তারম্। ৬।

ওঁ পুণ্যম্ ওঁ পুণ্যম্ ওঁ পুণ্যম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

অপ্রতিহতশক্তি গরুড় এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের নিয়ত মঙ্গল বিধান করুন।

৬। পুষণ্ (হে সূর্য্যদেব।) নঃ পুনতু (আমাদিগকে পবিত্র করুন), পিতরঃ পুনন্তু (পিতৃগণ আমাদিগকে পবিত্র করুন) দেবাঃ নঃ পুণ্যাঃ ভবন্তু (দেবগণ আমাদের সম্বন্ধে পুণ্যময় হউন) অগ্নে, নঃ পুনাতু (হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদিগকে পবিত্র করুন) পুনাতু বায়ো (হে বায়ো, আমাদের পবিত্রতা সাধন করুন) নমঃ তস্মৈ পরামাত্মনে (সেই বাক্যমনের অতীত পরমাত্মাকে প্রণাম)। নমঃ তুভ্যং পুরুষায় (ব্যক্ত বিশ্বরূপে প্রতিভাত অক্ষর পুরুষ, তোমায় নমস্কার) নমঃ যজমানমূর্ত্তয়ে মহ্যং (আর জীবরূপী যজমান মূর্ত্তি আমাকে প্রণাম) ত্বম্ এব প্রত্যক্ষং তৎ-ত্বম্-অসি (তুমিই সাক্ষাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম)। ত্বম্ এব প্রত্যক্ষং প্রাণঃ অসি (তুমিই সাক্ষাৎ প্রাণ)। ঋতং বদিষ্যামি (কারণাত্মক ব্রহ্মকে বলিব)। সত্যং বদিষ্যামি (কার্য্যাত্মক ব্রহ্মকে বলিব)। ত্বং (এই ঋত ও সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি) মাং পুনাতু (আমাকে পবিত্র কর)। তৎ (সেই ব্রহ্ম) বক্তারং পুনাতু (ব্রহ্মতত্ত্বের বক্তা—আচার্য্যকে পবিত্র করুন)। পুনাতু মাং, পুনাতু বক্তারম্ (আবার বলি—তিনি আমাকে ও বক্তাকে পবিত্র করুন)।

৬। **অনুবাদ**—সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, দেবগণ ও পিতৃপুরুষগণ আমাদিগকে পবিত্র করুন অর্থাৎ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও কৃপাদৃষ্টিতে

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্যর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি। তন্মাম্ অবতু। তদ্বক্তারম্ অবতু।
অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।৭।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

আমরা পাপমুক্ত হইয়া যেন আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি। বাক্য ও মনের অবিষয়ীভূত পরমাত্মাকে প্রণাম। বিশ্বরূপে প্রতিভাত অক্ষর পুরুষকে প্রণাম এবং জীবরূপী যজমানমূর্ত্তি আমাকে প্রণাম। তুমিই প্রত্যক্ষ প্রাণ। কার্য্য ও কারণরূপী ব্রহ্মকে বলিব তুমি আমাকে ও তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা আমার আচার্য্যকে পবিত্র কর।

৭। মিত্রঃ (সূর্য্য) নঃ (আমাদের সম্বন্ধে) শং (মঙ্গলময় [হউন]) বরুণঃ শং (জলাধিপতি বরুণ মঙ্গল বিধান করুন) অর্য্যমা নঃ শং ভবতি (অর্য্যমা আমাদের শুভ করুন) ইন্দ্রঃ, বৃহস্পতিঃ নঃ শং (দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণ করুন)। উরুক্রমঃ (বৃহৎ বা মহান্ ক্রম বা পদক্ষেপ যাঁহার অর্থাৎ যাঁহার ব্যাপ্তিতে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত) বিষ্ণুঃ (সেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু) নঃ শং (আমাদের মঙ্গল করুন)। নমঃ তে ব্রহ্মণে (ব্রহ্ম, তোমাকে প্রণাম)। নমঃ তে বায়ো (হে বায়ুদেবতা তোমাকে প্রণাম)। ত্বং এব (এই বেদবিহিত মন্ত্ররূপে—প্রার্থনাবাক্য-রূপে যাহা উচ্চারিত হইতেছে সেই বাক্যরূপে তুমিই এবং এই তুমিই) প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি (সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ) ত্বম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি (তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই কথা আমি বলিব) ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং

বদিষ্যামি (আমি কারণরূপ ঋতকে এবং কার্য্যরূপ সত্যকে বলিব) তৎ (সেই ঋত ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম) মাম্ অবতু (আমাকে রক্ষা করুন) তৎ বক্তারম্ অবতু (তিনি আচার্য্যকে রক্ষা করুন) অবতু মাং, অবতু বক্তারম্ (আবার বলি —আমাকে ও বক্তাকে তিনি রক্ষা করুন)।

৭। **অনুবাদ**—মিত্র বরুণ অর্য্যমা (সূর্য্য) ইন্দ্র বায়ু বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ এবং সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, তোমরা সকলে আমার মঙ্গল বিধান কর। হে ব্রহ্ম! তোমাকে প্রণাম করি এবং তোমার তত্ত্ব উৎঘাটন করিতে গেলে যে বাক্য—যে মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয় তাহাও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপই—আমি সেই ব্রহ্মরূপী বীর্য্যবান্ বাক্য দ্বারা ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে ও আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন—অর্থাৎ আর যেন আমরা জগতের অনাত্মকথায় অনাত্ম ব্যবহারে শক্তি ক্ষয় না করি, কারণ অনাত্মক্ষেত্রে বিচরণই প্রকৃত মৃত্যু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

সমাপ্ত
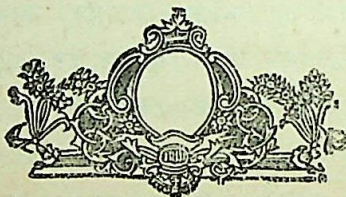
ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ লিখিত

অন্যান্য পুস্তকাবলী—

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব—'সাধন-সমর' গ্রন্থপ্রণেতার অলৌকিক জীবনী। পাঠে অন্তর পবিত্র ও জাগ্রত হয়, শান্ত হয় ; নব প্রেরণা প্রাণে আসে। মূল্য—১.২৫ ন. প.

সত্যের পথ বা 'আমির' সন্ধান (দ্বিতীয় সংস্করণ) ভগবান বলিলে কি বুঝায়, ভগবান কোথায় কিরূপে আছেন, তাঁহার সঙ্গে মানুষের কি সম্বন্ধ, কি উপায়ে ভগবানকে লাভ করা যাইতে পারে এবং লাভ করিবার পথে সাধকের কি কি অনুভূতি লাভ হয় তাহা এই পুস্তকে কথিত হইয়াছে। মূল্য—৭৫ ন. প.

চিঠিতে সাধনা ও উপলব্ধির কথা—ভক্ত ও শিষ্যগণ সাধনা করিয়া কি লাভ করিয়াছেন তাহার সুন্দর ও মধুময় কাহিনী এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হইয়াছে। মূল্য—১৲

সাধনার গৃহে—গ্রন্থকার বাল্যকাল হইতে কিরূপে সাধনা করিয়া সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন তাহা এই গ্রন্থপাঠে জানিতে পারিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—১.৫০ ন.প.। ৩য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে।

আশার বাণী—প্রবেশার্থী কিরূপে সাধনায় প্রথম প্রবেশ করিবে তাহা এই ছোট বইটীতে বর্ণনা করা হইয়াছে। মূল্য—৬ ন.প.

ঐ হিন্দী অনুবাদ। মূল্য—৬ ন. প.

প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা—(বাংলা ও হিন্দী) প্রতিমায় কিরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা—প্রাণদর্শন করিতে হয়, বিশ্বের প্রতি নামে, রূপে কিরূপে প্রাণকে দর্শন—অনুভব করিতে হয় তাহার বাস্তব পন্থা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য—১৲, হিন্দী ১৲

হৈমবতী দর্শন—মুমুক্ষু সাধক ও ধর্ম্মার্থি-সাধারণের পরম আশ্রয়। ইহাতে আছে পরব্রহ্মের ইন্দ্রকে হৈমবতীরূপে দর্শনদানের কাহিনী ও তত্ত্বকথা। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার প্রাচীন ঋষিদিগের ও স্বকীয় সাধনার ধারা এবং কি ভাবে মোক্ষকামী সাধককে স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা অনুপম ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হৈমবতী, দুর্গা, পার্থ-সারথি এবং ব্রহ্মর্ষি সত্যদেবের ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য—১৲, হিন্দী—১৲

নবদুর্গা কে—(বাংলা ও হিন্দী) ইহাতে আছে পুরাণে লিখিত নবদুর্গার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং এই নবদুর্গা সকলের অন্তরেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া চিন্ময়ী মাতৃরূপে কি ভাবে অন্তরকে জাগায়, কি ভাবে ধীরে ধীরে কৈবল্যের পথে লইয়া যায়, তাহারই সরল সুমধুর তত্ত্বকথা। মূল্য—৩৭ ন. প. ঐ হিন্দী—৩৭ ন. প.

দশমহাবিদ্যা কে—(হিন্দী ও বাংলা) ইহাতে আছে পুরাণে বর্ণিত দশমহাবিদ্যার তত্ত্বকথা। শক্তি কিরূপে ভোগ ও অপবর্গ অভিমুখে জীবকে নিয়া খেলা করেন, পরে কৈবল্যধামে পৌঁছাইয়া দেন তাহা এই গ্রন্থপাঠে জানিতে পারিবেন। মূল্য—৫০ ন. প. হিন্দী—৫০ ন. প.

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী প্রণীত—

শ্রীগুরুলাভ ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থদর্শন—২৯৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং বিভিন্ন তীর্থের মন্দির ও দেবমূর্ত্তির চিত্রে সমৃদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্রীর গুরুলাভ এবং গুরুসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণের ব্যাপক বৃত্তান্ত গ্রন্থখানিকে সু-সাহিত্যের সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। মূল্য ৪৲, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মহেশ্বরের ফটো—৬ ন. প.

শ্রীশ্রীমা হৈমবতীর ফটো—বড় ৩৭ ন. প. ছোট—১২ ন, প.

আশ্রমাচার্য্য শ্রীশ্রীবাবার ফটো—বড় ১·২৫ ন. প. ছোট—২৫ ন. প.